বৈষ্ণব পদাবলী

(চয়ন)

দীনেশচন্দ্র সেন
এবং
খগেন্দ্রনাথ মিত্র
সম্পাদিত

তৃতীয় সংস্করণ
(পুনর্মুদ্রণ)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৫১

ভূমিকা

[১]

বৈষ্ণব পদাবলীর প্রথম যুগ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ। অবশ্য আমরা জয়দেবকে বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদের দলভুক্ত করিতে চাই না,—তিনি সংস্কৃতে লিখিয়াছিলেন। জয়দেবের ভাষা সংস্কৃত হইলেও অনেক বিষয়ে ইহা বাঙ্গালা ভাষার কাছাকাছি। জয়দেবের গানে যে সকল ছন্দ অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা প্রাকৃত অলঙ্কার-সাহিত্যের অনুগামী, সংস্কৃতের নহে। গীতগোবিন্দের ভাষাও অবিমিশ্র সংস্কৃত নহে—উহাতে অনেক প্রাকৃত শব্দ স্থান পাইয়াছে।

আদিযুগের প্রধান কবি চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি। বিদ্যাপতি মিথিলার কবি। কিন্তু বাঙ্গালা পদসংগ্রহে যে পদগুলি পাওয়া যায়, তাহা অনেকটা বাঙ্গালারই মত। অনেকে বলেন বাঙ্গালীর হাতে পড়িয়া ইহার বেশপরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে—আমরা ইহাকে কতকটা বাঙ্গালীর মত করিয়া গ্রহণ করিয়াছি। এই বেশপরিবর্ত্তন কিরূপ, তাহা মিথিলায় প্রাপ্ত পদের সঙ্গে পদকল্পতরু প্রভৃতি সংগ্রহ-পুস্তকে উদ্ধৃত বিদ্যাপতির পদ মিলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। বিদ্যাপতির পদ মহাপ্রভু সর্ব্বদা গাহিতেন। বিদ্যাপতি মিথিলার রাজকবি ছিলেন, ইনি সংস্কৃতে অনেক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। রাজা শিবসিংহ ও তৎপত্নী লছিমাদেবীর অনুগ্রহ লাভ করিয়া ইনি রাধা-কৃষ্ণ-বিষয়ক অনেক পদ লিখিয়াছেন, ভণিতায় তাহার উল্লেখ আছে। ইনি অতি দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন এবং পর পর অনেক রাজার সহায়তা ও আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন, এমন কি তিনি 'গ্যাসদেব সুলতানে'র প্রশংসাসূচক কথাও লিখিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাপতির উপমা দেশবিশ্রুত ;—"লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার। মধু মাতল কিয়ে উড়ই না পার ॥"—প্রভৃতি কত সুন্দর উপমা দিয়াই না তিনি ললনা-চক্ষুর ভাবমুগ্ধ আত্মহারা দৃষ্টি বুঝাইয়াছেন। সেই উপমার প্রত্যেকটি মৌলিক ও কবিত্বময়।

কয়েকটি প্রাচীন পদে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মিলনের কাহিনী আছে। তাঁহারা পরস্পরের যশে আকৃষ্ট হইয়া উভয়ের দর্শনের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া ছিলেন। বিদ্যাপতি এই অভিপ্রায়ে 'রূপনারায়ণ'কে সঙ্গে লইয়া গঙ্গার পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, চণ্ডীদাসও কতকটা অগ্রসর হইয়া আসিয়া শুভ বসন্ত ঋতুতে গঙ্গাতীরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন ;—প্রেমের স্বরূপ কি তৎসম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে অনেক আলোচনা হইয়াছিল। কিন্তু এইরূপ প্রবাদের বিশেষ মূল্য আছে বলিয়া বোধ হয় না।

চণ্ডীদাস সহজিয়া ছিলেন—এইরূপ একটি মত প্রচলিত আছে। তাঁহার কৃষ্ণকীর্ত্তনে এই সহজিয়া ভাবের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এই সহজিয়া মত বহু প্রাচীন। ইহার গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন—বৌদ্ধ সমভিপ্পায়ীর দল (খ্রীঃ পূঃ তিন শত বৎসর)। 'সমভিপ্পায়ী' পালি শব্দ, 'সমভিপ্রায়ী' শব্দের রূপান্তর। বৌদ্ধ বিহারের একদল

সমভাবের ভাবুক ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী এই সময় হইতেই একত্র বসিয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেন এবং এ জন্য ভিক্ষু-সমাজে তাঁহারা নিন্দনীয় হইয়াছিলেন। কতকগুলি সহজিয়া পদ চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে দুই চারিটি এত কবিত্বময় ও উচ্চ-ভাবাপন্ন যে, সেগুলি চণ্ডীদাসের প্রতিভার অনুপযুক্ত নহে। তাঁহার রাধা-কৃষ্ণ-বিষয়ক পদেও কোথাও কোথাও সহজিয়া ভাব অন্তর্নিহিত আছে বলিয়া মনে হয়। আবার এমন কতকগুলি পদও আছে যাহা হয়ত চণ্ডীদাসের নামে সহজিয়ারা চালাইয়াছেন। বস্তুতঃ এই সমস্ত বিভিন্ন ভাবের পদ দেখিয়া অভিজ্ঞ সমালোচকেরা স্থির করিয়াছেন চণ্ডীদাসের নামে যে পদ প্রচলিত আছে সেগুলি সব একই চণ্ডীদাসের রচিত নহে।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সঙ্গে প্রথম যুগের বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে আর এক জনের নাম করিব; ইনি চৈতন্যের সন্ন্যাসের পূর্ব্বে রাধা-কৃষ্ণ-সম্বন্ধে গান রচনা করিতেন, কিন্তু তাঁহার সন্ন্যাসের পর সমস্ত পদই তিনি গৌরাঙ্গ-বিষয়ে রচনা করিয়াছিলেন। ইনি শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুর।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত বৈষ্ণব কবিগণের কাকলীতে সাহিত্যের কুঞ্জ মুখরিত। এই সময়ে কত বৈষ্ণব কবির যে অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা শক্ত। বাসু ঘোষ, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস, রায়শেখর, ঘনশ্যাম প্রভৃতি কবি এই দলের অগ্রণী। ইঁহাদের মধ্যে গোবিন্দদাস শীর্ষস্থানীয়। ভক্তি-রত্নাকর, নরোত্তম-বিলাস, প্রেম-বিলাস, কর্ণানন্দ প্রভৃতি বহু পুস্তকে গোবিন্দদাসের অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠার কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ভাগবতকুলতিলক তৎসাময়িক পণ্ডিতকুলচক্রবর্ত্তী জীব গোস্বামী সর্বদা গোবিন্দদাসের পদ শুনিতেন, এবং মুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহাকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কতকগুলি ভক্তি-রত্নাকরে প্রদত্ত হইয়াছে।

এই সকল কবির বিবরণ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' এবং অপরাপর অনেক গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে।

বৈষ্ণব পদাবলীর তৃতীয় যুগ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষেও কবিওয়ালাদের গানে তাহার কিছু কিছু জের চলিয়াছিল। এই সময়ের কবিদের মধ্যে কৃষ্ণকমল গোস্বামীর 'দিব্যোন্মাদ' সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

[২]

পদাবলীর রচয়িতাদিগের পরিচয় তাঁহাদের স্বরচিত পদেই পাওয়া যায়। প্রায় প্রত্যেক পদকর্ত্তা স্বরচিত পদের বা গানের শেষ কলিতে নিজের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপে মুদ্রাঙ্কিত হওয়াতেই আমরা এত সহজে কবির সন্ধান পাই। পদের শেষে এইরূপ কবির নাম-সংযোগ করিবার পদ্ধতিকে 'ভণিতা' বলে। প্রায় সকল পদের শেষেই ভণিতা দেখিতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণব পদের প্রায় সমকালে রচিত কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারতে ভণিতা আছে। তাহার কারণ আমাদের মনে হয় ঐ কাব্যগুলি পাঁচালীর আকারে পঠিত এবং গীত হইত বলিয়া ভণিতা দিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। ইহাতে শ্রোতৃবর্গের পক্ষে রচয়িতাকে নির্দ্দেশ করা সহজ হইত।

এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে অধিকাংশ কবিতার ভণিতা থাকিলেও ভণিতাবিহীন কবিতাও বিরল নহে। কোন ক্ষেত্রে হয়ত কবি নামের কাঙ্গাল ছিলেন না, এ জন্য তিনি স্বীয় নাম যোগ করেন নাই। আবার কোনও কোনও স্থানে হয়ত এমনও হইয়াছে যে কাল-ক্রমে ভণিতার কলিটি লুপ্ত হইয়াছে। প্রায় দুই শত বৎসর পূর্বে রাধামোহন ঠাকুর পদামৃত-সমুদ্রের সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ভূমিকায় বলিয়াছেন যে বহু পদের অংশ বিলুপ্ত হইয়াছে। লিপিকরের দোষে অনেক সময়ে এক নামের স্থলে অন্য নাম চলিয়া গিয়াছে, এবং লিপিকর-পরম্পরায় সেই ভুল চলিয়া আসিতেছে। যে স্থলে এইরূপ কোনও ভুল হয় নাই, সেখানেও অন্য কারণে কখনও কখনও কবি-পরিচয়ে আমাদের বাধা ঘটে। বিদ্যাপতি কখনও কবিশেখর, কখনও কবিকণ্ঠহার, কখনও কবিবল্লভ নামে আপনার ভণিতা দিয়াছেন। অন্য কবিও যে এ সকল ভণিতা প্রয়োগ করিতে পারেন না, এমন নহে। এরূপ ক্ষেত্রে নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন যে কোন্ পদটি বিদ্যাপতির এবং কোন্ পদটি অন্য কবির। বিদ্যাপতির নামে পরিচিত বহু পদ গ্রীয়ার্সন সাহেব কর্তৃক অপরের বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইহা নিশ্চিত জানা গিয়াছে একাধিক যদুনন্দন, ১০।১১ জন বলরামদাস, ৮ জন গোবিন্দদাস, ২ জন রামানন্দ, ২ জন ঘনশ্যাম এবং ২ জন নরহরি ছিলেন। সুতরাং ভণিতাও সকল সময়ে আমাদিগকে নিঃসংশয়রূপে কবি-নির্ণয়ে সহায়তা করে না। তাহা হইলেও সাহিত্যের ইতিহাসে ভণিতার বিশেষ মূল্য আছে। এই ভণিতা হইতেই আমরা জানিতে পারি— যাহা অন্য কোনও প্রকারে জানা সম্ভব হইত না—যে চৈতন্যের পরে বঙ্গে অনেক মহিলা-কবি এবং মুসলমান পদকর্তার আবির্ভাব হইয়াছিল।

[৩]

বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষা-সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে পদাবলীর ভাষা আধুনিক কবিতার ভাষা হইতে কতকটা পৃথক্। ভাষার এই পার্থক্যই যে অনেক সময়ে পাঠকের পক্ষে এই সকল কবিতার অর্থবোধের অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। ঐছন, পেখলুঁ, তেল, কহত, ভারত, রহ প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার বৈষ্ণব কবিতায় এত অধিক যে, পড়িতে গিয়াই গোলে পড়িতে হয়। এই সকল পদ যখন আমরা কীর্ত্তনীয়ার মুখে শুনিতে পাই, তখন আমাদের তেমন অসুবিধা হয় না; কারণ কীর্ত্তনীয়া 'অলঙ্কার' বা 'আখর' দিয়া দুর্বোধ বা অপরিচিত শব্দগুলিকে বিশদ করিয়া দেন। উদাহরণ-স্বরূপ যে-কোনও পদ লওয়া যাইতে পারে। মনে করুন কীর্ত্তনীয়া গোবিন্দদাসের একটি পদ ধরিয়াছেন:

কো কহ কাম অনঙ্গ।
কেলি-কদম্বমূলে গো রতি-নায়ক
পেখলুঁ নটবর-ভঙ্গ ॥

কীর্ত্তনীয়া গাহিবার মুখে বলিলেন, 'কে বলে তার অঙ্গ নাই গো? আমি এই এখনি দেখে

এলাম। রূপ ধ'রে মদন দাঁড়ায়ে আছে।' সেই রতি-পতি কেলি-কদম্বের মূলে নৃত্যভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া আছেন, ইহা আমি প্রত্যক্ষ দেখিয়া আসিয়াছি। পরে পদকর্ত্তা বলিতেছেন যে, হাঁ, তুমি ঠিকই দেখিয়াছ; তবে সে মদন নহে, 'মদন-মোহন অবতার'।

এই ভাবে ব্যাখ্যা করিলে, তবেই কবিতাগুলির মাধুর্য্য সকলের পক্ষে আস্বাদন-যোগ্য হইয়া উঠে। পদাবলীর মধ্যে এই যে অপেক্ষাকৃত অপরিচিত শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়, ইহাকে সচরাচর 'বৃজবুলি' নামে অভিহিত করা হয়। অনেকে অনুমান করেন—বৃজবুলি নামক ভাষা মৈথিল ভাষার অনুকরণে সৃষ্ট হইয়াছিল। পিঙ্গলের ছন্দোগ্রন্থে বৃজবুলির মত প্রাকৃতে বিরচিত রাধা-কৃষ্ণ-পদের নমুনা আছে। অবশ্য পরবর্ত্তী যুগে বিদ্যাপতির পদ সর্বত্র প্রচারিত হওয়াতে মৈথিল ভাষার অনেকটা প্রভাব ঐরূপ প্রাকৃতের উপর পড়িয়াছিল। গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবির পদ বিদ্যাপতির দ্বারা বিশেষরূপ প্রভাবান্বিত। মিশ্র ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলী রচিত হওয়ায় সে সময়ে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রচারে সুবিধা ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয়; কারণ সকল প্রদেশের লোকই বৈষ্ণব কবিতা সহজে বুঝিতে পারিত। বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীও ভারতের বিভিন্ন স্থলে প্রচারিত হইয়াছিল। এখনও রাজপুতানা ও মধ্যভারতের কোন কোন রাজ্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম স্বীকার করেন। উড়িষ্যার রাজারা প্রায় সকলেই সেই মতাবলম্বী। বৈষ্ণব পদের প্রসার বাড়াইবার জন্য কবিরা হিন্দী, মৈথিল প্রভৃতি ভাষার বহু শব্দ ও ক্রিয়া বৃজবুলিতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ভাষার আদি খুঁজিতে গেলে আমরা দেশীয় প্রাকৃতের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করিব।

যাহা হউক, মহাজন পদাবলী ব্যতীত অন্য কোথাও আমরা 'বৃজবুলি'র সাক্ষাৎ পাই না। রাধা-কৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক পদে এই ভাষা ব্যবহৃত হয় এবং বৃজ বা বৃন্দাবন রাধা-কৃষ্ণের লীলাস্থলী, এই জন্যই বোধ হয় এই ভাষার নাম বৃজবুলি (বৃজের বুলি বা ভাষা) হইয়াছে। বৃন্দাবনেও বাঙ্গালা ও হিন্দীর সংমিশ্রণে উৎপন্ন একপ্রকার ভাষা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সে ভাষার সহিত পদাবলী-প্রচলিত 'বৃজবুলি'র সম্বন্ধ নাই। মৈথিল, হিন্দী, উড়িয়া ও অসমীয়া ভাষার প্রভাব পদাবলীতে যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। তাহার কারণ কবিদিগের ব্যক্তিগত পক্ষপাত ব্যতীত আর কিছুই নহে। নিজ নিজ দেশের ভাষা সকলের নিকটেই মিষ্ট লাগে। 'দেসিল বঅনা সব জন মিঠ্‌ঠা।' তার পরে সংস্কৃত ভাষার প্রভাবও কম নহে। অনেক মহাজন-পদ সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত, আবার অনেক পদ সংস্কৃতের অনুকরণে গ্রথিত, যথা :

নন্দ-নন্দন চন্দ-চন্দন-গন্ধ-নিন্দিত অঙ্গ।
জলদ-সুন্দর কম্বু-কন্ধর নিন্দি সিন্ধুর ভঙ্গ ॥

এই সকল কারণে পদাবলী সাধারণ পাঠকের পক্ষে কিছু দুর্বোধ হইয়া পড়িয়াছে। পদাবলীর এই দুর্বোধ্যতা দূর করিয়া যাহাতে সাধারণের পক্ষে ইহা উপভোগ্য করা যায়, তজ্জন্য এই পুস্তকে প্রত্যেক পদের নিম্নে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। সর্বত্রই যে আমরা অর্থ ঠিক ধরিতে পারিয়াছি, বা ব্যাখ্যা যথাযোগ্যভাবে দিতে পারিয়াছি, তাহা সাহস করিয়া বলিতে পারি না। পদাবলীর মধ্যে এরূপ বহু ভাব-সমৃদ্ধ কবিতা আছে, যাহার অর্থ বাহির করা বহু ভাষাতত্ত্ববিৎ ভাবুক ব্যক্তির অক্লান্ত পরিশ্রমসাপেক্ষ।

বৈষ্ণব পদাবলীর দ্বারা বঙ্গদেশে এক বিপুল কাব্য-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। যে যুগে এই সাহিত্য গঠিত হইয়াছিল, তাঁহাকে গীতি-কবিতার যুগ বলা হয়। এরূপ বিপুল গীতি-কবিতা-ভাণ্ডার আর কোনও দেশের সাহিত্যে আছে কিনা সন্দেহ। কি অদ্ভুত প্রেরণার ফলে এই পদাবলী-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা জানিতে হইলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী ও তৎপ্রচারিত ধর্ম্মের সহিত পরিচয় থাকা একান্ত আবশ্যক। যদিও বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস চৈতন্যের পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়া কাব্য-সাহিত্যে অমূল্য রত্নরাজি প্রদান করিয়া গিয়াছিলেন, তথাপি পদাবলীর প্রসার ও আদর চৈতন্যের আবির্ভাবের পরেই বেশী হইয়াছিল। তাঁহার সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী কবিগণের দ্বারাই বৈষ্ণব কবিতার অফুরন্ত ভাণ্ডার রচিত হইয়াছিল। গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, নরোত্তমদাস, বলরামদাস, ঘনশ্যামদাস প্রভৃতি বহু কবি সাহিত্যের দরবারে শ্রেষ্ঠ আসন পাইবার যোগ্য। অবশ্য বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস গীতি-কবিতা-সাহিত্যের অবিসংবাদিত সম্রাট্। পদাবলীর রচয়িতৃগণ প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা ভজনের উৎকর্ষের উদ্দেশ্যেই কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, এই জন্য এই সকল কবিকে 'মহাজন' আখ্যা দেওয়া হয়। সকল কবিই শ্রেষ্ঠ নহেন, সকল কবিতাও মনোজ্ঞ নহে; কিন্তু যে প্রেরণা হইতে ঐ সকল কবিতার উদ্ভব তাহা যে অসাধারণ, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

(এই গীতি-কাব্যের প্রধান উপজীব্য শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম। দাম্পত্য প্রেম জগতের সমস্ত কাব্য-কলার জীবন্ত প্রেরণা যোগাইয়া আসিতেছে; তাহার কারণ রসই কাব্যের প্রাণ বা আত্মা। যেখানে রস বা আনন্দ নাই, সেখানে কাব্য নাই। দুঃখের অভিব্যক্তিতেও আনন্দ থাকিতে পারে; সুতরাং তাহাও 'রস' শব্দের অন্তর্ভুক্ত। সুখ-দুঃখ লইয়াই জীবন; সুখ-দুঃখ লইয়াই কবিতা। সমালোচক সত্যই বলিয়াছেন, Poetry is the criticism of life. জীবনের মধ্যে যত প্রকার রসানুভূতি আছে, ভালবাসা তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সেই জন্যই অনুরাগ, মিলন, বিরহ, বেদনা লইয়াই জগতের শ্রেষ্ঠ কবিতা রচিত হইয়াছে। পুত্রের প্রতি মাতার সকরুণ স্নেহ, পুত্রের বিরহে মাতার কাতর ক্রন্দন, সখার জন্য সখার অসীম ব্যাকুলতা, সখার সঙ্গে সখার নিবিড় সম্মিলন, নায়িকার প্রতি নায়কের প্রগাঢ় প্রীতি, নায়কের জন্য নায়িকার উৎকণ্ঠা, প্রেমাস্পদের বিরহে বেদনাতুর হৃদয়ের মর্ম্মভেদী হাহাকার —এই লইয়াই যাবতীয় কবিতা। বৈষ্ণব কবিতায়ও এই সকল রসের অনুবৃত্তি ও বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রভেদ এই, সাধারণ কবিতায় সখ্য, বাৎসল্য, দাম্পত্যপ্রেম মানুষের মধ্যে নিবদ্ধ; বৈষ্ণব কবিতায় উহা শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বৈচিত্র্যে স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যে যে ভাবে সেই লীলা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে মানুষ যদি এ কবিতার অবলম্বন হইত, তাহা হইলে ঐ রসগুলি এ প্রকারে পরিণতি-প্রাপ্ত হইত কিনা সন্দেহ। বৈষ্ণব কবিতায় শ্রীদাম প্রভৃতি সখা সখ্য-রসের প্রতীক।) 'অত্যাগসহনো বন্ধুঃ সমপ্রাণঃ সখা মতঃ।' সখা হইতে হয় ত এমনই হওয়া উচিত। যশোমতী বিশুদ্ধ বাৎসল্যময়ী; বাৎসল্য হইতে তাঁহাকে পৃথক্ করিয়া দেখিলে কিছুই থাকে না। শ্রীরাধিকা কৃষ্ণপ্রেমের জীবন্ত বিগ্রহ-স্বরূপ; তাঁহার জীবনের সবখানিই সেই প্রীতির মাধুর্য্যে ভরপুর।

অনেকের মনে সন্দেহ হইতে পারে যে, রাধাকৃষ্ণ যদি ভগবৎপদ-বাচ্য হয়েন, তবে তাঁহাদিগকে দিয়া সাধারণ মানুষের মত লীলা-খেলা না করাইলেই ভাল হইত। এ স্থলে

একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক যে, বৈষ্ণবেরা ভগবান্‌কে অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করিয়া আমাদের জীবনের সুখদুঃখের পরপারে নির্বাসন করিয়া দেন নাই—ইংরেজ কবি যাহাকে বলিয়াছেন "Too far from the sphere of our sorrow." শ্রীচৈতন্য যে ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ পরতত্ত্ব এবং স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া কথিত হইলেও তিনি যে জীবের একান্ত আপনার, তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। অখিল-রসামৃত-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ যে মানুষের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ, অত্যন্ত প্রেমাস্পদ, ইহাই শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রচারিত ধর্ম্মমতের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আরও অনেক ধর্ম্মমতে ভগবানের সহিত মানব নিকট সম্বন্ধ পাতাইবার চেষ্টা করিয়াছে। খ্রীষ্টানেরা ভগবান্‌কে পিতা বলিয়া সম্ভাষণ করেন, শৈবেরাও উপাস্য দেবতাকে ঐরূপভাবে সম্বোধন করেন, শাক্তেরা ইষ্টদেবতাকে 'মা' বলিয়া ডাকেন। ভগবান্‌কে একবার আপনার জন বলিয়া মনে করিলে সখা, পুত্র, প্রাণপতি, কিছুই বলিতে আর দ্বিধা হয় না। রামপ্রসাদ যে মুহূর্ত্তে ভগবান্‌কে 'মা' বলিয়া চিনিতে পারিলেন, তখনই তাঁহার কবিতার উৎস খুলিয়া গেল। তিনি কখনও তাঁহার সহিত খেলা করিতেছেন, কখনও কোন্দল করিতেছেন, কখনও তাঁহার নিকট আব্দার করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যও যখন নিজের জীবনের সুখ-দুঃখ, বেদনা-ব্যথার মধ্যে ভগবান্‌কে পাইলেন, তখন ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য-মণ্ডিত রূপ আর রহিল না। হৃদয়-দেবতাকে লইয়া তখন কাব্য-কলার সমস্ত বিলাসই সম্ভবপর হইল।

'পূজ্যেষ্বনুরাগো ভক্তিঃ'—পূজনীয় ব্যক্তির প্রতি যে অনুরাগ তাহার সাধারণ নাম ভক্তি। কিন্তু এখানে ঈশ্বরে যে পরানুরক্তি বা প্রগাঢ় প্রেম, যে প্রেম সকল ভুলাইয়া দেয়, যে প্রেমে ভেদ-বুদ্ধি থাকে না, যাহা আপনাকে সম্পূর্ণভাবে বিলাইয়া দিয়া চরিতার্থতা লাভ করে, তাহাই ভক্তি। 'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।' এই পরানুরক্তি বা প্রেমই বৈষ্ণব কবিতার সবগুলি ঝরণার ধারা ছুটাইয়া দিয়াছে। ইহাই পদ-সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। ইহাই কাব্য-জগতে নূতন প্রেরণা আনয়ন করিল। ইহারই জন্য বৈষ্ণব কবিতার মাধুর্য্য চির-নবীন; বহুবার শুনিলেও ইহা পুরাতন হয় না। রস-সম্পদেও এই জন্য ইহা গরিষ্ঠ। একজন সুধী সমালোচক সত্যই বলিয়াছেন, "ইহা দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে যে এরূপ শত শত পদ পাওয়া গিয়াছে যাহাতে কি শব্দ-লালিত্য, কি ছন্দের ঝঙ্কার, কি ভাবের চমৎকারিত্ব, যে দিক্ দিয়াই বিচার করা যাউক না কেন, সেরূপ কবিতা শুধু ভারতীয় সাহিত্য কেন, বোধ হয় বিশ্ব-সাহিত্যেও খুব কম আছে।" *

পদাবলী গীতি-কবিতার সমষ্টি হইলেও তাহাদের মধ্যে পরস্পর একটি সম্বন্ধ রহিয়াছে। এগুলি প্যাল্‌গ্রেভের Golden Treasury কবিতার মত খণ্ড কবিতা নহে, বরং ইহাদিগকে খণ্ডকাব্য বলা যাইতে পারে। লীলার বৈচিত্র্য অনুসারে কতকগুলি কবিতা গোষ্ঠ, কতকগুলি বিরহ, কতকগুলি মান—এই ভাবে গ্রথিত হইতে পারে। কোন্ কবিতা কোন্ রসের বা কোন্ পর্য্যায়ের অন্তর্গত, তাহা সেই কবিতা দেখিলেই বুঝা যায়। বহু কবি 'মান'-সম্বন্ধে পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেগুলির মধ্য হইতে পদ বাছিয়া সাজাইলেই সুন্দর একখানি খণ্ডকাব্য হইতে পারে। কীর্ত্তনীয়াগণ এইরূপভাবে পদ বাছিয়া 'পালা' সাজাইয়া থাকেন। বর্ত্তমান চয়নে সেরূপ রীতি সম্যক্ অবলম্বিত হয় নাই। 'পদকল্পতরু' প্রভৃতি সংকলন-গ্রন্থের উদ্দেশ্য লইয়া যে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি গ্রথিত হয় নাই, ইহা অভিজ্ঞ

* সতীশচন্দ্র রায়, এম.এ., 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীর ভূমিকা'

পাঠককে বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। বৈষ্ণব কবিতার আস্বাদন সকলে যাহাতে স্বল্প-পরিসরে পাইতে পারেন, তাহারই চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র।

[৫]

পূর্বেই বলিয়াছি যে শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণব ধর্মে এবং কাব্য-সাহিত্যে যে অপূর্ব প্রেরণা আনয়ন করিলেন তাহা সম্পূর্ণ নূতন। গৃহত্যাগী, সন্ন্যাসী, সর্বসুখলালসাবর্জিত চৈতন্যদেব প্রেমের এক নূতন ব্যাখ্যা দিলেন। পার্থিব, প্রাকৃত প্রেমের সম্পর্ক-লেশ মাত্র পরিহার করিয়া তিনি এক অপ্রাকৃত স্বর্গীয় প্রেম-রাজ্যের সন্ধান জগতে প্রচার করিলেন।

মধুর বৃন্দাবিপিন-মাধুরী-প্রবেশ-চাতুরী-সার।
বরজ-যুবতী-ভাবের ভকতি শকতি হইত কার॥

এই পদটিতে বাসু ঘোষের ভণিতা আছে; কখনও কখনও নরহরি সরকার ঠাকুরের নামও দেখিতে পাওয়া যায়। উভয়েই মহাপ্রভুর সমসাময়িক; সুতরাং তাঁহাদের চাক্ষুষ প্রমাণ অগ্রাহ্য করা যায় না। তাঁহারা বলিতেছেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ মধুর বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত প্রেমমাধুর্যে প্রবেশ করিবার সঙ্কেত আমাদিগকে জানাইয়াছেন। তিনি না হইলে ব্রজ-রমণীগণের নিঃস্বার্থ ভক্তি বা প্রেমের কথা জানাইতে কাহার শক্তি ছিল? রক্ত-মাংসের সংস্রবহীন যে প্রেম, তাহার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল।

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

দেহের তৃপ্তির সম্বন্ধ যেখানে আছে, সেখানে প্রেম হয় না। সর্বপ্রকারে দেহের সম্বন্ধ হইতে বিযুক্ত হইয়া চৈতন্যদেব স্বর্গীয় প্রেমের আস্বাদন পাইয়াছিলেন। তাহারই অভিব্যক্তি কাব্যের শ্রীরাধা। শ্রীরাধা প্রেমিকা, কৃষ্ণপ্রেমে জ্ঞানহারা, উন্মত্তা। কিন্তু শ্রীরাধা কে? ভগবানেরই প্রেম-রসমূর্ত্তি, তাঁহারই হ্লাদিনী-শক্তি। ভগবানের শক্তিতে জগতে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হয়; কিন্তু ভগবানের অনন্ত শক্তি ত ইহাতেই সীমাবদ্ধ নয়, তিনি রসস্বরূপ, আনন্দময়, 'পিরীতি রসের সার'। তিনি যেমন আপনার চিৎ-শক্তির দ্বারা আপনার তত্ত্ব আপনি অবগত হয়েন, তেমনি প্রেমস্বরূপ বা হ্লাদিনী শক্তির দ্বারা আপনাকে আপনি আস্বাদন করেন। সুতরাং কৃষ্ণ ও রাধার মধ্যে তত্ত্বতঃ কোন ভেদ নাই। বৈষ্ণব কবিরা কৃষ্ণকে রসিকশেখর বা রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি এবং রাধিকাকে সর্ব রূপ-গুণের আধার নায়িকাগণের শিরোমণি করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন।

[৬]

চৈতন্যদেব রাধাকৃষ্ণের পদাবলী দিনরাত আস্বাদন করিতেন। শ্রীবাস-অঙ্গনে সদর দরজা বন্ধ করিয়া সারারাত্রি গান চলিত। পুরীতে স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ ও গোবিন্দের সঙ্গে চৈতন্য কত রাত্রি নাচিয়া গাহিয়া কাটাইয়া দিতেন, তথায় অপর কাহারও প্রবেশাধিকার ছিল না। যখন সহস্র সহস্র লোকের সঙ্গে তিনি নগর-কীর্ত্তনে বাহির হইতেন, তখন নাম-কীর্ত্তন চলিত।

অন্তরঙ্গ সঙ্গে করে রস-আস্বাদন।
বহিরঙ্গ সঙ্গে করে নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥

চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে, তিনি অন্তরঙ্গ ভক্তদের সহিত কত ছন্দোবন্ধে রাধাকৃষ্ণের প্রেম আস্বাদন করিতেন ; ক্রমে সেই রসে বিভোর হইয়া তিনি জ্ঞান-হারা হইয়া পড়িতেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনে রাধার বিরহব্যথা জীবন্তভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার উজ্জ্বল দেহকান্তি শ্রীরাধিকার অনুরূপ ছিল। তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমও শ্রীরাধার তন্ময়তা স্মরণ করাইয়া দিত। এই রাধা-ভাবদ্যুতি-সুবলিত নবীন সন্ন্যাসী প্রেমের বন্যায় সারা বঙ্গদেশ ভাসাইয়াছিলেন। সেই প্রেমসিন্ধু হইতেই পদাবলীরূপ কৌস্তভমণির উদ্ভব।

গোবিন্দদাস, বলরামদাস এবং আধুনিক কালে কৃষ্ণকমল গোস্বামী প্রভৃতি কবির রাধাকৃষ্ণের লীলা গৌর-প্রেম-রসপুষ্ট। যে 'দিব্যোন্মাদ' গাহিয়া কৃষ্ণকমল পূর্ববঙ্গ মুগ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা চৈতন্যচরিতামৃতেরই সারাংশ। এই প্রেমোন্মাদনা পুরীর গম্ভীরায় সর্বদা প্রকাশিত হইত। অনেক বৈষ্ণব পদে কবিরা চৈতন্যদেবকে আঁকিয়া তাঁহারই শ্রীমূর্ত্তিকে রাধাকৃষ্ণের যুগল-মিলনের প্রতীক করিয়া দেখাইয়াছেন। এক দিকে গৌর-চন্দ্রিকা, অপর দিকে গৌরের শিরমোহর করা রাধাকৃষ্ণের পদ। (এক দিকে গৌরলীলা স্মরণ করিয়া রাধামোহন ঠাকুর গাহিলেন :

আজু হাম কি পেখলুঁ নবদ্বীপ-চন্দ।
করতলে করই বয়ান অবলম্ব ॥
পুন পুন গতাগতি করু ঘর পন্থ।
খেনে খেনে ফুলবনে চলই একান্ত ॥
ছল ছল নয়নে কমল সুবিলাস।
নব নব ভাব করত পরকাশ ॥)

অপর দিকে রাধামোহনের বহু পূর্বে চণ্ডীদাস গৌরলীলার আগমনী হৃদয়ঙ্গম করিয়া গাহিয়াছিলেন :

ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শতবার,
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন,
কদম্ব-কাননে চায় ॥

চৈতন্যের পরবর্ত্তী রাধাকৃষ্ণ-পদাবলীতে ত কথাই নাই, কিন্তু তাঁহার পূর্ববর্ত্তী কবি চণ্ডীদাসের কবিতায়ও তাঁহার আসন্ন লীলার পূর্বাভাস পড়িয়াছিল :

অকথন বেয়াধি এ কহা নাহি যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়।
পায়ে ধরি পড়ে সে চিকুর গড়ি যায়।
সোনার পুতলি যেন ধূলায় লুটায় ॥

চণ্ডীদাস তাঁহাকে দেখেন নাই—জগতে একমাত্র চৈতন্যই হরিনাম শুনিলে সকলের পায়ে গড়াগড়ি যাইতেন। চণ্ডীদাসের রাধা এখানে গৌরলীলার পূর্বাভাস। কোন

শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবীর কিংবা কর্ম্মবীরের আগমনের পূর্বে শ্রেষ্ঠ লেখকদের আবির্ভাব হয়, তাঁহারা সেই ধর্ম্মবীর বা কর্ম্মবীরের আগমনী গান করেন, ভাবী ঘটনা তাঁহাদের হৃদয়ে ছায়াপাত করে। এইভাবে রুসো ও ভল্টেয়ার নেপোলিয়ানের আবির্ভাবের পূর্ব-সূচনা করিয়াছিলেন এবং চণ্ডীদাস মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে তাঁহার লীলার সুর সুমধুর সঙ্গীতে বহিয়া আনিয়াছিলেন। যখন বিদ্যাপতি বিসপী গ্রামে বসিয়া সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের সঙ্গে সুর মিলাইয়া রাধিকার বয়ঃসন্ধি বর্ণন করিতেছিলেন—যখন লিখিতেছিলেন, "থীর নয়ন অথির কি ভেল" কিংবা "আধ আচর খসি, আধ বদনে হসি, আধহি নয়ান তরঙ্গ।"—তখন নানুরের কবি পূর্ব-রাগের যে চিত্র উন্মুক্ত করিয়া আমাদিগকে দেখাইলেন, তাহাতে যৌবনাবেগের প্রসঙ্গ নাই। তাহা ক্লিষ্ট-কর্ম্মা তপস্বীর,—"জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো"—যে রাধিকা নীলাম্বর পরিয়া কৃষ্ণের বর্ণ-সাদৃশ্য অনুভব করেন, এ রাধা সে রাধা নহে:

বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে
যেমতি যোগিনী পারা।

রাধা উপবাস করেন এবং গেরুয়া বস্ত্র পরেন। বস্তুতঃ বেণুবীণার সঙ্গীতমুখর—নানা রাগালাপনে বিচিত্র—পার্থিব কাহিনীর চিহ্ন চণ্ডীদাসের পূর্বরাগে বেশী পাওয়া যায় না। যতই গভীরভাবে তাহার গূঢ়ার্থের বিচার করা যাইবে ততই দেখা যাইবে, এখানে অনুরাগের নামে ঘোর বিরাগ, সংযোগের নামে পার্থিব সুখ-ভোগের সম্পূর্ণ বিয়োগ। প্রেমময়ের বাঁশীর সুর শুনিলে ঘর আর ঘর থাকে না। তখন সংসারের সাধ্য কি তাহাকে কর্ত্তব্যের বাঁধন দিয়া ঘরে আটকাইয়া রাখিবে? চণ্ডীদাসের কবিতায় সর্বত্র সেই বৈরাগ্যের সুরটি শুনিতে পাওয়া যায়।

চণ্ডীদাসের বহু পদে একান্তভাবে প্রেমাস্পদের চরণে আত্মসমর্পণের কথা আছে; যথা, "কানু অনুরাগে এ দেহ সঁপিনু তিল তুলসী দিয়া।" তিল তুলসী দিয়া—অর্থাৎ সমস্ত স্বত্ব পরিত্যাগ করিয়া—তাঁহার অনুরাগে দেহ-সমর্পণ। বিদ্যাপতির প্রার্থনার পদেও এই সুরটি পাওয়া যায়:

দেই তুলসী তিল, এ দেহ সমর্পিনুঁ
দয়া জনু ছোড়বি মোয়॥

বলিতেছেন আমার চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় তোমার সেবায় চিরতরে নিযুক্ত করিব—সংসারের দাবী-দাওয়া আমার উপর আর রহিল না, আমি একেবারে তোমারই হইলাম।

(সমস্ত বৈষ্ণব পদেই এই বিশ্বনিয়ন্তা আনন্দময় পুরুষবরের বাঁশীর সুর ধ্বনিত হইতেছে। কীর্ত্তনগানের গৌরচন্দ্রিকা শ্রোতার লক্ষ্য সেই দিকে আকৃষ্ট করিয়া অধ্যাত্ম-রাজ্যের দিকে ইঙ্গিত করে।)

[৭]

বৈষ্ণব কবিদিগের অধ্যাত্মভাবের কথা ছাড়িয়া দিলেও তাঁহাদের আর একটা দিক্ আছে—তাহা কবিত্বের দিক্। বৈষ্ণব কবিতা সমুদ্রগামী নদীর ন্যায়। নদী চলিয়াছে; দুই

দিকে তটভূমি, তাঁহা আনন্দ-কলরবে মুখরিত করিয়া নদী চলিতেছে; দুই ধারে ফল-ফুল-সমন্বিত তরুলতা, জন-কোলাহল, পল্লীর অপূর্ব সৌন্দর্য্য, ফুলের বাগান। কিন্তু যখন নদী মোহনায় আসিল তখন সে-সমস্ত দৃশ্য সে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে, আর সে বিহগ-কূজিত, জন-কোলাহল-মুখরিত, উদ্যান-সঙ্কুল বনভূমি—এ সকলের কিছু নাই—সম্মুখে দুর্ভেদ্য প্রহেলিকার মত অসীমের প্রতীক মহাসমুদ্র। বৈষ্ণব কবিতা নানারূপ পার্থিব সৌন্দর্য্যের পথ বাহিয়া চলিয়াছে—কিন্তু তাহার পরম লক্ষ্য সেই অজ্ঞেয় দুরধিগম্য মহাসত্য। (বিদ্যাপতি রাধার মুখে বলিতেছেন—হে কৃষ্ণ! তুমি আমার মাথার ফুল, চোখের-কাজল, গলার মুক্তাহার, তাহা হইতেও বেশী, তুমি আমার নিকট পাখীর পাখা—তোমাকে ছাড়া আমি একেবারে অচল হই—মাছের পক্ষে জল যাহা, তুমি আমার কাছে তাহাই, জল হইতে তুলিলে সে তখনই মরিয়া যায়—আমি তোমাকে সব দিয়াছি। কিন্তু "মাধব তুহুঁ কৈছে কহবি মোয়"—আমার সর্বস্ব দিয়াও আমি তোমাকে চিনিতে পারি নাই। তুমি আমার নিকট দুর্জ্ঞেয়—মাধব, বল তুমি কে এবং কেমন।)

(রাধা কাহাকে তাঁহার সর্বস্ব দিয়াছেন?—সর্বস্ব দিয়া শেষে পরিচয় জিজ্ঞাসা,—এ মন্দ নয়! প্রেমিক এত তপস্যার পর বুঝিতেছেন—যাঁহাকে তিনি আপন হইতে আপন মনে করিয়াছিলেন, তিনি পরাৎপর, অবাঙ্‌মনসগোচর। বৈষ্ণব কবিতা এইভাবে জানা পথ দিয়া লইয়া যাইয়া অ-জানার সন্ধান দেয়।)

এই ভাবের পদ চণ্ডীদাসেরও আছে। (রাধিকা পরকে আপন করিয়াছেন, আপনার জনকে পর করিয়াছেন; ঘরে মন নাই, ঘর বাহিরের মত হইয়া গিয়াছে—আর বাহিরে অভিসারে যাইয়া যেন আসল ঘর পাইয়াছেন। সাঁরারাত্রি জাগেন—এবং দিনের বেলায় ঘুমে এলাইয়া পড়েন—'রাতি কৈলাম দিবস, দিবস কৈলাম রাতি,' কিন্তু যাঁহার জন্য তিনি এই সর্বস্বত্যাগী প্রেমসাধনা করিলেন, যে প্রেমে প্রাকৃতিক নিয়মের বিপর্য্যয় করিয়া অসাধ্য-সাধন করিলেন, সেই পুরুষবরকে ত মুহূর্ত্তকালের জন্যও আপনার জন বলিয়া মনে করিতে সাহস করেন নাই। এত করিয়াও "বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পিরীতি।" এত ভালবাসা দিয়াও সর্বদা

এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে।
না জানি কানুর প্রেম তিলে যেন টুটে ॥

বৈষ্ণব কবিতা এই সসীম ও অসীমের সন্ধিস্থলে। সসীমের মধ্যে সমস্ত নরলোকের সৌন্দর্য্য, বাণীকুঞ্জের সার কবিত্ব; এবং হঠাৎ সেই কবিতার সুর বদলাইয়া যায়, আসল পাওয়া জিনিস হারাইয়া যায় এবং সমস্ত বিষয়টা—যাহা পরিষ্কার বলিয়া মনে হইয়াছিল তাহা—জটিল এবং অস্পষ্ট প্রহেলিকার মত হইয়া দাঁড়ায়। তখন প্রগাঢ় আলিঙ্গনেও আলিঙ্গনের স্পৃহা মিটে না, শত শত বাসন্তী রজনীর ক্রীড়া-কৌতুকেও হৃদয়ের ক্ষুধার তৃপ্তি হয় না। জনম ভরিয়া রূপ দেখিয়াও রূপের তৃষ্ণা মিটে না। এ কি অফুরন্ত রহস্য। এই অপার আনন্দের পর-পার দেখা যায় না।)

রাধার তপস্যা যোগীর তপস্যা,—সারারাত্রি আঙ্গিনায় জল ঢালিয়া পিছল পথে যাতায়াত শিক্ষা করেন, প্রিয় যখন ডাকিবেন তখন সে দুর্গম পথে যাইতে হইবে,—পথে কাঁটা বিছাইয়া দুই চক্ষু বুজিয়া তিনি সারারাত্রি পথ হাঁটেন, অমাবস্যা-রাত্রিতে কণ্টকাকীর্ণ পিছল বনপথে

তাঁহাকে বাঁশীর সুর শুনিয়া 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া যে ছুটিতে হইবে। এই সকল পদে পার্থিবের সঙ্গে অপার্থিবের মিলন, বিয়োগান্ত নাট্যের সমস্ত কারুণ্য অথচ তাহা সিঁড়ির পর সিঁড়ির ন্যায় প্রেমের উচ্চ স্বর্গরাজ্যে পেঁীছাইয়া দেয়।

আমরা 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা'য় পার্থিব প্রেমের চূড়ান্ত দৃশ্য দেখিয়াছি। ভালবাসার জন্য মানুষ যত কৃচ্ছ্র সহ্য করিতে পারে, পল্লী-কবিরা সেই পরিণামের কিছুই বাদ দেন নাই। প্রাসাদ-স্বামী কুটীরবাসিনীর পায়ে সর্বস্ব বিকাইয়া দিয়াছেন; কুটীরবাসিনী তাহার প্রেমের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ উত্তাল নদী-তরঙ্গে জীবন ভাসাইয়া দিয়াছে। কত বিরহীর অশ্রু, মনস্তাপ ও দীর্ঘশ্বাস, কত নিরাশ প্রণয়ীর আত্ম-সমর্পণ ও হত্যা, কত প্রেমিকের শ্বেতাভসুন্দর নির্ম্মলতা, কত বীরোচিত ধৈর্য্য ও মূর্ত্ত সহিষ্ণুতা—পল্লীগীতিকাগুলির পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়াছে। কিন্তু বৈষ্ণব কবিদের পদাবলীতে প্রেমের গতি আরও অগ্রসর হইয়া, যাহা লক্ষ্যের অতীত সেই মহাসত্যকে অবলম্বন করিয়াছে। কাজলরেখার সহিষ্ণুতা, মহুয়ার ক্রীড়াশীল বিচিত্র প্রেম, মলুয়ার ও চন্দ্রাবতীর নিষ্ঠা, কাঞ্চনমালার প্রেমের অগ্নিতে জীবন-আহুতি—এক কথায়, যে কোন কালে যে কোন নায়িকা প্রেমের পথে চলিয়া যে সকল অমানুষী গুণ দেখাইয়াছেন,—রাধা তাঁহাদের সকলের প্রতীক। রাধার পূর্বরাগ, অভিসার, মিলন, মান, বিরহ ও ভাব-সম্মিলনের পরে প্রেমের কথা ফুরাইয়া গিয়াছে। কবিরা পৃথিবী আঁকিয়াছেন এবং স্বর্গ ও আঁকিয়াছেন—কিন্তু (বৈষ্ণব কবিরা পৃথিবী ও স্বর্গ এক করিয়া দেখাইয়াছেন—তাঁহাদের আঁকা ছবি যে সত্য, চৈতন্যদেব তাহারই প্রমাণ।) 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা'য় নায়িকাদিগকে প্রেমের যে উত্তুঙ্গ শিখরে দেখিতে পাই, তাহা হইতে বৈষ্ণব কবির বৈকুণ্ঠ আরও দূরে,—মনে হয়, গীতিকার নায়িকাদের আর এক ধাপ পরে বৈষ্ণব কবিদের গণ্ডী সুরু হইয়াছে। শত শত সতী যে চিতায় পুড়িয়া ছাই হইয়াছে, সেই চিতার পূত বিভূতি হইতে রাধিকার উদ্ভব। সেই সকল 'সতী' ও নায়িকা হব্য-স্বরূপ, কিন্তু যখন সেই হব্য হোমাগ্নির আহুতি হয়, তখন তাহার নাম হয় 'রাধা-ভাব'।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

এই সংস্করণে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করা হইল। সমস্ত পদগুলি রসবিভাগ-অনুসারে নূতন করিয়া সাজানো হইয়াছে। ইহাই এই সংস্করণের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর পরিবর্ত্তন। কয়েকটি নূতন পদও সংযোজিত হইয়াছে, দুই একটি বাদও পড়িয়াছে। শ্রেণীবন্ধনে দুই একটি নূতন বিষয়ের অবতারণা করিতে হইয়াছে, কিন্তু বৈষ্ণব কবিতার রসবোধের পক্ষে সেগুলি অপরিহার্য্য বলিয়া মনে হইয়াছে; যথা, আক্ষেপানুরাগ, রসোদ্গার ইত্যাদি।

পুস্তকখানি সঙ্কলন করিবার পরে ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়। পাঠ্যপুস্তকের পক্ষে যাহা অনাবশ্যক বা দুরূহ বলিয়া বোধ হইয়াছে, ভূমিকার সেই সকল অংশ এই সংস্করণে বাদ দেওয়া হইল।

ভাদ্র, ১৩৪৪ — শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

এই সংস্করণে কয়েকটি নূতন পদ সংযোজিত হইয়াছে। দুই একটি পদ বাদও দেওয়া হইল।

শ্রাবণ, ১৩৫২ — শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

সূচী

(অকারাদি-ক্রমে)

বৈষ্ণব পদাবলী

(চয়ন)

প্রথম স্তবক

গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ

১

নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক-মুকুল-অবলম্ব।
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব-কদম্ব ॥
কি পেখলুঁ নটবর গৌর কিশোর।
অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চরু
সুরধুনী তীরে উজোর ॥

১। নীরদ....অবলম্ব—চক্ষুদুটি মেঘের ন্যায়, কেন না উহা অবিরত জলধারা বর্ষণ করিতেছে। অবিরল বারিপাত হইলে যেমন বৃক্ষে বৃক্ষে মুকুল হয়, তেমনি গৌরাঙ্গের দেহে রোমাঞ্চরূপ মুকুলের উদ্‌গম হইতেছে। জীবন্ত প্রেমভাবের বিগ্রহ চৈতন্যপ্রভুকে পুষ্পতরুর সহিত তুলনা করা হইয়াছে; নিরবধি চোখের জলে এই তরু বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাঁহার অঙ্গের স্বেদজল মকরন্দের মত বিন্দু বিন্দু ঝরিতেছে, এবং তাহাতে নানাপ্রকার ভাবরূপ কদম্ব ফুটিয়া উঠিতেছে।

মুকুল-অবলম্ব—মুকুলের অবলম্বন-তরু।

ভাব-কদম্ব—অনুরাগ, উৎকণ্ঠা, বিরহ, অভিমান প্রভৃতি। মহাপ্রভুর রোমাঞ্চ-সুবলিত ভাব-বিকাশের সহিত কেশর-সমন্বিত কদম্বের তুলনা করা হইয়াছে। স্বেদ, কম্প, অশ্রু প্রভৃতি অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবও উপলক্ষিত হইতে পারে; কিন্তু পূর্বে অশ্রু, রোমাঞ্চ এবং স্বেদের উল্লেখ থাকায় এখানে নব নব ভাবকুসুমের বিকাশই অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয়।

পেখলুঁ—দেখিলাম। গৌর কিশোর—কিশোর-বয়স্ক গৌরাঙ্গ।

অভিনব....সঞ্চরু—ভাগীরথীর তীর উজ্জ্বল করিয়া যেন একটি সোনার গাছ চলিয়া বেড়াইতেছে (সঞ্চরু)।

অভিনব—আর কখনও যাহা দেখা যায় নাই।

কল্পতরু—শ্রীচৈতন্য গৌরবর্ণ বলিয়া, তাঁহাকে সোনার গাছ বলা হইয়াছে; কিন্তু তিনি সামান্য তরু নহেন, তিনি পরম বাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন, প্রেমরত্নরূপ অপার্থিব ফল বিতরণ করেন বলিয়া তাঁহাকে কল্পবৃক্ষ বলা হইয়াছে। উজোর—উজ্জ্বল।

চঞ্চল চরণ- কমল-তলে ঝঙ্করু
ভকত-ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমলে লুবধ সুরাসুর ধাবই
অহনিশি রহত অগোর॥
অবিরত প্রেম- রতন-ফল-বিতরণে
অখিল-মনোরথ পূর।
তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিত
গোবিন্দদাস রহ দূর॥

২

চম্পক শোন- কুসুম কনকাচল
জিতল গৌর-তনু-লাবনি রে।
উনুত গীম সীম নাহি অনুভব
জগ-মনোমোহন ভাঙনি রে॥
জয় শচীনন্দন রে।
ত্রিভুবন-মণ্ডন কলিযুগ-কাল-
ভুজগ-ভয় খণ্ডন রে॥
বিপুল পুলককুল- আকুল কলেবর
গরগর অন্তর প্রেম-ভরে।
লহু লহু হাসনি গদগদ ভাষণি
কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে॥

চঞ্চল—নৃত্যপরায়ণ।
চরণ-কমল-তলে ঝঙ্করু—চরণতলে ঝঙ্কার করিতেছে; অর্থাৎ ভক্তগণ (বিভোর হইয়া) পদতলে নানা গুণগান করিতেছেন।
পরিমলে লুবধ—সুগন্ধে লুব্ধ হইয়া। ধাবই—ধাবিত হইতেছে।
অগোর—অজ্ঞান। তাঁহার পদতলে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে। অচৈতন্য অর্থে গ্রাম্যভাষায় অঘোর শব্দের ব্যবহার আছে।
অখিল....পূর—সমস্ত বিশ্বের মনোরথ পূর্ণ হইতেছে।
তাকর....দূর—শুধু দীনহীন গোবিন্দদাস তাঁহার (তাকর) সেই চরণ হইতে বঞ্চিত হইয়া দূরে পড়িয়া আছে।
২। চম্পক....লাবনি রে—গৌরদেহের লাবণ্য চাঁপা, শোন ফুল ও স্বর্ণগিরিকে পরাজয় করিয়াছে।
উনুত গীম—গ্রীবাদেশ সমুন্নত। সীম নাহি অনুভব—তাঁহার অনুভবের (প্রেমের) সীমা নাই।
জগ-মনোমোহন—জগতের মনোমোহকর। ভাঙনি—ভঙ্গি।
মণ্ডন—অলঙ্কার, শোভা।
কলিযুগ....খণ্ডন—কলিযুগরূপ কালসর্পের ভয় যিনি খণ্ডন করেন।
বিপুল....কলেবর—সকল শরীরে রোমাঞ্চ ব্যাপ্ত হইয়াছে।
লহু—লঘু, মৃদু।
কত মন্দাকিনী....ঝরে—কত স্বর্গঙ্গা নয়ন হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে।

নিজ রসে নাচত নয়ন ঢুলায়ত
গাওত কত কত ভকতহি মেলি।
যো রসে ভাসি অবশ মহিমণ্ডল
গোবিন্দদাস তহিঁ পরশ না ভেলি ॥

৩

আজু হাম কি পেখলুঁ নবদ্বীপচন্দ।
করতলে করই বয়ন অবলম্ব ॥
পুন পুন গতাগতি করু ঘর পন্থ।
খেনে খেনে ফুলবনে চলই একান্ত ॥
ছল ছল নয়ন-কমল সুবিলাস।
নব নব ভাব করত পরকাশ ॥
পুলক-মুকুলবর ভরু সব দেহ।
রাধামোহন কছু না পাওল থেহ ॥

৪

আজু কেন গোরাচাঁদের বিরস বয়ান।
রজনী জাগইতে অরুণ-নয়ান ॥
আলসে অবশ অঙ্গ ধরণে না যায়।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে বাঢ়াইতে পায় ॥

নিজ রসে—নিজের প্রেম-রসে; তিনি আপনার প্রেমে আপনি নাচিতেছেন।
ঢুলায়ত—ঘুরাইতেছে। গাওত....মেলি—কত ভক্ত মিলিয়া গান করিতেছে।
যো রসে....ভেলি—যে রসে, যে প্রেমবন্যায় সমস্ত জগৎ ভাসিয়া গেল, গোবিন্দদাস (পদকর্ত্তা) সেই প্রেমবন্যায় নিমগ্ন হওয়া দূরে থাক, তাহার স্পর্শ হইতেও বঞ্চিত রহিল।

৩। করতলে....অবলম্ব—হস্তের উপর মুখ ন্যস্ত করিয়া আছেন (করতলে মুখখানি অবলম্বন করিয়া আছেন)।
পুন পুন....পন্থ—তুলনীয়: "ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শতবার, তিলে তিলে আইসে যায়।"—চণ্ডীদাস।—৬১ পৃষ্ঠা।
ঘর পন্থ—ঘর ও বাহির (পথ)।
খেনে....একান্ত—তুলনীয়: "মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন, কদম্ব-কাননে চায়।"—চণ্ডীদাস।—৬১ পৃষ্ঠা।
পুলক....থেহ—পুলকে সমস্ত দেহ শিহরিত। পুলক-মুকুলবর—আনন্দজাত রোমাঞ্চ; ভরু—ভরিল। রাধামোহন (পদকর্ত্তা) কিছু স্থির করিতে পারিলেন না।

চণ্ডীদাসের পূর্ব্বরাগোক্ত রাধা-ভাবের সঙ্গে এই পদের আশ্চর্য্য ঐক্য দৃষ্ট হয়। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে বর্ণিত চৈতন্যদেবের প্রথম ভাবোচ্ছ্বাসের সঙ্গে মিলাইয়া পড়ুন।

৪। বৈষ্ণব পদাবলী কতকগুলি ভাব অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে, যথা—পূর্ব্বরাগ, মান, বিরহ ইত্যাদি। এগুলিকে রসও বলা হয়। প্রত্যেক রসের পদাবলী এক একটি পালা হিসাবে গীত হয়। প্রত্যেক রসের গান করিবার সময়ে সূচনায় সেই রসান্বিত গৌরচন্দ্রের অবতারণা করিতে হয়; সুতরাং কোনও পালার গৌরচন্দ্রিকা শুনিলেই কোন্ বিষয়ের গান হইবে—অর্থাৎ মান, দান কিংবা গোষ্ঠলীলা তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই সকল

চাঁদ-মুখ শুকায়্যাছে কিসের কারণে।
অরুণ-অধর কেন হৈয়াছে মলিনে ॥
বাসুদেব ঘোষ বলে গোরা কেন কান্দে।
না জানি ঠেকেছে গোরা কার প্রেম-ফান্দে ॥

৫

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোরা কাঁদে ঘনে ঘনে।
কত সুরধুনী বহে অরুণ-নয়ানে ॥
সুগন্ধি চন্দন গোরা নাহি মাখে গায়।
ধূলায় ধূসর তনু ভূমে গড়ি যায় ॥
মানে মলিন মুখ কিছুই না ভায়।
দিবস-রজনী গোরা জাগিয়া গোঙায় ॥
ক্ষণে চমকিত অঙ্গ ধরণে না যায়।
মান-ভাব গোরাচাঁদের বাসু ঘোষ গায় ॥

৬

পতিত হেরিয়া কাঁদে স্থির নাহি বাঁধে
করুণ নয়নে চায়।
নিরুপম হেম জিনি উজোর গোরা-তনু
অবনী ঘন পড়ি যায় ॥

পদে মহাপ্রভু কখনও শ্রীকৃষ্ণের ভাবে লীলা করিতেছেন, কখনও-বা শ্রীরাধার ভাবে বিভাবিত—এইভাবে বর্ণিত হইয়াছেন। ইহা গৌরাঙ্গের ভাব-বিলাস মাত্র। ভক্তপদকর্তৃগণ এই ভাবে কৃষ্ণলীলা আস্বাদন করিয়াছেন; সুতরাং এই সকল পদের বর্ণিত ঘটনার সহিত তাঁহার জীবনের বাস্তব ঘটনার যে সর্বত্র মিল আছে, তাহা নহে। এই পদটি খণ্ডিতার গৌরচন্দ্রিকা। এই পদে শ্রীগৌরাঙ্গের উপর শ্রীকৃষ্ণের বহুবল্লভত্ব আরোপিত হইয়াছে।

আবার পদকর্তারা গৌরাঙ্গ এবং শ্রীকৃষ্ণ যে অভেদ, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য সময়ে সময়ে গৌরাঙ্গের উপর শ্রীকৃষ্ণ-কৃত এমন সকল কার্য্যাবলী আরোপ করিয়াছেন, যাহা গৌরাঙ্গের চরিত্রের সহিত বাহ্যতঃ দেখিলে খাপ খায় না। কিন্তু ভাবরাজ্যে তাহার সঙ্গতি আছে; ৪র্থ পদটি এই শ্রেণীর রচনা। সারারাত নিকুঞ্জে জাগিয়া পরদিন প্রভাতকালে শ্রীকৃষ্ণের যে যে অবস্থা কাব্যে বর্ণিত আছে, পদকর্তা গৌরাঙ্গের উপর সেইগুলি কল্পনায় আরোপ করিয়া কৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গের অভেদত্ব প্রমাণ করিতেছেন। সারারাত্রি কখনও কৃষ্ণ-প্রেমে তন্ময় হইয়া, কখনও-বা অভিমানে বিভোর অবস্থায় গৌরাঙ্গ লীলা করিয়াছেন।

৫। এই পদে শ্রীগৌরাঙ্গ রাধার ভাবে ভাবিত—এইরূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

সুরধুনী—পবিত্র অশ্রুধারা; গঙ্গা যেমন পাপীর পাপ হরণ করেন, মহাপ্রভুর অশ্রুধারাও সেইরূপ জগতের উদ্ধারের জন্য।

মানে—কৃষ্ণের প্রতি অভিমান-বশতঃ; তিনি আমাকে কৃপা করিলেন না—এই অভিমানে।

কিছুই না ভায়—কিছুই প্রকাশ করিয়া বলে না। গোঙায়—কাটায়।

ক্ষণে. .গায়—ভাবের স্ফুরণ-বশতঃ সঘনে শরীর কাঁপিয়া উঠিতেছে, যেন ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিতেছেন না।

৬। পতিত হেরিয়া কাঁদে—পতিত ব্যক্তিদিগকে দেখিয়া করুণায় চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়।

স্থির নাহি বাঁধে—তাহাদের দুঃখ দেখিয়া মন অস্থির হইয়া যায়।

করুণ নয়নে চায়—সকরুণ দৃষ্টিতে তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করেন।

নিরুপম হেম. . . .যায়—অতুল্য স্বর্ণ-নিন্দিত উজ্জ্বল (উজোর) গোরার দেহ ঘন ঘন ভূমিতে পড়িয়া যায়।

গৌরাঙ্গের নিছনি লইয়া মরি।
ও রূপ-মাধুরী　　　　পিরীতি-চাতুরী
তিল আধ পাসরিতে নারি ॥
বরণ-আশ্রম　　　　কিঞ্চন-অকিঞ্চন
কার কোন দোষ নাহি মানে।
কমলা-শিব-বিহি-　　　　দুলহ প্রেমধন
দান করয়ে জগজনে ॥
ঐছন সদয়　　　　হৃদয় রসময়
গৌর ভেল পরকাশ।
প্রেমধনের ধনী　　　　কয়ল অবনী
বঞ্চিত গোবিন্দদাস ॥

সন্ন্যাসের পূর্ব্বাভাস

৭

পাগলিনী বিষ্ণুপ্রিয়া ভিজা বস্ত্র-চুলে।
ত্বরা করি বাড়ী আসি শাশুড়ীরে বলে ॥
বলিতে না পারে কিছু কাঁন্দিয়া ফাঁফর।
শচী বলে মাগো এত কি লাগি কাতর ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া বলে আর কি কব জননী।
চারি দিকে অমঙ্গল কাঁপিছে পরাণী ॥
নাহিতে পড়িল জলে নাকের বেশর।
ভাঙ্গিবে কপাল মাথে পড়িবে বজর ॥
থাকি থাকি প্রাণ কাঁদে নাচে বাম আঁখি।
দক্ষিণে ভুজঙ্গ যেন রহি রহি দেখি ॥
কাঁদি কহে বাসুদেব কি কহিব সতী।
আজি নবদ্বীপ ছাড়ি যাবে প্রাণপতি ॥

নিছনি—বালাই।　　　　পিরীতি-চাতুরী—তাঁহার প্রেমের বিচিত্র ভাব।
বরণ-আশ্রম—বর্ণাশ্রম; বর্ণাশ্রমের বিভিন্নতা, এবং ধনী বা দীন-দরিদ্র কাহারও প্রভেদ বা দোষ গণ্য করে না।
বিহি—বিধাতা।　　　　দুলহ—দুর্লভ।
কমলা....জগজনে—লক্ষ্মী, শিব ও বিধাতার পক্ষেও যে প্রেম দুর্লভ, তাহা জগজ্জনকে বিতরণ করে।
প্রেমধনের....গোবিন্দদাস—সমস্ত পৃথিবীবাসীকে প্রেমধনের ধনী করিলেন—কেবল গোবিন্দদাস বঞ্চিত রহিল।
কয়ল—করিল।

৭। এই পদে চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বাভাস পাইয়া বিষ্ণুপ্রিয়া বিহ্বলা হইয়া পড়িয়াছেন।
বেশর—নাসিকার অলঙ্কার-বিশেষ।
বজর—বজ্র

৮

গোরাচাঁদ ছাড়ি যাবে নৈদ্যা, ইথে
তরঙ্গরহিত জাহ্নবীধারা।
শম্ভু ভগবতী গণপতি মূর্ত্তি
যত ছিল হৈল মলিন পারা॥
তরু লতা ফুল পল্লবিত নহে
না বিকাশে পুষ্প সুগন্ধ হীনা।
তাহে না বৈসে না পিয়ে পুষ্প-রস
না গুঞ্জে ভ্রমর-ভ্রমরী দীনা॥
পিককুল কলরব-বিরহিত
না নাচে ময়ূর ময়ূরী সনে।
শারি শুক নানা পাখী আঁখি ঝুরে,
নারে উড়িবারে ব্যাকুল বনে॥
ধেনুগণ হাম্বারবে না ধাওয়ে,
মৃগাদি পশু না ধরয়ে ধৃতি।
ভণে নরহরি শোভাহীনা, দুঃখ
সম্বরিতে নারে নদীয়া খিতি॥

৯

শুধা খাটে দিল হাত বজ্র পড়িল মাথাত
বুঝি বিধি মোরে বিড়ম্বিল।
করুণা করিয়া কান্দে কেশ-পাশ নাহি বান্ধে
শচীর মন্দির কাছে গেল॥
শচীর মন্দিরে আসি দুয়ারের কাছে বসি
ধীরে ধীরে কহে বিষ্ণুপ্রিয়া।
শয়ন-মন্দিরে ছিল নিশা অন্তে কোথা গেল
মোর মুণ্ডে বজর পাড়িয়া॥

৮। এই পদটি বিরহের গৌরচন্দ্রিকা। শ্রীকৃষ্ণের ভাবী বিরহে বৃন্দাবনের যে দশা হইয়াছিল, পদকর্ত্তা বলিতেছেন যে, ঠিক তাহাই নবদ্বীপে ঘটিয়াছিল।
পারা—প্রায়, তুল্য। ধৃতি—ধৈর্য্য। নদীয়া খিতি—নদীয়াক্ষিতি—নবদ্বীপ দেশ।

৯। এই পদে শচী এবং বিষ্ণুপ্রিয়ার গৌরসন্ন্যাস-জনিত প্রথম শোকোচ্ছ্বাস বর্ণিত হইয়াছে। এই পদের বর্ণনানুসারে চৈতন্য ও বিষ্ণুপ্রিয়া সন্ন্যাসের পূর্ব্বরাত্রে একত্র ছিলেন, দেখা যায়। লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলেও সেইরূপ বর্ণনা আছে; কিন্তু বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের বর্ণনা অন্যরূপ। এ সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত গোবিন্দদাসের করচার ভূমিকায় প্রচুর আলোচনা আছে।
শুধা—শুধু, শূন্য। মাথাত—মাথায়। করুণা করিয়া—কাতরভাবে বিনাইয়া বিনাইয়া।

গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে নিদ্রা নাহি দুনয়নে
শুনিয়া উঠিল শচীমাতা।
আলুথালু কেশে যায় বসন না রহে গায়
শুনিয়া বধূর মুখে কথা॥
তুরিতে জ্বালিয়া বাতি দেখিলেন ইতি উতি
কোন ঠাঁই উদ্দেশ না পাইয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ সাথে কান্দিয়া কান্দিয়া পথে
ডাকে শচী নিমাই বলিয়া॥
তা শুনি নদীয়ার লোকে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে শোকে
যারে তারে পুছেন বারতা।
এক জনে পথে ধায় দশ জনে পুছে তায়
গৌরাঙ্গ দেখেছ যেতে কোথা॥
সে বলে দেখেছি যেতে আর কেহ নাহি সাথে
কাঞ্চননগরের পথে ধায়।
বাসু কহে আহা মরি আমার শ্রীগৌরহরি
পাছে যেন মস্তক মুড়ায়॥

১০

সকল মোহান্ত মেলি সকালে সিনান করি
আইলা গৌরাঙ্গ দেখিবারে।
গৌরাঙ্গ গিয়াছে ছাড়ি বিষ্ণুপ্রিয়া আছে পড়ি
শচী কান্দে বাহির দুয়ারে॥
শচী কহে, শুন মোর নিতাই গুণমণি।
কেবা আসি দিলে মন্ত্র কে শিখাইল কোন তন্ত্র
কিবা হৈল কিছুই না জানি॥
গৃহমাঝে শুয়েছিনু ভালমন্দ না জানিনু
কিবা করি গেল রে ছাড়িয়া।
কেবা নিঠুরাই কৈল পাথারে ভাসাঞা গেল
রহিব কাহার মুখ চাঞা॥

ইতি উতি—চারি দিকে।

পাছে....মুড়ায়—গৌরাঙ্গ গৃহত্যাগ করিয়া কাটোয়ায় গিয়া মস্তক-মুণ্ডন-পূর্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

১০। কিবা করি গেল রে ছাড়িয়া—কিরূপে ছাড়িয়া গেল কিছুই বুঝি না।

কেবা নিঠুরাই কৈল পাথারে ভাসাঞা গেল—কে আমারে সমুদ্রে, অকূলে (পাথারে) ভাসাইয়া নিষ্ঠুরতা (নিঠুরাই) করিয়া গেল।

বাসুদেব ঘোষে ভাষা   শচীর এমন দশা
মরা হেন রহিল পড়িয়া ।
শিরে করাঘাত মারি   ঈশানে দেখায় ঠারি
গোরা গেল নদীয়া ছাড়িয়া ।।

১১

হেদে রে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও ।
বাহু পসারিয়া গোরাচান্দেরে ফিরাও ।।
তো সবারে কে আর করিবে নিজ কোরে ।
কে যাচিয়া দিবে প্রেম দেখিয়া কাতরে ।।
কি শেল হিয়ায় হায় কি শেল হিয়ায় ।
নয়ান-পুতলী নবদ্বীপ ছাড়ি যায় ।।
আর না যাইব মোরা গৌরাঙ্গের পাশ ।
আর না করিব মোরা কীর্ত্তন-বিলাস ।।
কাঁদয়ে ভকতগণ বুক বিদারিয়া ।
পাষাণ গোবিন্দ ঘোষ না যায় মিলিয়া ।।

নিমাই-সন্ন্যাস

১২

গোরাগুণে প্রাণ কাঁদে কি বুদ্ধি করিব ।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব ।।
কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়া ।
দুর্লভ হরির নাম কে দিবে যাচিয়া ।।
অকিঞ্চন দেখি কেবা উঠিবে কান্দিয়া ।
গোরা বিনু শূন্য হৈল সকল নদীয়া ।।
বাসুদেব ঘোষ কান্দে গুণ সোঙরিয়া ।
কেমনে রহিবে প্রাণ গোরা না দেখিয়া ।।

শিরে করাঘাত. . . . ছাড়িয়া—বিশুদ্ধ ভৃত্য ঈশান নিজের শিরে আঘাত করিয়া ইঙ্গিতে (ঠারি) সকলকে দেখাইলেন —গৌরাঙ্গ নদীয়া ছাড়িয়া গিয়াছেন।

১১। পসারিয়া—প্রসারিত করিয়া। তো সবারে—তোমাদিগের সকলকে। কোরে—কোলে। কাতরে—কাতর ব্যক্তিকে। বিলাস—আনন্দ। মিলিয়া—মিলাইয়া ; তুলনীয় : 'পাষাণ মিলাঞা যায়।'—১৪ পৃষ্ঠা।

১২। অকিঞ্চন—ক্ষুদ্র, পতিত, নগণ্য ব্যক্তি। বিনু—বিনা। সোঙরিয়া—স্মরণ করিয়া।

১৩

যে দিন হইতে গোরা ছাড়িলা নদীয়া।
তদবধি আহার ছাড়িল বিষ্ণুপ্রিয়া ॥
দিবানিশি পিয়ে গোরা-নাম-সুধাখানি।
কভু শচীর অবশেষে রাখয়ে পরাণী ॥
বদন তুলিয়া কার মুখ নাহি দেখে।
দুই এক সহচরী কভু কাছে থাকে ॥
হেনমতে নিবসয়ে প্রভুর ঘরণী।
গৌরাঙ্গ-বিরহে কান্দে দিবস-রজনী ॥
প্রবোধ করয়ে কেহো কহি তার কথা।
প্রেমদাস-হৃদয়ে রহিয়া গেল ব্যথা ॥

১৪

কি লাগিয়া দণ্ড ধরে অরুণ-বসন পরে
কি লাগিয়া মুড়াইল কেশ।
কি লাগিয়া মুখ-চাঁদে রাধা রাধা বলি কাঁদে
কি লাগিয়া ছাড়িল নিজ দেশ ॥
শ্রীবাসের উচ্চ রায় পাষাণ মিলাঞা যায়
গদাধর না জিয়ে পরাণে।
বহিছে তপত ধারা যেন মন্দাকিনী পারা
মুকুন্দের ও-দুই নয়ানে ॥
সকল মোহান্ত-ঘরে বিধাতা বুঝাইয়া ফিরে
তবু স্থির নাহি হয় কেহ।
অনন্ত অনল হেন রমণী ছাড়িল কেন
কি লাগি তেজিল তার লেহ ॥
কি কব দুখের কথা কহিতে মরম-ব্যথা
না দেখি বিদরে মোর হিয়া।
দিবানিশি নাহি জানি বিরহে আকুল প্রাণী
বাসু ঘোষ পড়ে মুরছিয়া ॥

১৩। পিয়ে....সুধাখানি—তদবধি গৌরাঙ্গের নামামৃত পান করেন।
কভু....পরাণী—কবি বলিতেছেন, গৌরাঙ্গ-বিচ্ছেদে বিষ্ণুপ্রিয়া প্রায় উপবাসেই দিন কাটাইতে লাগিলেন; কেবল মধ্যে মধ্যে শচীদেবীর আহারের পর পাতে সামান্য যাহা কিছু পড়িয়া থাকিত, তাহা খাইয়া কোনওরূপে জীবন-ধারণ করিতেন।

১৪। অরুণ-বসন—গেরুয়া বস্ত্র। উচ্চ রায়—উচ্চ রবে, উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দনের রোলে।
জিয়ে—বাঁচে। বিধাতা—হরিদাস ব্রহ্মার অবতার বলিয়া গৃহীত।
অনন্ত অনল—রূপ-যৌবন-সম্পন্না রমণীতে মানুষের মন স্বভাবতঃ অনলে পতঙ্গের ন্যায় আকৃষ্ট হয়; কিন্তু মহাপ্রভু তাহাতে বিন্দুমাত্র আকৃষ্ট হইলেন না কেন?
লেহ (নেহ)—স্নেহ, প্রেম। শুধু অতুলনীয় রূপ-যৌবন-সম্পন্না স্ত্রী নহে, তাহার প্রগাঢ় প্রেম উপেক্ষা করিলেন কেন?

১৫

হেদে গো মালিনী সই অদ্বৈত মন্দিরে চল যাই।
নিমাঞি আইল তাহা কহিল নিতাই ॥
সে চাঁচর-কেশ-হীন কেমনে দেখিব।
দণ্ড-কমণ্ডলু দেখি পরাণ ত্যজিব ॥
এত বলি শচীমাতা কাতর হইয়া।
শান্তিপুর মুখে ধায় নিমাই বলিয়া ॥
ধাইল নদীয়ার লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে।
দুঃখিত বল্লভ যায় কান্দিতে কান্দিতে ॥

১৬

নিতাই করিয়া আগে চলিলেন অনুরাগে
আইলা সবাই শান্তিপুরে।
মুড়াইছে মাথার কেশ ধর‍্যাছে সন্ন্যাসীর বেশ
দেখিয়া সবার প্রাণ ঝুরে ॥
করযোড় করি আগে দাঁড়াইলা মায়ের আগে
পড়িলেন দণ্ডবৎ হৈয়া।
দুই হাত তুলি বুকে চুম্ব দিয়া চাঁদ-মুখে
কান্দে শচী গলায় ধরিয়া ॥
ইহার লাগিয়া যত পঁড়াইল ভাগবত
এ কথা কহিব আমি কায়।
অনাথিনী করি মোরে যাবে বাছা দেশান্তরে
বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হইবে উপায় ॥
এ ডোর কৌপীন পরি কি লাগিয়া দণ্ড ধরি
ঘরে ঘরে খাবে ভিক্ষা মাগি।
জীয়ন্ত থাকিতে মায় ইহা নাহি সহা যায়
কার বোলে হইলা বৈরাগী ॥
গৌরাঙ্গের বৈরাগে ধরণী বিদার মাগে
আর তাহে শচীর করুণা।
কহয়ে বল্লভদাস গৌরাচাঁদের বৈরাগ
ত্রিজগতে রহিল ঘোষণা ॥

১৫। শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্যের ভবনে আসিয়াছেন, নিতাই সেই সংবাদ লইয়া নবদ্বীপে আসিলে শচীমাতা বলিতেছেন।
চাঁচর—কুঞ্চিত। বল্লভ—কবির নাম।
১৬। ঝুরে—কান্দে। পড়াইল—পড়াইলাম।
ইহার লাগিয়া—ইহারই জন্য; তুমি অবশেষে সন্ন্যাসী হইয়া আমাকে ত্যাগ করিবে এই জন্য।
বিদার মাগে—বিদরিতে চায়; ফাটিয়া যাইতে চায়।

১৭

ধর ধর ধর ওরে নিতাই
আমার গৌরে ধর।
আছাড় সময়ে অনুজ বলিয়া
বারেক করুণা কর ॥
আচার্য্য গোসাঞি দেখিহ নিতাই
আমার আঁখির তারা।
না জানি কি খেনে নাচিতে কীর্ত্তনে
পরাণে হইব হারা ॥
শুনহ শ্রীবাস কৈরাছে সন্ন্যাস
ভূমিতলে গড়ি যায়।
সোনার বরণ ননীর পুতলী
ব্যথা না লাগয়ে গায় ॥
শুন ভক্তগণ রাখহ কীর্ত্তন
হইল অধিক নিশা।
কহয়ে মুরারি শুন গৌরহরি
দেখহ মায়ের দশা ॥

১৮

নীলাচলপুরে গতায়াত করে
যত বৈরাগী সন্ন্যাসী।
তাঁহা সবাকারে কাঁদিয়া সুধায়
যত নবদ্বীপবাসী ॥
তোমরা কি এক সন্ন্যাসী দেখিয়াছ?
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাহার নাম,
তারে কি ভেটিয়াছ?
বয়েসে নবীন গলিত কাঞ্চন
জিনি তনুখানি গোরা।
হরেকৃষ্ণ নাম বোলয়ে সঘনে
নয়নে গলয়ে ধারা ॥

১৭। আছাড়....কর—যখন আছাড় খাইয়া পড়িবে তখন কঠিন মাটিতে কোমল অঙ্গে আঘাত লাগে এই জন্য ইহাকে ধরিও; নিজ কনিষ্ঠ ভাই বলিয়া এইটুকু দয়া করিও।

শুন ভক্তগণ....নিশা—শচীদেবী কাহাকেও বলিতেছেন, আমার নিমাই যেন আছাড় খাইয়া মাটিতে আঘাত না পায়—তাহাকে কীর্ত্তন-সময়ে দেখিও। কাহাকেও বলিতেছেন, দেখ দেখ নিমাই সোনার পুতলীর মত মাটিতে গড়াগড়ি যাইতেছে এবং কাহাকেও বলিতেছেন, রাত্রি অধিক হইয়াছে—এখন কীর্ত্তন থামাইয়া দাও।

মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাসের পর শান্তিপুরে অদ্বৈত-গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, তখন শচীদেবীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সেই সময়ে চৈতন্যদেবের উদ্দাম নৃত্য দেখিয়া শচীদেবী এই সকল উক্তি করিতেছেন।

কখন হাসন কখন রোদন
কখন আছাড় খায়।
পুলকের ছটা শিমুলের কাঁটা
ঐছন সোনার গায় ॥
তারা বোলে আহা দেখিয়াছি তাঁহা
থাকেন সমুদ্র-কূলে।
তেঁহ জগন্নাথ আপনে সাক্ষাৎ
তারে কে মানুষ বলে ॥
যে রূপ যে গুণ যে নাট-কীর্ত্তন
যে প্রেম-বিকার দেখি।
হেন লয় মনে তাঁহার চরণে
সদাই অন্তরে রাখি ॥
গিয়া নীলাচলে ভাগ্যে সে ফলিল
দেখিনু চরণ তাঁর।
প্রেমদাস গায় সেই গোরা রায়
প্রাণ ইহা সবাকার ॥

১৯

নীলাচল হৈতে শচীরে দেখিতে
আইসে জগদানন্দ।
রহি কত দূরে দেখে নদীয়ারে
গোকুলপুরের ছন্দ ॥

১৮। পুলকের ছটা....সোনার গায়—তাঁহার ঐরূপ স্বর্ণ-অঙ্গে আনন্দজাত রোমাঞ্চ (পুলকের ছটা) শিমুলের কাঁটার মত দেখাইতেছে।

ঐছন—ঐরূপ। তাঁহা—তাঁহাকে। তেঁহ—তিনি। নাট—নৃত্য।

প্রেম-বিকার—প্রেমজনিত সাত্ত্বিক বিকার; যথা—স্বেদ, কম্প, অশ্রু, পুলক ইত্যাদি।

ইহা—এই স্থানের (নবদ্বীপের)। সবাকার—অধিবাসিবৃন্দের।

১৯। জগদানন্দ—মহাপ্রভুর অনুরাগী ভক্ত, ইনি পুরীতে তাঁহার নিত্যসহচর ছিলেন। মহাপ্রভু খাওয়া-দাওয়াতে কঠোর ভাব অবলম্বন করিলে ইনি অভিমান করিয়া নিজে না খাইয়া থাকিতেন। এই অভিমান-পরায়ণতার জন্য ভক্তমণ্ডলী ইহাকে সত্যভামার অবতার মনে করিয়াছেন। একদা মহাপ্রভু ভক্ত-দত্ত সুগন্ধি তৈল ব্যবহার করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া সেই তৈল দ্বারা পুরীর মন্দিরে আলো জ্বালিবার আদেশ প্রদান করিলে জগদানন্দ এতটা চটিয়া গিয়াছিলেন যে, তিনি আঙ্গিনায় সেই তেলের হাঁড়িটি আনিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন। মহাপ্রভু জগদানন্দকে এই জন্য ভয় করিতেন ('জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে।'—চৈ.চ.)। মহাপ্রভুর পুরীগমনের পরে শচীদেবীকে আশ্বাস দেওয়ার জন্য তিনি জগদানন্দকে নবদ্বীপে পাঠাইয়াছিলেন। এখানে সেই ঘটনা বর্ণিত হইতেছে।

গোকুলপুরের ছন্দ—কৃষ্ণ গোকুল ত্যাগ করিলে তথাকার যে ভাব হইয়াছিল সেইরূপ। ছন্দ—ছাঁদ, ধারা, ন্যায়।

ভাবয়ে পণ্ডিত রায়।
পাই কি না পাই শচীরে দেখিতে
এহি অনুমানে যায় ॥
লতা-তরু যত দেখে শত শত
অকালে খসিছে পাতা।
রবির কিরণ না হয় স্ফুটন
মেঘগণ দেখে রাতা ॥
শাখে বসি পাখী মুদি দুটি আঁখি
ফল-জল তেয়াগিয়া।
কান্দয়ে ফুকরি ডুকরি ডুকরি
গোরাচাঁদ নাম লৈয়া ॥
ধেনু যুথে যুথে দাঁড়াইয়া পথে
কারও মুখে নাহি রা।
মাধবীদাসের ঠাকুর পণ্ডিত
পড়িল আছাড়ে গা ॥

২০

ক্ষণেক রহিয়া চলিলা উঠিয়া
পণ্ডিত জগদানন্দ।
নদীয়া নগরে দেখে ঘরে ঘরে
সব লোক নিরানন্দ ॥
না মেলে পসার না করে আহার
কারো মুখে নাহি হাসি।
নগরে নাগরী কান্দয়ে গুমরি
থাকয়ে বিরলে বসি ॥
দেখিয়া নগর ঠাকুরের ঘর
প্রবেশ করল যাই।
আধমরা হেন ভূমে অচেতন
পড়িয়া আছেন আই ॥

পাই....যায়—শচী হয়ত চৈতন্যের শোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন কিনা এই আশঙ্কা করিয়া যাইতেছেন।
রাতা—রক্তবর্ণ ; মেঘগুলি যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ রাঙ্গা করিয়াছে।
মাধবীদাস—পদকর্ত্তা ; তাঁহার ঠাকুর যে জগদানন্দ, তিনি নবদ্বীপের এই অবস্থা দেখিয়া মাটিতে আছাড় খাইয়া পড়িলেন।

২০। না মেলে পসার—কেহ বিকিকিনি করে না। আই—মাতা শচীদেবী।

প্রভুর রমণী সেহো অনাথিনী
প্রভুরে হইয়া হারা।
পড়িয়া আছেন মলিন বসন
মুদল নয়ানে ধারা ॥
দাস-দাসী সব আছয়ে নীরব
দেখিয়া পথিকজন।
সুধাইছে তারে কহ দেখি মোরে
কোথা হৈতে আগমন ॥
পণ্ডিত কহেন মোর আগমন
নীলাচলপুর হৈতে।
গৌরাঙ্গসুন্দর পাঠাইল মোরে
তোমা সবারে দেখিতে ॥
শুনিয়া বচন সজল নয়ন
শচীরে কহল গিয়া।
আর একজন চলিল তখন
শ্রীবাস-মন্দিরে ধাইয়া ॥
শুনিয়া শ্রীবাস মালিনী উল্লাস
যত নবদ্বীপবাসী।
মরা হেন ছিল অমনি ধাইল
পরাণ পাইল আসি ॥
মালিনী আসিয়া শচী বিষ্ণুপ্রিয়া
উঠাইল যতন করি।
তাহারে কহিল পণ্ডিত আইল
পাঠাইল গৌরহরি ॥
শুনি শচী আই সচকিত চাই
দেখিলেন পণ্ডিতেরে।
কহে তাঁর ঠাঁই আমার নিমাই
আসিয়াছে কত দূরে ॥
দেখি প্রেমসীমা স্নেহের মহিমা
পণ্ডিত কান্দিয়া কয়।
সেই গৌরমণি যুগে যুগে জানি
তুয়া প্রেমবশ হয় ॥

সেহো—সেও। মুদল—মুদিত। দেখিয়া পথিকজন—পথিক জগদানন্দকে দেখিয়া।
প্রেমসীমা—প্রেমের অবধি, যাহা অপেক্ষা অধিক প্রেম আর হয় না।

গৌরাঙ্গ-চরিত হেন রীত নীত
সবাকারে শুনাইয়া।
পণ্ডিত রহিল নদীয়া নগরে
সবাকারে সুখ দিয়া ॥

চন্দ্রশেখর পশুর সোসর
বিষয়-বিষেতে প্রীত।
গৌরাঙ্গ-চরিত পরম অমৃত
তাহাতে না লয় চিত ॥

২১

আজিকার স্বপ্নের কথা শুন লো মালিনী সই
নিমাই আসিয়াছিল ঘরে।
আঙ্গিনাতে দাঁড়াইয়া গৃহপানে নেহারিয়া
মা বলিয়া ডাকিল আমারে ॥

ঘরেতে শুতিয়াছিলাম অচেতনে বাহির হৈলাম
নিমাইয়ের গলার সাড়া পাঞা।
আমার চরণের ধুলি নিল নিমাই শিরে তুলি
পুন কাঁদে গলায় ধরিঞা ॥

তোমার প্রেমের বশে ফিরি আমি দেশে দেশে
রহিতে নারিলাম নীলাচলে।
তোমারে দেখিবার তরে আইলাম নদীয়াপুরে
কাঁদিতে কাঁদিতে ইহা বলে ॥

আইস মোর বাছা বলি হিয়ার মাঝারে তুলি
হেন কালে নিদ্রাভঙ্গ হৈল।
পুন না দেখিয়া তারে পরাণ কেমন করে
কাঁদিয়া রজনী পোহাইল ॥

সেই হৈতে প্রাণ কাঁদে হিয়া থির নাহি বাঁধে
কি করিব কহ না উপায়।
বাসুদেব ঘোষে কয় গৌরাঙ্গ তোমারি হয়
নহিলে কি সদা দেখ তায় ॥

বিষয়-বিষেতে প্রীত—বিষয়রূপ বিষেই সমধিক প্রীত, সুতরাং অমৃততুল্য যে গৌরাঙ্গচরিত তাহাতে চিত্ত আকৃষ্ট হইতেছে না।

২১। যে শ্রীবাস মহাপ্রভুর নিতান্ত অন্তরঙ্গ সঙ্গী ছিলেন, এবং যাঁহার আঙ্গিনায় মহাপ্রভু প্রতি রাত্রিতে নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতেন, মালিনী সেই শ্রীবাসের স্ত্রী ও শচীদেবীর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, শ্রীবাস চৈতন্যদেব হইতে বয়সে অনেক বড় ছিলেন।

দ্বিতীয় স্তবক

প্রার্থনা

১

মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল দেহ সমপিলুঁ
দয়া জনু ছোড়বি মোয়॥
গণইতে দোষ গুণ-লেশ না পাওবি
যব্ তুহুঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগ বাহির নহ মুঞি ছার॥
কিয়ে মানুষ পশু পাখী কিয়ে জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গ।
করম-বিপাকে গতাগতি পুন পুন
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদপল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু॥

১। দেই—দিয়া।

দেই তুলসী. .সমপিলুঁ—তিল-তুলসী দ্বারা কোন জিনিষ দান করিলে তাহা আর ফিরাইয়া লইবার উপায় থাকে না—আমার এই দেহ তোমাকে তিল-তুলসী দিয়া সমর্পণ করিতেছি; অর্থাৎ এই দেহের উপর আমার দাবী একেবারে ত্যাগ করিলাম। তুমি ইহাকে যে ভাবে চালাইবে, ইহা সেই ভাবেই চলিবে। তোমারই মন্দিরের পথে আমার পা চলিবে, তোমার দিকে আমার চক্ষু চাহিয়া থাকিবে, তোমারই নাম আমার জিহ্বা জপ করিবে—ইত্যাদি।

জনু, জনি—যেন না।

গণইতে. .বিচার—যখন তুমি আমার দোষগুণের বিচার করিবে, তখন দোষ গণিতে যাইয়া—গুণলেশ আমার মধ্যে পাইবে না।

তুহুঁ জগন্নাথ. .কহায়সি—তুমি জগতের নাথ বলিয়া ঘোষণা করিতেছ। আমার কেবল ভরসা এই যে লোকে তোমাকে জগতের নাথ বলে; আমি অতি অপরাধী হইলেও, যখন তোমারই জগতে বাস করিতেছি, তখন একদিন না একদিন আমাকে উদ্ধার করিতেই হইবে।

কিয়ে—কিবা। করম—কর্ম্ম। তুয়া পরসঙ্গ—তোমার প্রসঙ্গ।

কিয়ে মানুষ. .পরসঙ্গ—কর্ম্মফলবশতঃ কি মনুষ্য, কি পশু অথবা কীট-পতঙ্গ যেরূপ জন্মই না কেন আমি গ্রহণ করি—সকল জন্মেই যেন তোমার প্রসঙ্গে আমার মতি থাকে।

তরইতে—উত্তীর্ণ হইতে। ইহ—এই।

পদপল্লব—' পদপলব ' (পুব—ভেলা) অধিকতর সঙ্গত মনে হয়।

তিল এক—এক তিলের অর্থাৎ কিয়ৎক্ষণের জন্য।

২

যতনে যতেক ধন পাপে বটোরলোঁ
মেলি পরিজনে খায়।
মরণক বেরি হেরি' কোই ন পুছত
করম সঙ্গে চলি' যায়॥
এ হরি! বন্দো তুয়া পদ-নায়।
তুয়া পদ পরিহরি' পাপ-পয়োনিধি
পার হ'ব কোন উপায়॥
যাবত জনম হাম তুয়া পদ না সেবলুঁ
যুবতি মতি মঞে মেলি'।
অমৃত তেজি' কিয়ে হলাহল পীয়লুঁ
সম্পদে বিপদহি ভেলি॥
ভণই বিদ্যাপতি হেন মনে গণি
কহিলে কি বাঢ়ব কাজে।
সাঁঝক বেরি সেবা কোন মাগই
হেরইতে তুয়া পায় লাজে॥

৩

তাতল সৈকত বারিবিন্দু সম
সুত-মিত-রমণী-সমাজে।
তোহে বিসরি' মন তাহে সমর্পিলুঁ
অব মঝু হব কোন কাজে॥

২। বটোরলোঁ—সঞ্চয় করিলাম। পাঠান্তর—বাটায়লি—বণ্টন করিলাম।
যতনে..বটোরলোঁ—অতি যত্নে যে সকল ধন পাপকার্য্যের দ্বারা সঞ্চয় করিলাম, অর্থাৎ তোমার সেবা না করিয়া যাহা নানা উপায়ে উপার্জন করিলাম, তাহা পরিজনেরাই ভোগ করিল।
বেরি—বেলায়। বন্দো—বন্দনা করি। পাঠান্তর—বন্ধ—আবদ্ধ। পদ-নায়—পদতরণীকে।
যাবত জনম—জন্ম হইতে এতকাল। যুবতি..মেলি'—রমণীর প্রেমে ভুলিয়া রহিলাম।
সম্পদে..ভেলি—সম্পদে বিপদ্ হইল; কারণ সম্পদ্ না হইলে হয়ত তোমাকে ভজিতাম।
কহিলে..কাজে—এখন বলিলে কি ফল হইবে?
সাঁঝক বেরি..মাগই—সন্ধ্যাবেলায় কে সেবা অর্থাৎ ভিক্ষা মাগে?
হেরইতে..লাজে—আমাকে শেষ সময়ে তোমার করুণা ভিক্ষা করিতে দেখিয়া হয়ত তোমারই লজ্জা হইতেছে।
৩। তাতল—উত্তপ্ত। সৈকত—বালু। সুত-মিত-রমণী-সমাজে—পুত্র, মিত্র ও স্ত্রী।
উত্তপ্ত বালুকা-রাশিতে এক বিন্দু জল পড়িলে যেমন তাহা নিমেষে নিঃশেষে শুষিয়া লয়, সেইরূপ পুত্র-মিত্র-রমণী-পরিবৃত সংসার আমার মনকে একেবারে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে, অর্থাৎ তোমার যে ভজিব এমন একটু মতিও অবশিষ্ট রাখে নাই।
বিসরি'—বিস্মৃত হইয়া।
তোহে—তোমাকে।
অব মঝু..কাজে—এখন আমার উপায় কি?
তাহে—তাহাদিগকে।

মাধব, হাম পরিণাম নিরাশা।
তুহুঁ জগ-তারণ, দীন-দয়াময়,
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা॥
আধ জনম হাম নিন্দে গোঙায়লুঁ,
জরা শিশু কতদিন গেলা।
নিধুবনে রমণী- রসরঙ্গে মাতলুঁ,
তোহে ভজব কোন বেলা॥
কত চতুরানন, মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি' পুন, তোহে সমাওত,
সাগরলহরী সমানা॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি, শেষ শমন-ভয়
তুয়া বিনু গতি নাহি আরা।
আদি-অনাদিক- নাথ কহায়সি,
অব তারণ-ভার তোহারা॥

৪

ভজহুঁ রে মন নন্দ-নন্দন-
অভয়-চরণারবিন্দ রে।
দুলহ মানুষ- জনম সৎসঙ্গে
তরহ এ ভবসিন্ধু রে॥
শীত-আতপ বাত-বরিখণ
এ দিন-যামিনি জাগি' রে।
বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন
চপল সুখলব লাগি' রে॥

তুহুঁ..বিশোয়াসা—তুমি জগৎ-ত্রাতা, দীনের প্রতি দয়াশীল, এই জন্যই তোমার উপর বিশ্বাস (বিশোয়াসা) রাখিতেছি—যেহেতু আমি জগতের একজন ও অতি দীন। "জগ বাহির নহ মুক্তি ছার"—তুলনীয়।
আধ জনম—অর্দ্ধজন্ম। নিন্দে—নিদ্রায়। জরা—বার্দ্ধক্য।
আধ জনম..গেলা—জীবনের অর্দ্ধেক কাল নিদ্রায় অতিবাহিত করিলাম; তার পরে শৈশব এবং বার্দ্ধক্যেও অনেক সময় কাটিল।
চতুরানন—ব্রহ্মা, এক এক ব্রহ্মার পরমায়ু যুগ-যুগব্যাপী, এরূপ বহু ব্রহ্মা মরিয়া যাইতেছেন।
তুয়া—তোমার। সমাওত—প্রবেশ করে, লীন হইয়া যায়।
আদি..তোহারা—তুমি আদি ও অনাদির নাথ বলিয়া লোকে ঘোষণা করিতেছে—এখন (অব) তারণের (ত্রাণ করিবার) ভার তোমার (তোহারা)। পাঠান্তর—ভবতারণ-ভার।
৪। অভয়-চরণারবিন্দ রে—যে পাদপদ্ম আশ্রয় করিলে মানুষ নির্ভয় হয়।
দুলহ—দুর্লভ। আতপ—গ্রীষ্মকাল। বাত—ঝঞ্ঝা। বরিখণ—বর্ষা।
কৃপণ দুরজন—দুষ্ট এবং কৃপণদিগকে (যাহাদিগকে অনেক তোষামোদ করিলে এবং ভালবাসা দিলেও অতি নিষ্ঠুর ও কৃপণের মত ব্যবহার করে—প্রতিদানে কুণ্ঠিত হয়)।
চপল—চঞ্চল, ক্ষণস্থায়ী। সুখলব—সুখলেশ। ক্ষণস্থায়ী সুখলেশের জন্য অনর্থক তাহাদের সেবা করিলাম।

এ ধন-যৌবন পুত্র-পরিজন
ইথে কি আছে পরতীত রে।
কমলদল-জল জীবন টলমল
ভজহুঁ হরিপদ নীত রে ॥
শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ বন্দন
পাদ-সেবন দাসি রে।
পূজন সখিজন আত্ম-নিবেদন
গোবিন্দদাস অভিলাষি রে ॥

৫

সাধুসঙ্গ কর ভাল হৈয়া।
এ ভব তরিয়া যাবে মহানন্দ সুখ পাবে
নিতাই-চৈতন্য-গুণ গাঞা ॥
চৌরাশি লক্ষ জন্ম ভ্রমণ করিয়া শ্রম
ভালই দুর্লভ দেহ পাঞা।
মহতের দায় দিয়া ভক্তি-পথে না চলিয়া
জন্ম যায় অকারণে বৈয়া ॥
মালা মুদ্রা করি বেশ ভজনের নাহি লেশ
ফিরি আমি লোক দেখাইয়া।
মাকালের ফল লাল দেখিতে সুন্দর ভাল
ভাঙ্গিলে সে দেয় ফেলাইয়া ॥
চন্দন-তরুর কাছে যত বৃক্ষ লতা আছে
আত্ম-সম করে বায়ু দিয়া।
হেন সাধু-সঙ্গ সার নাই বলরাম ছার
ভবকূপে রহিলাম পড়িয়া ॥

পরতীত—প্রত্যয়, বিশ্বাস। কমলদল-জল জীবন টলমল—পদ্মদলস্থ জলবিন্দুবৎ এই জীবন টল্‌টল্‌ করিতেছে।
নীত—নিত্য।
পাদ-সেবন দাসি—শ্রীকৃষ্ণের পদসেবা এবং দাস্য। (কবি নয় প্রকার ভক্তিলক্ষণের কথা বলিতেছেন:
শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥)

৫। মহতের দায় দিয়া—নিজেকে মহৎ বলিয়া বাহ্যতঃ প্রচার করিয়া।
ভাঙ্গিলে সে দেয় ফেলাইয়া—যে ব্যক্তি ভাঙ্গিয়া দেখে সে ফেলিয়া দেয়। মাকালের ফল দেখিতে অতি সুন্দর।
চন্দন. . বায়ু দিয়া—চন্দন-তরুর নিকট অপরাপর যে সকল তরুলতা থাকে, তাহাদিগকে চন্দন-তরু নিজের গায়ের সুগন্ধ বাতাস দিয়া নিজের মতন (আত্মসম) করিয়া লয়। সাধু-সঙ্গেও এইরূপ ফল হয়।

৬

ঠাকুর বৈষ্ণবগণ করোঁ এই নিবেদন
মো বড় অধম দুরাচার।
দারুণ সংসার-নিধি তাহে ডুবাওল বিধি
চুলে ধরি মোরে কর পার ॥
বিধি বড় বলবান্ না শুনে ধরম-জ্ঞান
সদাই করম-ফাঁসে বান্ধে।
না দেখোঁ তারণ-লেশ যত দেখোঁ সব ক্লেশ
অনাথ কাতরে তেঞি কান্দে ॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ অভিমান সহ
আপন আপন স্থানে টানে।
আমার ঐছন মন ফিরে যেন অন্ধজন
সুপথ বিপথ নাহি মানে ॥
না লইনুঁ সত-মত অসতে মজিল চিত
তুয়া পাঁয়ে না করিনুঁ আশ।
নরোত্তম দাসে কয় দেখ্যা শুন্যা লাগে ভয়
এবার তরায়্যা লেহ পাশ ॥

৭

হৃদি বৃন্দাবনে বাস
যদি কর কমলাপতি।
ওহে ভক্ত-প্রিয় আমার
ভক্তি হবে রাধা-সতী ॥
মুক্তি-কামনা আমারি,
হবে বৃন্দা গোপনারী;
দেহ হবে নন্দের পুরী,
স্নেহ হবে মা যশোমতী ॥
আমায় ধর ধর জনার্দ্দন,
পাপভার গোবর্দ্ধন,
কামাদি ছয় কংস-চরে
ধ্বংস কর সম্প্রতি ॥

৬। ঠাকুর বৈষ্ণবগণ—পদকর্ত্তা বৈষ্ণব সাধুগণের কৃপা ভিক্ষা করিতেছেন। নিধি—সমুদ্র।
চুলে ধরি..পার—আমার নিজের চেষ্টায় পার হইতে পারি এমন সাধ্য নাই। অতএব আমাকে বলপূর্ব্বক এই দুস্তর সংসার-সাগর হইতে টানিয়া তুলিতে হইবে।
বিধি..জ্ঞান—বিধাতার অলঙ্ঘ্য নিয়মে কর্ম্মের বন্ধনে আমাকে বাঁধিয়াছে। দয়াধর্ম্মের খাতিরেও বিধাতার এ অবোধ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না।
সত-মত—সাধুদিগের নির্দ্দিষ্ট পন্থা।

বাজায়ে কৃপা-বাঁশরী,
মন-ধেনুকে বশ করি,
তিষ্ঠ সদা হৃদি-গোষ্ঠে
পূরাও ইষ্ট এই মিনতি ॥
আমার প্রেমরূপ যমুনা-কূলে,
আশা-বংশীবট-মূলে,
সদয় ভাবে স্বদাস ভেবে
সতত কর বসতি ॥
যদি বল রাখাল-প্রেমে,
বন্দী আছি ব্রজধামে,
জ্ঞান-হীন রাখাল তোমার
দাস হবে হে দাশরথি ॥

৭। তিষ্ঠ সদা হৃদি-গোষ্ঠে—এই হৃদয়রূপ গোষ্ঠে সর্বদা অধিষ্ঠান কর।
পূরাও ইষ্ট—আমার অভীষ্ট পূর্ণ কর। স্বদাস ভেবে—তোমার নিজ সেবক ভাবিয়া।
যদি বল. . দাশরথি—যদি তুমি বল যে তুমি রাখাল-প্রেমে বন্দী হইয়া ব্রজে আছ—আর কোথাও যাইতে পারিবে না, তবে এই দাশরথিকেও তোমার একজন অজ্ঞান রাখাল-বালক বলিয়া মনে করিও।

তৃতীয় স্তবক

বাল্যলীলা ও কালিয়দমন

১

নাচত মোহন নন্দদুলাল।
রঙ্গিম চরণে মঞ্জির ঘন বাজত
কিঙ্কিণি তাঁহি রসাল॥
স্থল-পঙ্কজ-দল জিনিয়া চরণতল
অরুণ-কিরণ কিয়ে আভা।
তাহার উপরে নখ- চান্দ সুশোভিত
হেরইতে জগ-মন-লোভা॥
মণি-অভরণ কত অঙ্গহি ঝলকত
নাসায় মুকুতা কিবা দোলে।
মা মা মা বলি চান্দ-বদন তুলি
নবীন কোকিল যেন বোলে॥

২

দু বাহু পসারি আগে যায় নন্দরাণী।
ধরিতে ধরিতে ধরা না দেয় নীলমণি॥
গৃহে পড়ি গড়ি যায় দধি নবনীত।
কোপ-নয়নে রাণী চাহে চারিভিত॥
হেদে রে নবনী-চোরা বলি পাছে ধায়।
এ-ঘর ও-ঘর করি গোপাল লুকায়॥
নড়ি হাতে নন্দরাণী যায় খেদাড়িয়া।
অখিল ভুবনপতি যায় পলাইয়া॥
এ তিন ভুবনে যারে ভয় দিতে নারে।
সে হরি পালাঞা যায় জননীর ডরে॥
রাণীর কোল হইতে গোপাল গেল পলাইয়া।
আকুল হইলা রাণী গোপাল না দেখিয়া॥

১। তাঁহি—তাহাতে। রসাল—রসযুক্ত, মধুর। কিয়ে—কিবা।
হেরইতে—দেখিতে। জগ-মন-লোভা—জগজ্জনের মনোমোহকর। অভরণ—আভরণ।

২। নবনী—নবনীত। খেদাড়িয়া—তাড়াইয়া। পালাঞা—পালাইয়া।

ঘরে ঘরে উকটিল সকল গোকুল।
তোমা না দেখিয়া প্রাণ হইলা আকুল ॥
কার ঘরে আছে গোপাল বোল ডাক দিয়া।
তোমার মায়ের প্রাণ যায় বিদরিয়া ॥
শ্রীদাম ডাকিয়া বলে কানাই আমার ঘরে।
সভাকার প্রাণ গোপাল লুকাল্য মায়ের ডরে ॥
ঘনরাম দাসে কহে থির কর মন।
প্রেমের অধীন গোপাল পাবে দরশন ॥

৩

আওত শ্রীদামচন্দ্র রঙ্গিয়া পাগড়ী মাথে।
স্তোক-কৃষ্ণ অংশুমান্ দাম বসুদাম সাথে ॥
কটি কাছনি বঙ্কিম ধটি বেণুবর বাম কাঁধে।
জিতি কুঞ্জর, গতি মন্থর, ভায়্যা ভায়্যা বলি ডাকে ॥
গো-ছান্দন ডোরি কান্ধহি শোভে কানে কুণ্ডল-খেলা।
গলে লম্বিত গুঞ্জাহার ভুজে অঙ্গদ বালা ॥
স্ফুট চম্পক-দল-নিন্দিত উজ্জ্বল তনু-শোভা।
পদ-পঙ্কজে নূপুর বাজে শেখর মনোলোভা ॥

৪

ওগো মা আজি আমি চরাব বাছুর।
পরাইয়া দেহ ধড়া মস্ত্র পড়ি বান্ধ চুড়া
চরণেতে পরাহ নূপুর।
অলকা তিলক ভালে বনমালা দেহ গলে
শিঙ্গা-বেত্র-বেণু দেহ হাতে।
শ্রীদাম সুদাম দাম সুবলাদি বলরাম
সভাই দাড়াঞা রাজপথে ॥

উকটিল—খুঁজিল। তুলনীয়—

একদিন ননী খাইয়া ছিলাম লুকায়্যা।
মরিতেছিলেন মা আমার না দেখিয়া ॥—২৪ পৃঃ।

সভাকার—সবাকার, সকলের।

৩। রঙ্গিয়া—রঙ্গিন। কটি কাছনি..ধটি—কটি বেড়িয়া মালকোঁচা বঙ্কিমভাবে পরা।
কাধে—কন্ধে। জিতি—জয় করিয়া। গো-ছান্দন..কান্ধহি—স্কন্ধে গরু বাঁধিবার দড়ি।
স্ফুট..শোভা—শ্রীদামের রূপ প্রস্ফুটিত চম্পকের অপেক্ষা উজ্জ্বল।

৪। ভালে—কপালে। দাড়াঞা—দাঁড়াইয়া (অপেক্ষা করিতেছে)।

বিশাল অর্জুন জান কিঙ্কিণী অংশুমান্
সাজিয়া সভাই গোষ্ঠে যায়।
গোপালের কথা শুনি সজল নয়নে রাণী
অচেতনে ধরণী লোটায় ॥
চঞ্চল বাছুরি সনে কেমনে ধাইবা বনে
কোমল দুখানি রাঙ্গা পায়।
বিপ্রদাস ঘোষে বলে এ বয়সে গোঠে গেলে
প্রাণ কি ধরিতে পারে মায় ॥

৫

কি করিব ওরে শ্রীদাম করিব আমি কি।
চূড়া বান্ধি ধড়া পরি বসি রয়্যাছি ॥
মায়ে না বলিয়া আমি যদি যাই গোঠে।
মরিবে আমার মা পড়িবে সঙ্কটে ॥
একদিন ননী খাইয়া ছিলাম লুকায়্যা।
মরিতেছিলেন মা আমায় না দেখিয়া ॥

জানিরে তোর মায়ের প্রেম যত ভালবাসে।
সামান্য ননীর তরে বান্ধ্যাছিল গাছে ॥
যমল অর্জুন যখন চাপ্যাছিল গায়।
তখন তোর মা নন্দরাণী আছিল কোথায় ॥

৬

গোঠে আমি যাব মা গো, গোঠে আমি যাব।
শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে বাছুরি চরাব ॥
চূড়া বান্ধি দে গো মা, মুরলী দে মোর হাতে।
আমার লাগিয়া শ্রীদাম দাড়াঞা রাজপথে ॥
পীত ধড়া দে গো মা, গলায় দেহ মালা।
মনে পড়ি গেল মোর কদম্বের তলা ॥
শুনিয়া গোপালের কথা মাতা যশোমতী।
সাজায় বিবিধ বেশে মনের আরতি ॥

বিশাল..অংশুমান্—সখাদের নাম।

৫। 'জানিরে তোর' ইত্যাদি—শ্রীদামের উক্তি।

৬। মনে..তলা—যেখানে গোপবালিকারা খেলিতে আসে, তাহার কথা মনে পড়িল।
মনের আরতি—মনের ইচ্ছা ও আগ্রহানুসারে।

অঙ্গে বিভূষিত কৈল রতন-ভূষণ।
কটিতে কিঙ্কিণী ধটি পীত বসন ॥
কিবা সাজাইল রূপ ত্রিভুবন জিনি।
পুষ্পগুঞ্জা শিখিপুচ্ছ চূড়ার টালনি ॥
চরণে নূপুর দিলা তিলক কপালে।
চন্দনে চর্চিত অঙ্গ রত্নহার গলে ॥
বলরাম দাসে কয় সাজাইয়া রাণী।
নেহারে গোপাল-মুখ কাতর পরাণি ॥

৭

গোপালে সাজাইতে নন্দরাণী না পারিল।
যতনে কানাইর চূড়া বলাই বান্ধিল ॥
অঙ্গদ বলয় হার শোভিয়াছে ভাল।
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে গলে গুঞ্জামাল ॥
পীত ধড়া আঁটিয়া পরায় কটিতটে।
বেত্র মুরলী হাতে শিঙ্গা দোলে পিঠে ॥
ললাটে তিলক দিল শ্রীদাম আসিয়া।
নূপুর পরায় রাঙ্গা চরণ হেরিয়া ॥
বলরাম দাসে বোলে কান্দিতে কান্দিতে।
অমনি রহিল রাণী বদন হেরিতে ॥

৮

শ্রীদাম সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম
মিনতি করিয়ে তো সভারে।
বন কত অতিদূর নব তৃণ কুশাঙ্কুর
গোপাল লৈয়া না যাইহ দূরে ॥
সখাগণ আগে পাছে গোপাল করিয়া মাঝে
ধীরে ধীরে করিহ গমন।
নব তৃণাঙ্কুর আগে রাঙ্গা পায় যদি লাগে
প্রবোধ না মানে মায়ের মন ॥

ধটি—ধড়া। টালনি—বঙ্কিম ভঙ্গী। কাতর পরাণি—বিদায়ের সময় উপস্থিত হওয়াতে রাণী কাতর হইলেন।
৭। নন্দরাণী না পারিল—বনে বিদায় দিবার সাজ-সজ্জা পরাইতে মায়ের মনে বিষম কষ্ট হইল, এ জন্য তিনি পারিলেন না।
অমনি..হেরিতে—সাজ-সজ্জা হইয়া গেলে রাণী গোপালের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।
৮। সভারে—সবাকারে, সকলকে। আগে—অগ্রভাগে।

নিকটে গোধন রেখো মা বলে শিঙ্গাতে ডেকো
ঘরে থাকি শুনি যেন রব।
বিহি কৈলা গোপ-জাতি গোধন-পালন-বৃত্তি
তেঞি বনে পাঠাইয়া দিব॥
বলরামদাসের বাণী শুন ওগো নন্দরাণী
মনে কিছু না ভাবিহ ভয়।
চরণের বাধা লৈয়া দিব আমরা যোগাইয়া
তোমার আগে কহিনু নিশ্চয়॥

৯

সকালে আসিহ গোপাল ধেনুগণ লৈঞা।
অভাগিনী রইল তোমার চাঁদমুখ চাঞা॥
থাকিহ শ্রীদামের সঙ্গে চরাইহ বাছুরী।
জোরে শিঙ্গা-রব দিও পরাণে না মরি॥
এ ক্ষীর-নবনী এই খেতে তোরে দিনু।
তুমি যাবে দূর বনে আমি ভাবি মৈনু॥

১০

আমার শপতি লাগে না ধাইও ধেনুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিহ ধেনু পূরিহ মোহন বেণু
ঘরে বসি আমি যেন শুনি॥
বলাই ধাইবে আগে আর শিশু বাম ভাগে
শ্রীদাম সুদাম সব পাছে।
তুমি তার মাঝে ধাইও সঙ্গ-ছাড়া না হইও
মাঠে বড় রিপু-ভয় আছে॥

বিহি—বিধাতা। তেঞি—সেই জন্য।
বাধা—পাদুকা, খড়ম। পদকর্তা রাখালের ভাবে ভাবিত হইয়া বলিতেছেন, আমরা পথে তোমার গোপালের পাদুকা যোগাইয়া দিব; তাহার পায়ে কুশাঙ্কুরটিও বিঁধিবে না।

৯। চাঞা—চাহিয়া, দেখিবার অপেক্ষায়।
জোরে..মরি—উচ্চৈঃস্বরে শিঙ্গা বাজাইও, যেন সেই শব্দ আমি এখান হইতে শুনিতে পাই; সেই শিঙ্গারব শুনিলে আমার প্রাণ থাকিবে, অন্যথা প্রাণ-বিয়োগ হইবে।
মৈনু—মরিলাম।

১০। শপতি—শপথ, দিব্য।
শ্রীদাম..পাছে—'মাঝে তার যাইওরে কানাই'—পাঠান্তর। রিপু-ভয়—শত্রুর ভয়।
তুমি..আছে—'তৃষ্ণা হলে চেয়ো বারি বলাই ধরিবে ঝারি
নামিও না যেন যমনায়।' —পাঠান্তর।

ক্ষুধা পেলে চাঞা খাইও　　পথ-পানে চাহি যাইও
অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে।
কারু বোলে বড় ধেনু　　ফিরাইতে না যাইও কানু
হাত তুলি দেহ মোর মাথে ॥
থাকিহ তরুর ছায়　　মিনতি করিছে মায়
রবি যেন না লাগয়ে গায়।
যাদবেন্দ্রে সঙ্গে লইও　　বাধা পানই হাতে থুইও
বুঝিয়া যোগাবে রাঙ্গা পায় ॥

১১

গোপাল নাকি যাবে দূর বনে।
তবে আমি না জীব পরাণে ॥
দধি-মন্থন-কালে　　সম্মুখে বসিয়া খেলে
আঙ্গিনার বাহির নাহি করি।
আঙ্গিনার বাহির হৈয়া　　যদি গোপাল খেলে যাঞা
তবে প্রাণ ধরিতে না পারি ॥
গোপাল যাবে বাথানে　　কি শুনিলাম শ্রবণে
যাদু মোর নয়নের তারা।
কোরে থাকিতে স্তত　　চমকি চমকি উঠি
নয়ান নিমিখে হই হারা ॥
গোপাল আমার পরাণ-পুতলি।
তোমারে সঁপিয়া রাম　　কিছুই সন্দেহ নাই
তবু প্রাণ করয়ে বিকুলি ॥

১২

নন্দরাণী গো মনে কিছু না ভাবিহ ভয়।
বেলি-অবসান-কালে　　গোপালে আনিয়া দিব
তোর আগে কহিনু নিশ্চয় ॥

চাহি—ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া।
কারু..কানু—কাহারও কথায় বড় গরুগুলি চরাইতে যাইও না।
হাত..মাথে—আমার মাথায় হাত তুলিয়া ঐ সকল কথা দিব্য করিয়া বল।
রবি—রৌদ্র।
বাধা পানই—পাদুকা ; 'পানই' শব্দ 'উপানৎ' হইতে আসিয়াছে ; উপানৎ—জুতা।
১১। না জীব পরাণে—তাহা হইলে আমি প্রাণে বাঁচিব না। বাথানে—গোষ্ঠে, গোচারণের স্থলে।
কোরে—কোলে। নয়ান..হারা—পলকে তাহাকে হারাই।
১২। বেলি—বেলা।

সোঁপি দেহ মোর হাতে   আমি লৈয়া যাব সাথে
যাচিয়া খাওয়াব ক্ষীর-ননী।
আমার জীবন হৈতে   অধিক জানিয়ে গো
জীবনের জীবন নীলমণি॥
সকালে আনিব ধেনু   বাজাইয়া শিঙ্গা-বেণু
গোচারণ শিখাব ভাইয়ারে।
গোপকুলে উতপতি   গোধন-চারণ-বৃত্তি
বসিয়া থাকিতে নাই ঘরে॥
শুনিয়া বলাইয়ের কথা   মরমে পাইয়া ব্যথা
ধারা বহে অরুণ নয়ানে।
এ দাস শিবাই বোলে   রাণী ভাসে প্রেম-জলে
হেরইতে কানাইর বয়ানে॥

১৩

বলরাম তুমি নাকি আমার পরাণ লৈয়া বনে যাইছ।
যারে চিয়াইয়া   দুগ্ধ পিয়াইতে নারি
তারে তুমি গোঠে সাজাইছ॥
বসন ধরিয়া হাতে   ফিরে গোপাল সাথে সাথে
দণ্ডে দণ্ডে দশ বার খায়।
এ হেন দুধের ছাওয়াল   বনে বিদায় দিয়া
দৈবে মরিবে বুঝি মায়॥
জনম ভাগ্য করি   আরাধিয়া হরগৌরী
তাহে পাইলাম এ দুঃখ-পাসরা।
কেমনে ধৈরজ ধরে   মায় কি বলিতে পারে
বনে যাউক এ দুধ-কোঙরা॥

১৪

কোন বনে গিয়াছিলে ওরে রাম কানু।
আজি কেন শুনি নাই চান্দমুখের বেণু॥

সোঁপি—সমর্পণ করিয়া।   যাচিয়া—সাধিয়া।
গোপকুলে. .ঘরে—গোয়ালার ছেলের গরু-চরানই ব্যবসায়, সুতরাং ঘরে বসিয়া থাকিতে নাই।
হেরইতে—দেখিতে।
১৩। যারে. .সাজাইছ—যাকে আমি চেতন করিয়া (চিয়াইয়া) দুধ খাওয়াইতে পারি না, এমন শিশুকে তুমি গোষ্ঠের জন্য সাজাইতেছ।
জনম ভাগ্য করি—জন্মের ভাগ্যবলে।
এ দুঃখ-পাসরা—এই দুঃখহরণ ছেলেকে পাইয়াছি। দুঃখ-পাসরা—যে দুঃখ বিস্মৃতি করাইয়া দেয়।
দুধ-কোঙরা—এই দুধের ছেলে (কুমার) বনে যা'ক—মা কি এই কথা ধৈর্য্য ধরিয়া বলিতে পারে?

ক্ষীর-সর-ননী দিলাম আঁচলে বান্ধিয়া ।
বুঝি কিছু খাও নাই শুকাঞাছে হিয়া ।।
মলিন হইয়াছে মুখ রবির কিরণে ।
না জানি ভ্রমিলা কোন গহন কাননে ।।
নব তৃণাঙ্কুর কত ভুকিল চরণে ।
এক দিঠ হইয়া রাণী চাহে চরণ পানে ।।
না বুঝি ধাইয়াছ কত ধেনুর পাছে পাছে ।
এ দাস বলাই কেনে এ দুখ দেখ্যাছে ।।

১৫

আজু বন বিজই রাম কানু ।
আগে পাছে শিশু ধায় লাখে লাখে ধেনু ।।
সমান বয়েস বেশ সমান রাখাল ।
সমান হৈ হৈ রবে চালাইছে পাল ।।
কারু নীল কারু পীত কারু রাঙ্গা ধড়ি ।
সুরঙ্গ চতুনা মাথে বিনোদ পাগুড়ি ।।
কারু গলে গুঞ্জা-গাভা কারু বনমালা ।
রাখালের মাঝে নাচিছে চিকণ কালা ।।
নূপুরের ধ্বনি শুনি মুনি-মন ভুলে ।
ঝাঁপিল রবির রথ গো-খুরের ধুলে ।।

রাখাল-রাজা

১৬

বিবিধ কুসুম দিয়া সিংহাসন নিরমিয়া
কানাই বসিলা রাজাসনে ।
রচিয়া ফুলের দাম ছত্র ধরে বলরাম
গদ গদ নেহারে বদনে ।।

১৪। ভুকিল—বিন্ধিল। দিঠ—দৃষ্টি।
এ দাস. .দেখ্যাছে—পদকর্তা বলাই বাৎসল্য-রসে নিমগ্ন হইয়া বলিতেছেন—কানুর এই কষ্ট তিনি কেন দেখিলেন।
১৫। বন বিজই—বনে বা গোষ্ঠে যাত্রা করিতেছেন।
ধড়ি—ধটি। চতুনা—মস্তকে বাঁধিবার সূক্ষ্ম বস্ত্র। গাভা—গুচ্ছ। চিকণ—সুন্দর।
ঝাঁপিল—অন্ধকার হইল। গো-খুরের ধুলে—গরুর খুরের ধলিতে।

অশোক-পল্লব-করে সুবল চামর করে
সুদামের করে শিখিপুচ্ছ।
ভদ্রসেন গাঁথি মালে পরায় কানাইয়ের গলে
শিরে দেয় গুঞ্জাফল-গুচ্ছ॥
স্তোক-কৃষ্ণ আনাগোনা ঠাঞি ঠাঞি বানায় থানা
আজ্ঞা বিনে আসিতে না পায়।
শ্রীদামাদি দূত হৈয়া কানাইয়ের দোহাই দিয়া
চারি পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়॥
করযুগ যুড়ি তথি অংশুমান্ করে স্তুতি
রাজ-আজ্ঞা-বচন চালায়।
বটু করে বেদ-ধ্বনি পড়ে আশীর্বাদ-বাণী
দাম সুদাম নাচে গায়॥
অতি মনোহর ঠাট নিরমিয়া রাজপাট
কতেক হইল রস-কেলি।
এ দাস উদ্ধব কয় সখ্য-দাস্য-রসময়
সেবয়ে সকল সখা মেলি॥

কালিয়দমন

১৭

কালিন্দীর এক দহে কালী নাগ তাহাঁ রহে
বিষজল দহন সমান।
তাহার উপরে বায় পাখী যদি উড়ি যায়
পড়ে তাহে তেজিয়া পরাণ॥
বিষ উথলিছে জলে প্রাণী যায় যদি কূলে
জলের বাতাস পাঞা মরে।
স্থাবর জঙ্গম যত কূলে মরি আছে কত
বিষজ্বালা সহিতে না পারে॥

১৬। স্তোক-কৃষ্ণ—কৃষ্ণের জনৈক সখা।
বটু—ব্রাহ্মণ-বালক, এখানে মধুমঙ্গল; কৃষ্ণসখাদের মধ্যে ইনিই ব্রাহ্মণ ছিলেন। কৃষ্ণ রাখাল-রাজা সাজিলে মধুমঙ্গলই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সাজ পরিতেন।
রস-কেলি—আনন্দদায়ক ক্রীড়াকৌতুকাদি।
১৭। দহে—নদীর কোন অংশের চারিদিক্ শুকাইয়া যে একটা জলাশয় থাকিয়া যায়, তাহাকেই 'দহ' বলে। বড় হইলে উহা হ্রদ নামে অভিহিত হয়।
দহন—অগ্নি। পাঞা—পাইয়া।

দেখি যদুনন্দন　　দুষ্ট-দর্প-বিনাশন
উঠিলেক কদম্বের ডালে।
তাহার উপরে চড়ি　　ঘন মালসাট মারি
ঝাঁপ দিলা কালী-দহ-জলে॥
দেখিয়া রাখালগণ　　কান্দিয়া আকুল-মন
পড়ে সভে মুরছিত হৈয়া।
ফুকরি শ্রীদাম কান্দে　　কেহ থির নাহি বান্ধে,
ক্ষণেকে চেতন সভে পাঞা॥
কি বলি যাইব ঘরে　　কি বলিব যশোদারে
ধেনু-বৎস কান্দে উভরায়।
শুনিতে এ সব বাণী　　পাষাণ হইল পানি
মাধব অবনী গড়ি যায়॥

১৮

দিবসে আন্ধার　　গোকুল-নগর
সঘনে কাঁপয়ে মহী।
রুধির বরিখে　　নয়ান-নিমিখে
সভাই হেরয়ে অহি॥
নন্দ যশোমতী　　গোপ গোপী-ততি
বিচার করয়ে মনে।
বলরাম বিনে　　সখাগণ সনে
কানাই গিয়াছে বনে॥
যশোমতী কহে　　দারুণ স্বপন
দেখিনু রজনী-শেষে।
আমার গোপালে　　ভুজঙ্গে বেঢ়ল
জারল বিষম বিষে॥
ব্রজবাসী কিবা　　বাল বৃদ্ধ যুবা
শুনিয়া চলিল ধাই।
যথা শিশুগণ　　করয়ে রোদন
তাঁহাই মিলিল যাই॥

দুষ্ট-দর্প-বিনাশন—দুষ্ট সর্পের দর্প দমন করিবার জন্য। ফুকরি—চীৎকার করিয়া।
থির নাহি বান্ধে—মন স্থির করিতে পারে না। উভরায়—উচ্চৈঃস্বরে।
পাষাণ....পানি—পাষাণ দ্রব হইয়া জলে পরিণত হইল। গড়ি—গড়াগড়ি।

১৮। বরিখে—বর্ষণ করে। নিমিখে—নিমিষে। সভাই—সবাই।
গোপী-ততি—গোপীকুল। বেঢ়ল—ঘিরিয়া ধরিল। জারল—জর জর করিল।

ঝাঁপ দিলা জলে শুনিয়া সকলে
বালকগণের মুখে।
অবনী-মাঝারে মুরছি পড়য়ে
মাধব কান্দয়ে দুখে ॥

১৯

কান্দে ব্রজেশ্বরী উচচস্বর করি
কোথা রে গোকুলচন্দ।
তুলি কার বোলে ঝাঁপ দিলা জলে
ভুজঙ্গে হইলা বন্ধ ॥
অপুত্রক হৈয়া মন্দির লইয়া
আছিনু পরম সুখে।
পুত্র হৈয়া তুমি জঠরে জননি
শেল দিয়া গেলা বুকে ॥
নিদারুণ বিধি যে বাদ সাধিলা
বিচারিলা অদভুত।
কি দোষ পাইয়া লইলা কাড়িয়া
আমার সোনার সুত ॥
শিরে কর হানে বিষ-জল-পানে
সঘনে ধাইয়া যায়।
দুবাহু পসারি বলরাম ধরি
প্রবোধ করয়ে তায় ॥
নন্দঘোষ কান্দে থির নাহি বান্ধে
ভূমে পড়ি মুরছায়।
গোপগণ তাহা হেরিয়া কান্দয়ে
মাধব প্রবোধে তায় ॥

২০

ব্রজবাসিগণ কান্দে ধেনু-বৎস শিশু।
কোকিল ময়ূর কান্দে যত মৃগ পশু ॥
যশোদা রোহিণী দেহ ধরণে না যায়।
সবে মাত্র বলরাম প্রবোধে সভায় ॥

১৯। তুলি....বোলে—কাহার কথায় প্রতারিত হইয়া।
বন্ধ—বন্ধন-যুক্ত, আবদ্ধ।
মন্দির লইয়া—শূন্য গৃহ লইয়া।
বিষ-জল-পানে—কালীদহের বিষপূর্ণ জলের দিকে।
পসারি—প্রসারণ করিয়া।
থির নাহি বান্ধে—ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারে না।

নন্দ উপানন্দ আদি যত গোপগণ।
ধাইয়া চলয়ে বিষ করিতে ভক্ষণ ॥
শ্রীদাম সুদাম আদি যত সখাগণ।
সভে বলে বিষ-জল করিব ভক্ষণ ॥
বলরাম রাখে সভায় প্রবোধ করিয়া।
এখনি উঠিছে কালী-দমন করিয়া ॥

২১

সহচরী সঙ্গে রাই ক্ষিতিতলে লুঠই
ক্ষণহি ক্ষণহি মুরছায়।
কুন্তল তোড়ি সঘনে শির হানই
কো পরবোধব তায় ॥
হরি হরি কি ভেল বজর নিপাত।
কাহে লাগি কালিন্দী- বিষ-জলে পৈঠল
সো মঝু জীবন-নাথ ॥
চৌদিশে সবহুঁ রমণীগণ রোয়ত
লোরহি মহী বহি যায়।
বিগলিত ভরম সরম সব তেজল
ঘন রোয়ত উভরায় ॥
বিষ-জল-পানে লুঠই ছুটই কোই
কোই না বান্ধই কেশ।
মাধবদাস সবহুঁ পরবোধই
গদ-গদ বচনবিশেষ ॥

২০। কালী-দমন—কালিয়নাগকে দমন।

২১। সঙ্গে—সঙ্গে। লুঠই—লুটাইয়া পড়িলেন। ক্ষণহি ক্ষণহি—ক্ষণে ক্ষণে।
মুরছায়—মূর্ছিত হইয়া পড়েন। তোড়ি—খুলিয়া ফেলিয়া, আলুলায়িত করিয়া।
পরবোধব—প্রবোধ দিবে। ভেল—হইল। বজর-নিপাত—বজ্রপাত।
কাহে লাগি—কিসের জন্য। পৈঠল—প্রবেশ করিল।
মঝু—আমার। রোয়ত—রোদন করিতেছে।
লোরহি—চোখের জলে। মহী—পৃথিবী। বহি যায়—ভাসিয়া যায়।
বিগলিত....উভরায়—সকল প্রকার ভব্যতা (ভরম) শিথিল হইল (বিগলিত) এবং সমস্ত লজ্জা ত্যাগ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে (উভরায়) রোদন করিতে লাগিল (রোয়ত)।
বিষ-জল....কেশ—কেহ কেহ বা (কোই) আলুলায়িত কুন্তল না বাঁধিয়াই (বান্ধই) বিষ-জল পান করিবার জন্য ছুটিল (ছুটই), কেহ ভূতলে লুটাইয়া পড়িল।
পরবোধই—প্রবোধ-দান করিলেন। সবহুঁ—সকলকে।

২২

ব্রজবাসিগণ-জীবন শেষ।
দেখিয়া উঠিলা নটন-বেশ॥
কালিয়-ফণায় নটন রঙ্গ।
হেরি জনু তনু জীবন-সঙ্গ॥
মরণ-শরীরে আইল প্রাণ।
হেরিয়া ঐছন সবহুঁ মান॥
ফণায় ফণায় দমন করি।
নটবর-ভঙ্গে নাচয়ে হরি॥
ভাঙ্গিল দরপ ভুজগ-ঈশ।
উগরে অনল-সমান বিষ॥
ফণি-মণিগণ পড়য়ে খসি।
ভুঞ্জয়ে চরণ-নখর-শশী॥
নাগাঙ্গনাগণ করয়ে স্তুতি।
শুনি ব্রজমণি হরিষ-মতি॥
ফণিপতি-মতি হইয়া ভীত।
শরণ লইল চরণ নিত॥
ফণিপতি বরে অভয় করি।
জলঁ সঞে তীরে আইলা হরি॥
মাতা যশোমতী লইল কোরে।
মাধব ভাসয়ে আনন্দ-সাগরে॥

২৩

ব্রজ-নিজ-জন হেরি আনন্দ-চন্দ।
হেরই ভুখল চকোরক-ছন্দ॥

২২। নটন—নৃত্যশীল।
হেরি....সঙ্গ—তাহা দেখিয়া যেন (জনু) দেহ পুনরায় জীবনের সঙ্গে একত্র হইল, অর্থাৎ দেহে প্রাণ আসিল।
মরণ-শরীরে—মৃতদেহে।
হেরিয়া....মান—তাঁহাকে দেখিয়া সকলে (সবহুঁ) এইরূপ মনে করিলেন (মান) যে, তাঁহাদের মৃতদেহে পুনরায় প্রাণ আসিল।
ঐছন—ঐরূপ।
ভুঞ্জয়ে—ভোগ করে। সর্প-রাজের মাথার উজ্জ্বল মণিগণ খসিয়া পড়িল। সর্প-রাজ মণিহারা হইয়াও কৃষ্ণনখ-চন্দ্রের শোভা মস্তকে ধারণ করিয়া সেই সুখই উপভোগ করিতে লাগিল।
বরে—বরদান দ্বারা। সঞে—হইতে। কোরে—ক্রোড়ে, কোলে।
২৩। ব্রজ-নিজ-জন ছন্দ—ব্রজবাসী স্বজনগণ (ব্রজ-নিজ-জন) শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র (আনন-চন্দ) দেখিয়া (হেরি) পিপাসিত (ভুখল) চকোরের মত (ছন্দ) দৃষ্টি করিল (হেরই)।

কাহুক বয়ানে না নিকসয়ে বাত।
কর-সরসীরুহে মাজই গাত॥
বিষ-জলে জনু দাহন ভেল।
বৃজ-প্রেমামৃতে শীতল কৈল॥
যৈছন যাহে করই সম্ভাষ।
সবহুঁ আলিঙ্গয়ে গদ-গদ-ভাষ॥
সহচরীগণ লোচন ভরি দেখ।
ঈষদবলোকনে করু অভিষেক॥
পূরল মনোরথ দরশ-রস-পানে।
আনন্দে সুবদনী আপনা না জানে॥
দ্বিজকুল আকুল আনন্দে ভাস।
নিরখি নিরাপদ মাধবদাস॥

কাহুক—কাহারও। না নিকসয়ে—বাহির হয় না। বাত—কথা।

কর....গাত—পদ্মতুল্য কোমল হস্ত দ্বারা (কর-সরসীরুহে) তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের গায়ে (গাত) হাত বুলাইতে লাগিলেন (মাজই—মার্জন করিতে লাগিলেন)। বৃজবাসীদের মনের অবস্থা তখন এরূপ যে ভাষা তাহা প্রকাশ করিতে পারে না, তাই তাহারা নির্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণের সর্বাঙ্গে নিজেদের কল্যাণ-হস্ত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

বিষ-জলে....কৈল—বিষাক্ত জলে (বিষ-জলে) শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ পুড়িয়া যাইবার মত (জনু) হইতেছিল (দাহন ভেল), বৃজবাসীদের প্রেমামৃত তাহা শীতল করিল (কৈল)।

যৈছন....সম্ভাষ—যে যেরূপ সম্ভাষণের যোগ্য, তাহাকে সেইরূপে সম্ভাষণ করিলেন।

সহচরীগণ....দেখ—সহচরীগণ তাঁহাকে নয়ন ভরিয়া দেখিল।

ঈষৎ....অভিষেক—আবার (প্রেমপূর্ণ) কটাক্ষ (অপাঙ্গ-দৃষ্টি) দ্বারা তাঁহার অভিষেক করিল। (প্রেমজলে তাঁহাকে স্নান করাইয়া দিল।)

সুবদনী—সুমুখী; এখানে শ্রীরাধা। তিনি আনন্দে আত্মহারা হইলেন।

চতুর্থ স্তবক

পূর্বরাগ ও অনুরাগ

শ্রীরাধার পূর্বরাগ

১

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবা'র
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নি:শ্বাস সঘন
কদম্ব-কাননে চায় ॥
রাই এমন কেন বা হৈল।
গুরু দুরজন ভয় নাহি মন
কোথা বা কি দেব পাইল ॥
সদাই চঞ্চল বসন-অঞ্চল
সম্বরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি
ভূষণ খসাঞা পরে ॥
বয়সে কিশোরী রাজার কুমারী
তাহে কুলবধূ বালা।
কিবা অভিলাষে বাঢ়য়ে লালসে
না বুঝি তাহার ছলা ॥
তাহার চরিতে হেন বুঝি চিতে
হাত বাঢ়াইল চাঁদে।
চণ্ডীদাস কয় করি অনুনয়
ঠেকেছে কালিয়া-ফাঁদে ॥

১। তিলে তিলে—মুহূর্তে মুহূর্তে। উচাটন—উদ্বিগ্ন। দুরজন—দুর্জন।
গুরু....পাইল—গুরুজনকে ভয় করে না, দুর্জনের নিন্দাবাদে ভয় নাই, কোন দেবতা বোধ হয় ইহাকে পাইয়া বসিয়াছেন।
তাহার চরিতে....চাঁদে—তাহার চরিত্র দেখিয়া এমন মনে হয় যে সে চাঁদ ধরিবার জন্য হাত বাড়াইতেছে, অর্থাৎ অতি দুর্লভ কোন সামগ্রী পাওয়ার জন্য আশা করিয়াছে।
এই পদটি এবং পরের পদটিতে সখীদিগের মধ্যে কথোপকথন হইতেছে।

২

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা ॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ-পানে
না চলে নয়ান-তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে
যেমত যোগিনী পারা ॥
এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি
দেখয়ে খসায়ে চুলি।
সিত বয়ানে চাহে মেঘ-পানে
কি কহে দুহাত তুলি ॥
একদিঠ করি ময়ূর-ময়ূরী-
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়
কালিয়া-বঁধুর সনে ॥

২। এই পদে চণ্ডীদাস রাধার পূর্বরাগের যে অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন মহাপ্রভুর জীবনে অনেকটা সেইরূপ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। ভগবৎ-প্রেমের উদয় হইতেই মহাপ্রভু একা নির্জনে বসিয়া কাঁদিতেছেন—চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যমঙ্গলে সেই ভাবের বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

ধেয়ানে—ধ্যানে।

না চলে....তারা—মেঘ-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাহাতেই নিশ্চলভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখে। তুলনীয়:

"মাধবেন্দ্র পুরী-কথা অকথ্য কথন।
মেঘ-দরশন মাত্র হয় অচেতন।" চৈতন্যভাগবত।

বিরতি আহারে—যতি-ধর্মের নিয়মানুসারে উপবাস। মহাপ্রভু প্রথম প্রেমাবেশে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছিলেন।

রাঙ্গাবাস পরে—গেরুয়া রঙ্গের কাপড় পরিধান করে—রাধা নীলাম্বরই পরিতেন, কিন্তু যোগিনীর মত এক্ষণে বেশভূষার প্রতি বিরক্ত হইয়াছেন। এখানে সন্ন্যাস-ধর্মের প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত। এই সকল পদে চণ্ডীদাস মহাপ্রভুর "আগমনী" গান করিয়াছেন।

যেমত যোগিনী পারা—এখানে ইঙ্গিত আরও স্পষ্ট।

এলাইয়া....চুলি—ফুলের গাঁথনি খুলিয়া ফেলিয়া চুলের বর্ণ নিবিষ্টভাবে দেখিতে থাকেন; কারণ তাহাতে কৃষ্ণের বর্ণ দেখিতে পান।

চুলি—চুল।

একদিঠ....নিরীক্ষণে—ময়ূর-ময়ূরীর কণ্ঠে কৃষ্ণের নীলাভকৃষ্ণ বর্ণ আছে—এজন্য একদৃষ্টে তাহা দেখিতে থাকেন।

৩

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে ॥
নাম-পরতাপে যার ঐছন করল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার সেখানে থাকিয়া গো
যুবতী-ধরম কৈছে রয় ॥
পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচায় ॥

৩। এই কবিতাটিতে প্রথমতঃ নাম শোনার প্রসঙ্গ। সামান্য নায়ক-নায়িকার নাম শুনিয়া প্রেম উৎপন্ন হয় না। দ্বিতীয়তঃ নামের মাধুর্য্য—ইহাও ভগবৎ-প্রেমের লক্ষণ। তৃতীয়তঃ নাম-জপ (মন্ত্রস্য স্মরণোচ্চারো জপঃ)—ইহাও ভগবৎ-প্রেম ভিন্ন অন্য কিছু বুঝায় না। চতুর্থতঃ "যেখানে বসতি তার"—ইত্যাদি, তিনি সর্ব্বব্যাপী। এখানেও তিনি আছেন এই উপলব্ধি জন্মিলে সে ব্যক্তি মুহূর্ত্তের জন্যও সংসারে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না, তখনই তাহাকে কুলধর্ম্ম ত্যাগ করিতে হয় ("যুবতী-ধরম কৈছে রয়")। স্ত্রীলোকেরা উপযাচিকা হইয়া আত্মসমর্পণ করে না, কিন্তু ভগবানের আকর্ষণ এত বেশী যে, তাহাতে মানুষ নিজের যথাসর্বস্ব তাঁহার পদে সমর্পণ করিতে উদ্যত হয়।

পরতাপে—প্রতাপে।

ঐছন—এইরূপ ('অবশ'); শুধু নামের প্রতাপে অর্থাৎ নাম জপ করিতে করিতে যখন আমার অঙ্গ এইরূপ অবশ হইয়া আসিতেছে, প্রাণ আকুল করিতেছে, তখন তাঁহার অঙ্গের স্পর্শে না জানি কি হয়।

সেখানে থাকিয়া গো—'নয়নে দেখিয়া গো'—পাঠান্তর। তখন অর্থ এইরূপ হইবে—সেই নামের বসতি যেখানে অর্থাৎ যে দেহে, সেই দেহ বা রূপ দেখিয়া যুবতী-ধর্ম্ম (সতীত্ব) কেমন করিয়া থাকে ?

আপনার যৌবন যাচায়—কুলবতী অর্থাৎ সতী-সাধ্বী রমণীগণ সেই নাম শুনিয়া এবং রূপ দেখিয়া আপন আপন রূপ-যৌবন অর্থাৎ (সর্বস্ব) সাধিয়া ডালি দেয়।

সাধারণ নায়ক-নায়িকার প্রেমে যে অপূর্ব আত্মসমর্পণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ভগবৎ-প্রেমের উন্মাদনা ও সর্বপ্রকার আত্মাভিমান-বিলয়ের জাগতিক উদাহরণ। এই ধারণাই 'রাগে'র ও 'অনুরাগে'র কবিতাগুলির মূলে নিহিত রহিয়াছে।

৪

বেলি অবসান-কালে　　　একা গিয়েছিলাম জলে
জলের ভিতরে শ্যাম রায়।
ফুলের চূড়াটি মাথে　　　মোহন মুরলী হাতে
পুন কানু জলেতে লুকায়॥
যমুনাতে ঢেউ দিতে　　　বিম্ব উঠে আচম্বিতে
বিম্বের মাঝারে শ্যাম রায়।
চূড়ার টালনি বামে　　　ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম ঠামে
হেরিয়া সে কুল রাখা দায়॥
পুন জলে দিতে ঢেউ　　　কোথাও না দেখি কেউ
জল স্থির হৈলে দেখি কানু।
ধরি ধরি মনে করি　　　ধরিবারে নাহি পারি
অনুরাগে জলে ডুবেছিনু॥
কর বাড়াইয়া যাই　　　শ্যামের নাগাল নাহি পাই
কান্দিতে কান্দিতে আইলাম ঘরে।
হায় আমি অভাগিনী　　　না পাইলাম শ্যাম গুণমণি
সেই দুখে হৃদয় বিদরে॥
বসু রামানন্দের বাণী　　　শুন শুন বিনোদিনী
অকারণে জলে ডুবেছিলে।
বুঝিতে নারিলে মায়া　　　জলে ছিল অঙ্গ-ছায়া
শ্যাম ছিল কদম্বের মূলে॥

৫

রূপে ভরল দিঠি　　　সোঙরি পরশ মিঠি
পুলক না তেজই অঙ্গ।
মোহন মুরলী-রবে　　　শ্রুতি পরিপূরিত
না শুনে আন পরসঙ্গ॥

৪। জলের....রায়—যমুনার জলে শ্যামের প্রতিবিম্ব দেখিয়া মুগ্ধা শ্রীরাধা ভাবিতেছেন যে, জলের ভিতরেই তিনি লুকাইয়া আছেন।
জল....কানু—তরঙ্গ উঠিলে প্রতিবিম্ব অদৃশ্য হইতেছে; আবার জল স্থির হইলে দেখা যাইতেছে।
বসু....বাণী—'চণ্ডীদাসের বাণী'—পাঠান্তর।
বুঝিতে....মূলে—পশ্চাতে কদম্বে হেলন দিয়া যে কৃষ্ণ দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাহা অনুরাগের আতিশয্যে তুমি বুঝিতে পার নাই।

৫। রূপে....দিঠি—(শ্যাম) রূপে আমার নয়ন (দিঠি=দৃষ্টি) পরিপূর্ণ হইয়া গেল।
সোঙরি....অঙ্গ—সেই মধুর স্পর্শ স্মরণ করিয়া আমার অঙ্গে মুহুর্মুহুঃ রোমাঞ্চ হইতেছে।
না....পরসঙ্গ—আমার কানে সর্বদাই সেই বাঁশী বাজিতেছে; অন্য কথা (প্রসঙ্গ) সেখানে প্রবেশ করিতে পায় না।

সজনী, অব কি করবি উপদেশ।
কানু-অনুরাগে মোর তনু-মন মাতল
না শুনে ধরম-লব-লেশ ॥
নাসিকা হো সে অঙ্গের সৌরভে উনমত
বদনে না লয় আন নাম।
নব নব গুণগণে বান্ধল মঝু মনে
ধরম রহব কোন ঠাম ॥
গৃহপতি-তরজনে গুরুজন-গরজনে
অন্তরে উপজয়ে হাস।
তহিঁ এক মনোরথ যদি হয় অনুরত
পূছত গোবিন্দদাস ॥

৬

মনের মরম-কথা তোমারে কহিয়ে এথা
শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিনুঁ যে শ্যামল বরণ দে
তাহা বিঁনু আর কারো নই ॥
রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া-গরজন
রিমি ঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে ॥
শিখরে শিখণ্ড-রোল মত্ত-দাদুরী বোল
কোকিল কুহরে কুতূহলে।
ঝিঁজা ঝিনিকি বাজে ডাহুকী সে গরজে
স্বপন দেখিনুঁ হেন কালে ॥

লব-লেশ—কণামাত্র। লব=লেশ, কণা।
নাসিকা হো—নাসিকাও।
নব....ঠাম—নূতন নূতন গুণ (রজ্জু) রাশি দ্বারা আমার চিত্তকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। তাহাতে ধর্ম্মের আর স্থান হইবে কোথায়?
অন্তরে....হাস—আত্মীয়-স্বজনের তর্জন-গর্জনে আমার শুধু হাসি পায়; (তাহারা ত জানে না যে আমার চিত্ত আমার বশে নাই)।
তহিঁ....অনুরত—একমাত্র কামনা এই যে তিনি যদি আমার প্রতি অনুকূল হন।
৬। দে—দেহ। শাঙন—শ্রাবণ। দেয়া—মেঘ। চীর—বসন।
শিখণ্ড-রোল—ময়ূরের কেকাধ্বনি। ঝিঁজা—ঝিঁঝি।

মরমে পৈঠল সেহ হৃদয়ে লাগল দেহ
শ্রবণে ভরল সেই বাণী।
দেখিয়া তাহার রীত যে করে দারুণ চিত
ধিক্ রহু কুলের কামিনী ॥
রূপে গুণে রস-সিন্ধু মুখ-ছটা জিনি ইন্দু
মালতীর মালা গলে দোলে।
বসি মোর পদতলে গায়ে হাত দেই ছলে
আমা কিন বিকাইনু বোলে ॥
কিবা সে ভুরুর ভঙ্গ ভূষণ-ভূষিত অঙ্গ
কাম মোহে নয়ানের কোণে।
হাসি হাসি কথা কয় পরাণ কাড়িয়া লয়
ভুলাইতে কত রঙ্গ জানে ॥
রসাবেশে দেই কোল মুখে না নিঃসরে বোল
অধরে অধর পরশিল।
অঙ্গ অবশ ভেল লাজ ভয় মান গেল
জ্ঞানদাস ভাবিতে লাগিল ॥

৭

ধরণী জন্মিল এথা কি পুণ্য করিয়া।
মোর বন্ধু যায় যাতে নাচিয়া নাচিয়া ॥
নূপুর হয়্যাছে সোনা কি পুণ্য করিয়া।
বন্ধুর চরণে যায় বাজিয়া বাজিয়া ॥
বনমালা হল্য পুষ্প কি পুণ্য করিয়া।
বন্ধুর বুকেতে যায় দুলিয়া দুলিয়া ॥
মুরলী হইল বাঁশ কি পুণ্য করিয়া।
বাজে ও অধরামৃত খাইয়া খাইয়া ॥

হৃদয়ে লাগল দেহ....বাণী—আমার বক্ষে তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ হইল এবং তাঁহার মধুর বাণীতে আমার কর্ণ ভরিয়া গেল।

৭। ধরণী....নাচিয়া—এখানকার মৃত্তিকার কি সৌভাগ্য,—আমার বঁধু নাচিয়া নাচিয়া ইহাতে পা ফেলিয়া যান।

নূপুর....সোনা—স্বর্ণ কি পুণ্যবলে তাঁহার নূপুরের রূপ ধারণ করিয়াছে।

পুষ্প....করিয়া—কি পুণ্যবলে এখানকার ফুলগুলি বনমালায় গ্রথিত হইয়া তাঁহার গলে দুলিতেছে। সর্ব্বঋতুতে যে সকল ফুল প্রস্ফুটিত হয় সেই সকল ফুলে গাঁথা আজানুলম্বিনী মালাকে বনমালা বলে। ইহার মধ্যস্থলে কদম্ব ফুল থাকে।

মুরলী....করিয়া—বংশ কি পুণ্যবলে বংশী হইয়াছে।

বাজে....খাইয়া—যে পুণ্যে ইহা কৃষ্ণের অধরামৃত পান করিয়া বাজিতে থাকে।

এ সকল সখা হৈল্য কি পুণ্য করিয়া।
যাইছে বন্ধুর সনে খেলিয়া খেলিয়া ॥
শ্রীরঘুনন্দন রটে দুপাণি জুড়িয়া।
এ সব না জানা যায় ভাবিয়া ভাবিয়া ॥

৮

চল চল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায়।
ঈষত হাসির তরঙ্গ-হিলোলে
মদন মুরুছা পায় ॥
কিবা সে নাগর কি খেণে দেখিনু
ধৈরয রহল দূরে।
নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল
কেন বা সদাই ঝুরে ॥
হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া
নাচিয়া নাচিয়া যায়।
নয়ান-কটাখে বিষম বিশিখে
পরাণ বিন্ধিতে ধায় ॥
মালতী ফুলের মালাটি গলে
হিয়ার মাঝারে দোলে।
উড়িয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমর
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে ॥
কপালে চন্দন ফোঁটার ছটা
লাগিল হিয়ার মাঝে।
না জানি কি ব্যাধি মরমে বাধল
না কহি লোকের লাজে ॥

এ সকল....খেলিয়া—এই রাখাল-বালকদের কত পুণ্য ছিল, তাই তাঁহার সখা হইতে পারিয়াছে এবং তাঁহার সঙ্গে খেলা করিতে করিতে যাইতেছে।

শ্রীরঘুনন্দন....ভাবিয়া—পদকর্তা রঘুনন্দন করযোড়ে নিবেদন করিতেছেন, কোন্ ভাগ্যে বৃন্দাবনের এই গৌরব, সেই গূঢ় তথ্য ভাবিয়া পাওয়া যায় না।

৮। চল চল....অবনী বহিয়া যায়—চল চল কাঁচা (তরল) অঙ্গ-কান্তি যেন ভূতলে বহিয়া চলিয়াছে, অর্থাৎ সে অপরূপ তরলতাপূর্ণ লাবণ্যে যেন পৃথিবী ভাসাইয়া দিল।

হিলোলে—হিল্লোলে। মদন মুরুছা পায়—স্বয়ং মদন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন।

ধৈরয—ধৈর্য্য। বেয়াকুল—ব্যাকুল। ঝুরে—কাঁদে।

বিষম বিশিখে—ক্রূর শরে। মাতল—উন্মত্ত।

বুলে—ভ্রমণ করে। 'বুলাইয়া' (যথা, হাত বুলাইয়া) এই শব্দ হইতে আসিয়াছে।

এমন কঠিন　　নারীর পরাণ
বাহির নাহিক হয়।
না জানি কি জানি　　হয় পরিণামে
দাস গোবিন্দ কয়॥

৯

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥
সই, কি আর বলিব।
যে পণ কর‍্যাছি মনে সেই সে করিব॥
রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে।
বল কি বলিতে পারি যত মনে উঠে॥
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা॥
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু-ধার।
লহু লহু হাসে পহুঁ পিরীতির সার॥
গুরু-গরবিত মাঝে রহি সখী-সঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥
ঘরের যতেক সবে করে কানাকানি।
জ্ঞান কহে লাজ ঘরে ভেজাই আগুনি॥

৯। আঁখি ঝুরে—চোখের জল পড়ে।　　আরতি—ব্যগ্রতা, ঐকান্তিকী ইচ্ছা।
আরতি নাহি টুটে—আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয় না।
দরশ....গা—দর্শন এবং স্পর্শের আশায় শরীর এলাইয়া পড়িতেছে।
পহুঁ—প্রভু।
গুরু-গরবিত মাঝে—গুরু ও পূজনীয়গণের মধ্যে।　　পরসঙ্গে—প্রসঙ্গে।
পুলক ঢাকিতে....পরকার—দেহে যাহাতে রোমাঞ্চ-প্রকাশ না হয়, তজ্জন্য কত চেষ্টা করি।　　পরকার—প্রকার, উপায়।
লাজ ঘরে....আগুনি—লজ্জা ও গৃহের মুখে আগুন (আগুনি) জ্বালাইয়া দিলাম (ভেজাই)।

১০

কি রূপ দেখিলুঁ সই কদম্বের তলে।
লখিতে নারিলুঁ রূপ নয়নের জলে ॥
কি বুদ্ধি করিব সই কি বুদ্ধি করিব।
নিতি নব অনুরাগে পরাণ হারাব ॥
কিবা নিশি কিবা দিশি কালা পড়ে মনে।
দেখিলে এমন হবে জানিব কেমনে ॥
গৃহ-কাজে নাহি মন কর নাহি সরে।
শ্যাম-নাম শুনিতে পুলকে অঙ্গ ভরে ॥
তাহে সে মোহন বাঁশী রাধা রাধা বাজে।
পরাণ কেমন করে মলুঁ লোক-লাজে ॥

১১

যদি কৃষ্ণ অকরুণ হইলা আমারে।
তাহাতে বা কেবা দোষ দিবেক তোমারে ॥
না কান্দিহ আরে সখি কহিএ নিশ্চয়ে।
কৃষ্ণ বিনে প্রাণ মুঞি না রাখিমু দেহে ॥
উত্তর-কালের এক করিহ সহায়।
এই বৃন্দাবনে যেন মোর তনু রয় ॥
তমালের কাঁধে মোর ভুজলতা দিয়া।
নিশ্চল করিয়া তুমি রাখহ বান্ধিয়া ॥
কৃষ্ণ কভু দেখিলেই পূরিবেক আশ।
শুনিয়া কাতর যদুনন্দনদাস ॥

১২

রাইক ঐছে দশা দেখি এক সখী
তুরিত হি করল পয়ান।
নিরজনে নিজগণ- সঙ্গে যাঁহা মাধব
যাই মিলিল সোই ঠান ॥

১০। লখিতে—লক্ষ্য করিতে, ভাল করিয়া দেখিতে। মলুঁ—মরিলাম।

১১। যদি....তোমারে—কৃষ্ণ রাধার দূতীর সঙ্গে আসিলেন না ; তখন রাধা সেই সখীকে বলিতেছেন, "কৃষ্ণ যে আমার প্রতি নিঠুর (অকরুণ) হইয়াছেন সে জন্য তোমাকে কে দোষ দিবে? (সে আমার অদৃষ্ট-দোষে,—তোমার তাহাতে দোষ কি ?)"

উত্তর....সহায়—ভবিষ্যতে (উত্তর-কালে) তোমাকে আমার একটি উপকার (সহায়—সাহায্য) করিতে হইবে।

তমালের....বান্ধিয়া—তমালের শাখায় (কাঁধে) আমাকে তুমি অতি নিশ্চল করিয়া বাঁধিয়া (বান্ধিয়া) রাখিবে।

১২। ঐছে—ঐরূপ। তুরিত হি—শীঘ্র।

করল পয়ান—গমন করিল। নিরজনে—নির্জনে। নিজগণ-সঙ্গে—নর্মসখাদের সহিত।

যাই—যাইয়া। মিলিল—মিলিত হইল। সোই ঠান—সেই স্থানে।

শুন মাধব অব হাম কি বোলব তোয়।
সো বৃষভানু- কুমারী বর সুন্দরী
অহনিশি তুয়া লাগি রোয়॥
তুয়া অনুরূপ এক পটে লিখিয়া
দেয়ল তাকর আগে।
সো রূপ হেরি মুরছি পড়ু ভূতলে
মানয়ে করম অভাগে॥
অম্বর নব জল- ধর হেরি সো ধনী
কাতরে করু পরলাপ।
নীলাম্বর অব সহই না পারই
অরুণাম্বরে তনু ঝাঁপ॥
ঐছে দশা হেরি সকল সখীগণ
রোয়ত যামিনী জাগি।
কহে যদুনন্দন শুন নন্দনন্দন
মীলহ সব জন-ভাগি॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ

১৩

যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু-জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ-চরণ চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থল-কমল-দল খলই॥

অব হাম....তোয়—এখন তোমাকে আর কি বলিব।
সো—সেই। বর সুন্দরী—শ্রেষ্ঠ সুন্দরী। তুয়া লাগি—তোমার লাগিয়া।
রোয়—রোদন করে। তুয়া—তোমার। অনুরূপ—প্রতিকৃতি।
লিখিয়া—আঁকিয়া। দেয়ল—দিল, সখীরা দিল। তাকর—তার।
আগে—সম্মুখে। সো রূপ—সেই রূপ। মুরছি পড়ু—মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে।
মানয়ে করম অভাগে—নিজের কর্ম্মের ও দুর্ভাগ্যের জন্য এরূপ হইয়াছে, ইহাই মনে করে (মানয়ে)।
অম্বর....পরলাপ—আকাশে নূতন মেঘ দেখিয়া সেই রমণী অতি কাতর হইয়া কত প্রলাপ বকিতে থাকে।
করু—করে।
নীলাম্বর....ঝাঁপ—নীল শাড়ীতে কৃষ্ণের বর্ণ-শোভা দেখিয়া তাহা পরিতে পারে না (কৃষ্ণকে মনে হওয়ায়), রক্তবস্ত্র দ্বারা দেহ আবৃত করে (ঝাঁপ)। রোয়ত—রোদন করে।
মীলহ....ভাগি—সকলের পুণ্যফলে (ভাগি—ভাগ্যের ফলে) মিলিত হও অর্থাৎ কুঞ্জে আগমন কর।
১৩। এই পদটি ও ইহার পরের পদ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। যাঁহা যাঁহা—যেখানে যেখানে।
নিকসয়ে—নিঃসৃত হয়। তনু—ক্ষীণ, কৃশ। তনু—দেহ।
তাঁহা তাঁহা—সেখানে সেখানে। বিজুরি—বিদ্যুৎ। চমকময় হোতি—চমকায়।
হোতি—হয়। চল—চঞ্চলভাবে। চলই—চলিয়া যায়।
থল-কমল-দল—স্থলপদ্মের দল। খলই—(যেন) স্খলিত হয়।

দেখ সখি কো ধনী সহচরী মেলি।
আমারি জীবন সঞে করতহি খেলি॥
যাঁহা যাঁহা ভাঙ্গুর ভাঙু বিলোল।
তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দী-হিলোল॥
যাঁহা যাঁহা তরল বিলোকন পড়ই।
তাঁহা তাঁহা নীল উতপল বন ভরই॥
যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস।
তাঁহা তাঁহা কুন্দ-কুমুদ-পরকাশ॥
গোবিন্দদাস কহ মুগধল কান।
চিনলহুঁ রাই চিনই নাহি জান॥

১৪

ধীর বিজুরি বরণ গৌরী
পেখলুঁ ঘাটের কূলে।
কানড় ছান্দে কবরী বান্ধে
নবমল্লিকার মালে॥

সই মরম কহিলুঁ তোরে।
আড় নয়ানে ঈষৎ হাসিয়া
বিকল করিল মোরে॥
ফুলের গেঁড়ুয়া ধরয়ে লুফিয়া
সঘনে দেখায় পাশ।
শ্রীমুখ হইতে বসন ঘুচায়ে
মুচকি মুচকি হাস॥
চরণ-কমলে মল্ল টোড়ল
সুরঙ্গ যাবক-রেখা।
কহে চণ্ডীদাস হৃদয়ে উল্লাস
পুন কি হইবে দেখা॥

দেখ সখি কো ধনী....খেলি—হে সখি দেখত, এ কোন্ রমণী যে সহচরীদের সঙ্গে মিলিত হইয়া আমার জীবন লইয়া খেলা করিতেছে।

ভাঙ্গুর—বঙ্কিম। ভাঙু—ভ্রূ। মুগধল—মুগ্ধ হইল।

চিনলহুঁ....জান—মুগ্ধ হইয়াছ বলিয়া রাধাকে চিনিয়াও চিনিতে পারিতেছ না।

১৪। ধীর—স্থির। গৌরী—গৌরবর্ণা।

কানড় ছান্দে—কানড় ফুলের মত [অথবা দক্ষিণ-দেশীয়া (Canarese) রমণীদের ন্যায় (?); তুলনীয়: কানাড়া রাগিণী]।

গেঁড়ুয়া—'বলে'র মত; ফুলের স্তবক বা গুচ্ছ। ধরয়ে লুফিয়া—উর্দ্ধে নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় তাহা ধরে।

মল্ল টোড়ল—মল ও তোড়া নামক অলঙ্কার। সুরঙ্গ—সুরঞ্জিত। যাবক—আলতা।

পঞ্চম স্তবক

আক্ষেপানুরাগ

১

যত নিবারিয়ে পায় নিবার না যায় রে।
আন পথে যাই সে কানু-পথে ধায় রে ॥
এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম রে।
যার নাম নাহি লই লয় তার নাম রে ॥
এ ছার নাসিকা মুই যত করু বন্ধ।
তবু ত দারুণ নাসা পায় শ্যাম-গন্ধ ॥
সে না কথা না শুনিব করি অনুমান।
পরসঙ্গ শুনিতে আপনি যায় কান ॥
ধিক্ রহু এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব ॥
কহে চণ্ডীদাসে রাই ভাল ভাবে আছ।
মনের মরম কথা কারে নাহি পুছ ॥

২

শুনলো প্রাণের সই মরম কথা তোরে কই
গিয়াছিলাম যমুনারি জলে।
নন্দেরি নন্দন কানু করেতে মোহন-বেণু
ব্যাধ-ছলে কদম্বেরি তলে ॥

১। যত....ধায় রে—আমার ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণ রূপে তাহার বশীভূত। যতই তাহাকে আয়ত্ত করিতে চাই, ততই তাহা বিগড়াইয়া যায়। অন্য পথে যাইতে চাই, কিন্তু কৃষ্ণের পথে অর্থাৎ তিনি যেখানে আছেন সেই দিকে পদ দুইটি আপনা আপনি ধাবিত হয়। আন—অন্য।
যার নাম নাহি লই—যাহার নাম লইব না বলিয়া মনে করি। পরসঙ্গ—(তাহারই) প্রসঙ্গ।
ধিক্....অনুভব—আমার ইন্দ্রিয়গণকে ধিক্, তাহারা আর আমাকে মানে না। সর্বদা সেই কানু আমার অনুভবের বিষয় হইয়া আছে।
ভাল ভাবে....পুছ—(অর্থাৎ গোপনে রাখিও—অনুরাগের কথা, সাধনের কথা কাহাকেও বলিতে নাই)। তুমি সুখেই আছ (অর্থাৎ এরূপ প্রগাঢ় অনুরাগ সর্বথা শুভলক্ষণ)—তোমার মর্ম্মের কথা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিও না।

২। ব্যাধ-ছলে....পড়িল—কৃষ্ণকে ব্যাধের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ব্যাধ যেমন প্রলোভনজনক চার [মৎস্য ও পাখীর খাদ্য] দিয়া ও নলে আঠা মাখাইয়া পাখী ধরে, কৃষ্ণ তেমনই হাস্য-সুধা চার ফেলিয়া ও অঙ্গকান্তির আঠা দিয়া আমার নয়ন-পাখীকে ধরিয়াছেন।

দিয়া হাস্য-সুধা চার অঙ্গছটা আঠা তার
আঁখি-পাখী তাহাতে পড়িল।
মন-মৃগ সেই কালে পড়িল ব্যাধের জালে
বদ্ধ হয়ে সেখানে রহিল ॥
ধৈর্য্যশালা-হেমাগার গুরু-গৌরব-সিংহদ্বার
ধরম-কবাট ছিল তার।
বংশীরব-বজ্রাঘাত পড়ে গেল অকস্মাৎ
সমভূমি করিল আমায় ॥
(আমার) দন্তশালে মত্ত হাতী বাঁধা ছিল দিবা-রাতি
ক্ষিপ্ত কৈল কটাক্ষ-অঙ্কুশে।
দন্তের শিকল কাটি আবেশে পলাল ছুটি
লুকাইয়া রৈল কোন্ দেশে ॥
আছে শুধু প্রাণ বাকি তাও বুঝি যায় সখি
কি করব কহবি উপায়।
শ্যামানন্দদাসে কয় শ্যাম ত ছাড়িবার নয়
পার যদি ধর গিয়া পায় ॥

৩

কানড় কুসুম করে পরশ না করি ডরে
এ বড়ি মরমে মনোব্যথা।
যেখানে সেখানে যাই সকল লোকের ঠাঞি
কানাকানি শুনি এই কথা ॥
সই লোকে বলে কালা পরিবাদ।
কালার ভরমে হাম জলদ না হেরি গো
তেজিয়াছি কাজরের সাধ ॥
যমুনা সিনানে যাই আঁখি মেলি নাহি চাই
তরুয়া কদম্ব-তলা-পানে।
যথা তথা বসি থাকি বাঁশীটি শুনি গো যদি
দুটি হাত থাকি দিয়া কানে ॥

ধৈর্য্যশালা....তার—ধৈর্য্যকে স্বর্ণময় প্রাসাদের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। সেই সুবর্ণ-প্রাসাদের সিংহদ্বার —গুরুজনের গৌরব, এবং বিশাল কবাট—ধর্ম্ম।

দন্তশালে....অঙ্কুশে—অভিমানের সহিত মত্ত হস্তীর ও কটাক্ষের সঙ্গে অঙ্কুশের তুলনা করা হইয়াছে।

৩। কানড়—কৃষ্ণবর্ণ ফুল-বিশেষ।
কানড় কুসুম....ডরে—ভয়ে কানড় ফুল কর দ্বারা স্পর্শ করি না (পাছে কৃষ্ণের কথা মনে হয়)।
ঠাঞি—কাছে। বড়ি—অত্যন্ত। কালা পরিবাদ—কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নিন্দাবাদ।
ভরমে—ভ্রমে। কাজরের—কাজলের। সাধ—ইচ্ছা।
যথা তথা....কানে—বাঁশীর স্বর পাছে শুনি এই ভয়ে করাঙ্গুলী দ্বারা শ্রুতিপথ আবৃত করিয়া রাখি।

চণ্ডীদাস ইথে কহে সদাই অন্তর দহে
পাসরিলে না যায় পাসরা।
দেখিতে দেখিতে হরে তনু-মন চুরি করে
না চিনি যে কালা কিম্বা গোরা।

৪

তোমারে বুঝাই বঁধু তোমারে বুঝাই।
ডাকিয়া সুধায় মোরে হেন জন নাই॥
অনুক্ষণ গৃহে মোরে গঞ্জয়ে সকলে।
নিচয় জানিও মুঞি ভখিমু গরলে॥
এ ছার পরাণে আর কিবা আছে সুখ।
মোর আগে দাঁড়াও তোমার দেখি চাঁদ-মুখ॥
খাইতে সোয়াস্তি নাই নাহি টুটে ভুখ।
কে মোর ব্যথিত আছে কারে কব দুখ॥
চণ্ডীদাস কহে রাই ইহা না যুয়ায়।
পরের বোলে কেবা প্রাণ ছাড়িবারে চায়॥

৫

এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে।
না জানি কানুর প্রেম তিলে জনি টুটে॥
গড়ন ভাঙ্গিতে সই আছে কত খল।
ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল॥

দেখিতে....গোরা—দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইয়া যাই। আমার দেহ ও মন তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকৃত হয়, তিনি কালো কিংবা গৌরবর্ণ—সেই জ্ঞান লুপ্ত হয়, বর্ণাতীত অশরীরী মূর্ত্তি দ্বারা আমি অভিভূত হই। তিনি কৃষ্ণবর্ণ কিংবা গৌরবর্ণ তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না,—এই কথার ভাবে শ্রীচৈতন্যের আভাস আছে বলিয়া কেহ কেহ পরিকল্পনা করেন।

৪। সুধায়—জিজ্ঞাসা করে। ভখিমু—খাইব।

এ ছার....সুখ—এই দুঃখপূর্ণ জীবনে আর কি সুখ আছে? তোমার চাঁদমুখখানি দেখাই জীবনের একমাত্র আনন্দ ও সফলতা। একবার এই দুঃখিনীর সম্মুখে দাঁড়াও, আমি তোমার মুখখানি দেখিয়া মরি।

সোয়াস্তি—আরাম। নাহি টুটে ভুখ—আমার ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না। ব্যথিত—সমদুঃখী।

পরের বোলে....চায়—লোকে নিন্দা ও গঞ্জনা করে বলিয়াই কি তুমি প্রাণ ত্যাগ করিবে? পরের কথায় কে কবে জীবন ত্যাগ করিয়াছে?

ইহা না যুয়ায়—ইহা উচিত (যোগ্য) হয় না।

৫। না জানি....টুটে—কোন্ মুহূর্ত্তে কৃষ্ণ-প্রেমে বঞ্চিত হই, ইহাই সর্বদা আশঙ্কার বিষয়।

গড়ন....বিরল—গড়া জিনিস ভাঙ্গিতে পারে এরূপ দুষ্ট খল ব্যক্তি অনেক আছে, কিন্তু ভাঙ্গিয়া গেলে জোড়া দিতে পারে এরূপ লোক অতি বিরল।

7—1788 B.T.

যথা তথা যাই আমি যত দূর পাই।
চাঁদ-মুখের মধু হাসে তিলেকে জুড়াই ॥
সে হেন বন্ধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায়।
হাম নারী অবলার বধ লাগে তায় ॥
চণ্ডীদাস কহে রাই ভাবিছ অনেক।
তোমার পিরীতি বিনে সে জীয়ে তিলেক ॥

৬

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন ॥
রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পিরীতি ॥
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন; আপন কৈনু পর ॥
কোন্ বিধি সিরজিল সোতের শেঁওলি।
এমন ব্যথিত নাই ডাকি বন্ধু বলি ॥
বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও ॥
বাগুলী-আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়।
পরের লাগিয়ে কি আপন পর হয় ॥

যথা....জুড়াই—আমি যেখানে যাই না কেন—যত দূরেই যাই—সেই মুখখানির মধুমাখা হাসি দেখিলে অমনই আমার প্রাণ জুড়াইয়া যায়। তিলেকে—তন্মুহূর্তে।

সে হেন....তায়—যে ব্যক্তি এই প্রেম ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিবে, সে আমার বধের ভাগী হইবে, আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী হইবে।

চণ্ডীদাস....তিলেক—চণ্ডীদাস বলিতেছেন—রাই, তুমি বৃথা অনেক (দুর্ভাবনা) ভাবিতেছ। (এ কি জান না যে, তাহার ভালবাসা এমন ভঙ্গপ্রবণ নহে যে, কেহ কিছু বলিলেই তাহা ভাঙ্গিয়া যাইবে?) তোমার প্রেম ভিন্ন সে কি এক মুহূর্তও বাঁচিতে পারে?

৬। অবলার....হেন—তোমার ন্যায় রমণীর মন মোহিত করিতে পারে, এরূপ আর কেহ নাই।

রাতি....কৈনু রাতি—সারারাত্রি অভিসার-মিলনাদির জন্য জাগিয়া থাকি, এবং দিনের বেলা রাত্রি মনে হয়, নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকি।

ঘর....কৈনু ঘর—সংসারাতীত সুখের আশায় বাহিরে চলিয়া যাই—সেই মিলন-কুঞ্জই আমার প্রকৃত গৃহ হয়, এবং সংসার আমার কাছে প্রবাসের মত বোধ হয়।

কোন্ বিধি....শেঁওলি—শেওলা যেমন স্রোতে ভাসিয়া যায়, যে দিকে প্রবাহ সেই দিকে তাহার গতি,—অর্থাৎ নিতান্ত অসহায়।

সিরজিল—সৃষ্টি করিল। ব্যথিত—সমবেদনাশীল, সহানুভূতিপরায়ণ।

বঁধু....রও—একমাত্র তোমার মুখের দিকে চাহিয়া সমস্ত দুঃখ অম্লানবদনে সহ্য করিতেছি, তুমি যদি আমার প্রতি নির্দয় হও, তবে দাঁড়াও—তোমার সম্মুখেই এই প্রাণ ত্যাগ করিব।

৭

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
আনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল ॥

সখি কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু
ভানুর কিরণ দেখি ॥
উচল বলিয়া অচলে চড়িতে
পড়িনু অগাধ জলে।
লছিমী চাহিতে দারিদ্র্য বেঢ়ল
মাণিক হারানু হেলে ॥
নগর বসালাম সাগর বাঁধিলাম
মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুকাল মাণিক লুকাল
অভাগীর করম-দোষে ॥
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।
জ্ঞানদাস কহে কানুর পিরীতি
মরণ অধিক শেল ॥

৮

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই-কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে ॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন ॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পায়ে নিছিব আপনা ॥

৭। উচল—উচ্চ। অচল—পর্বত। লছিমী—লক্ষ্মী, শ্রী। বেঢ়ল—বেরিয়া ধরিল।
পিয়াস—তৃষ্ণা। বজর—বজ্র। কহে চণ্ডীদাস—পাঠান্তর।
৮। এই পদটি শ্রীরাধিকার উক্তি; 'কৃষ্ণকীর্তন' হইতে গৃহীত। কালিনী—কালিন্দী, যমুনা।
বড়ায়ি—বৃদ্ধা গোপী, রাধা-কৃষ্ণের মিলনের সহায়। নই—নদী। বেআকুল—ব্যাকুল। শবদেঁ—শব্দে। মো—আমার।
আউলাইলোঁ—এলোমেলো হইয়া গেল, আমার রান্নার কাজে বিঘ্ন ঘটিল। হআঁ—হইয়া
নিছিব—আপনাকে উৎসর্গ করিব।

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পায়ে বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোন দোষে ॥
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পানি।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণি ॥

৯

আইস আইস বন্ধু আইস আধ আঁচরে বৈস
নয়ান ভরিয়া তোমা দেখি।
অনেক দিবসে মনের মানসে
সফল করিয়ে আঁখি ॥
বন্ধু, আর কি ছাড়িয়া দিব।
হিয়ার মাঝারে যেখানে পরাণ
সেইখানে লঞা থোব ॥
কাল কেশের মাঝে তোমা বন্ধু রাখিব
পূরাব মনের সাধ।
যদি গুরুজন জিজ্ঞাসে বলিব
পর্যাছি কালা পাটের জাদ ॥
নহে ত নেহের নিগড় করিয়া
বান্ধিব চরণারবিন্দ।
কেবা নিতে পারে নেউক আসিয়া
পাঁজরে কাটিয়া সিন্ধ ॥

হারায়িলোঁ—হারাইলাম।

কৃষ্ণকীর্তনে এই পদটি সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহার উপর করুণরসসিক্ত কবিত্বের এমন একটা অপূর্ব ছাপ আছে, যাহাতে সমস্ত কৃষ্ণকীর্তন এই পদের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। যমুনার কূলে এ কে বাঁশী বাজাইতেছে। সে অপরিচিত—কিন্তু তাহার বাঁশীর সুর হৃদয়ের নিকট কত চেনা। বাঁশীর সুরে আমার দেহ এলাইয়া পড়িয়াছে, এবং মন এমনই ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে যে আমি কিছুতেই ইহাকে প্রবোধ দিতে পারিতেছি না। তাহার বাঁশীর সুর আমাকে এমনই ভাবে টানিতেছে যে আমার মনে হইতেছে তাহার পায়ে নিজেকে বিলাইয়া দিয়া আমি তাহারই হই।

৯। এই পদটি চণ্ডীদাসের বলিয়া মনে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তরে' এই পদটির সুন্দর আস্বাদন পাওয়া যাইবে। পাঠান্তের লক্ষণীয়। জাদ—বেণীর সঙ্গে স্ত্রীলোকেরা যে খোপা পরেন।
নেহের—নেহের, স্নেহের, প্রেমের। সিন্ধ—সিঁদ।

ষষ্ঠ স্তবক

অভিসার

১

কণ্টক গাড়ি কমল-সম পদতল
মঞ্জির চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করি পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দূতর পন্থ- গমন ধনী সাধয়ে
মন্দিরে যামিনি জাগি॥
কর-যুগে নয়ন মুদি চলু ভামিনী
তিমির পয়ানক আশে।
কর-কঙ্কণ পণ ফণিমুখ-বন্ধন
শিখই ভুজগ-গুরু পাশে॥

১। কণ্টক গাড়ি....ঝাঁপি—কণ্টক পুঁতিয়া (গাড়ি), কমলের ন্যায় কোমল পদের নূপুর বস্ত্র (চীর) দ্বারা আবৃত করিয়া (পাছে নূপুরের শব্দ হয়, এই আশঙ্কায়)। যখন বঁধুর বাঁশী বাজিবে তখন হয়ত কণ্টকময় পথে চলিতে হইবে, এই জন্য আঙ্গিনায় কণ্টক পুঁতিয়া কণ্টকময় পথে চলা অভ্যাস করিতেছেন।

গাগরি....চাপি—কলসীর জল ঢালিয়া আঙ্গিনা পিছল করিয়া মাটিতে পদাঙ্গুলি চাপিয়া চলিতেছেন। পথে পা হড়্‌কাইয়া না যায় এই জন্য অঙ্গুলি চাপিয়া চলিতেছেন। বর্ষাকালে পিছল পথে আঁধার রাতে বঁধুর লাগিয়া অভিসারে যাইতে হইবে, সেই জন্য পিছল পথে চলা অভ্যাস করিতেছেন।

কৃষ্ণকমল গোস্বামী এই পদ ভাঙ্গিয়া লিখিয়াছেন:

"অঙ্গনে ঢালিয়া জল, করিয়া অতি পিছল,
গতাগতি করিয়া শিখিতাম—
আমার চল্‌তে যে হবে গো, বঁধুর লাগি পিছল পথে।"

মাধব....জাগি—হে মাধব, তোমার লাগিয়া অতি দুস্তর (দূতর) পথে কিরূপে অভিসার করিতে হইবে, নিজ গৃহে রাত্রি জাগিয়া রাধা সেই সাধনা করিতেছেন।

কর-যুগে—হস্তদ্বয় দ্বারা। নয়ন মুদি—চক্ষু মুদিত করিয়া। চলু ভামিনী—রমণী (রাধা) চলেন।

তিমির....আশে—অন্ধকারে গমন করা শিখিবার আশায়। আঁধার রাতে বঁধুর নিকটে যাইতে হইবে বলিয়া অভ্যাস করিতেছেন।

কর-কঙ্কণ পণ—হস্তের কঙ্কণ পণ (পুরস্কার দেওয়া স্বীকার) করিয়া।

ফণিমুখ-বন্ধন—সর্পের মুখ কিরূপে বন্ধ করিতে হয় (অর্থাৎ যাহাতে সাপ কামড়াইতে না পারে)।

শিখই....পাশে—ভুজগ-গুরু অর্থাৎ সাপের ওস্তাদ নিকট শিক্ষা করিতেছেন। আঁধার রাতে বঁধুর উদ্দেশে পথ চলিতে সাপ সম্মুখে পড়িলেও ক্ষতি না হয়, এই জন্য।

গুরুজন-বচন বধির সব মানই
আন শুনই কহ আন।
পরিজন বচনে মুগধি সম হাসই
গোবিন্দদাস পরমাণ ॥

২

শ্যাম-অভিসারে চলু বিনোদিনী রাধা।
নীল বসনে মুখ ঝাঁপিয়াছে আধা ॥
সুকুঞ্চিত কেশে রাই বান্ধিয়া কবরী।
কুন্তলে বকুল-মালা গুঞ্জরে ভ্রমরী ॥
নাসায় বেশর দোলে মুকুতা হিলোলে।
নবীন কোকিলা জিনি আধ আধ বোলে ॥
কত কোটি চাঁদ জিনি বদনের শোভা।
প্রেমবিলাসিনী রাই কানু-মনোলোভা ॥
ভালে সে সিন্দুর-বিন্দু চন্দনের রেখা।
জলদে ঝাঁপল চাঁদ আধ দিছে দেখা ॥
আবেশে সখীর অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া।
পদ আধ চলে আর পড়ে মুরছিয়া ॥
রবাব খমক বীণা সুমেলি করিয়া।
বৃন্দাবনে প্রবেশিল জয় জয় দিয়া ॥
নূপুরের রুণু ঝুণু পড়ি গেল সাড়া।
নাগর উঠিয়া বলে রাই আইল পারা ॥
বৃন্দাবনে প্রবেশিয়া চারি দিকে চায়।
মাধবীলতার তলে দেখে শ্যামরায় ॥
শ্যাম বামে বৈঠল রসের মঞ্জরী।
জ্ঞানদাস মাগে দোঁহার চরণ-মাধুরী ॥

গুরুজন....আন—গুরুজনের উক্তি শুনিয়াও শোনে না—বধিরের ন্যায়, এক কথা শোনেন অন্যরূপ উত্তর দেন।
মুগধি—বোকা, নির্বোধ।
পরিজন....পরমাণ—পরিজনের বাক্য শুনিয়া মুগ্ধার (বিহ্বলার, বোকার) মত হাসিতে থাকেন।
পরমাণ—সাক্ষী।
২। ঝাঁপিয়াছে—আবৃত করিয়াছে। আধা—অর্দ্ধেক। বেশর—নাসার অলঙ্কার।
জলদে....দেখা—চন্দনের রেখাপাঁতির মধ্যে সিন্দুরের ফোঁটা, কপালে কৃষ্ণ কেশের (অলকার) গুচ্ছ। তাহাতে মনে হইতেছে যেন চাঁদকে কিয়ৎ পরিমাণে মেঘে ঢাকিয়াছে।
'ভালে মৃগমদবিন্দু' পাঠ হইলে সুসঙ্গত হয়।
মুরছিয়া—মূর্চ্ছিত হইয়া। সাড়া—কলরব। রাই আইল পারা—রাই যেন (কুঞ্জে) প্রবেশ করিল।

৩

হরি অভিসারে চললি বরসুন্দরী
শিতল বৃন্দাবন-মাঝ।
গুরুয়া নিতম্ব-ভরে চলই না পারই
যৈছে চলয়ে হংসরাজ ॥
একে সে তরুণ ইন্দু মলয়জ বিন্দু বিন্দু
কস্তুরি-তিলক তার মাঝে।
পিঠে দোলে হেমঝাঁপা রঙ্গিয়া পাটের থোপা
নাসায় মুকুতা-রাজ সাজে ॥
চৌদিগে রমণী সাজে ডম্ফ রবাব বাজে
সবে চলে মদন-তরঙ্গে।
(ধনী) যে দিগে পয়ান করে মদন পলায় ডরে
সৌরভে ভ্রমর যায় সঙ্গে ॥

৪

ধনি ধনি বনি অভিসারে।
সঙ্গিনী রঙ্গিণী প্রেম-তরঙ্গিণী
সাজলি শ্যাম-বিহারে ॥
চলইতে চরণের সঙ্গে চলু মধুকর
মকরন্দ পানকি লোভে।
সৌরভে উনমত ধরণী চুম্বয়ে কত
যাঁহা যাঁহা পদচিহ্ন শোভে ॥

৩। একে সে তরুণ....মাঝে—সেই মুখখানি তরুণ চন্দ্রের ন্যায়, তাহাতে বিন্দু বিন্দু চন্দন। তাহার মধ্যে আবার মৃগমদের তিলক।
হেমঝাঁপা—বেণীর অগ্রভাগে সংলগ্ন স্বর্ণভূষণবিশেষ, তাহার সঙ্গে রঙ্গিন পট্টবস্ত্রের থোপা।
ডম্ফ রবাব বাজে—এই চিত্র সংকীর্ত্তনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।
মদন-তরঙ্গে—প্রেম-স্রোতে গা ঢালিয়া। মদন—প্রেম ও সৌন্দর্য্যের দেবতা।
মদন পলায়—শ্রীরাধিকার অপূর্ব রূপ দর্শন করিয়া মদনও হার মানে।

৪। ধনি—ধন্যা। শ্রীমতী যে অভিসার করিতেছেন, তাহা ধন্য। ধনি ধনি—ধন্য ধন্য।
ধন্য—চমৎকারিত্ব বিষয়ে। বনি—সুন্দর--ব্রজবুলি।
সাজলি—সজ্জিত হইল। সখীগণের সারিকে প্রেমের নদী বলা হইয়াছে। চলইতে—চলিতে।
চলইতে....পানকি লোভে—রাধিকার চরণকে স্থলপদ্ম মনে করিয়া মধুলোভী ভ্রমরেরা সেই চরণ ঘিরিয়া ঘিরিয়া চলিতেছে,—আলতা-পরা চরণের ছাপগুলি যেখানে যেখানে পড়িয়াছে, সেই স্থানের মৃত্তিকা চুম্বন করিতে করিতে চলিয়াছে। উনমত—উন্মত্ত।

কনকলতা জিনি জিনি সৌদামিনী
বিধির অবধি রূপ সাজে।
কিঙ্কিণী রণরণি বঙ্করাজ-ধ্বনি
চলইতে সুমধুর বাজে ॥
হংসরাজ জিনি গমন সুলাবণি
অবলম্বন সখী-কান্ধে।
অনন্তদাসে ভণে মিললি নিকুঞ্জ-বনে
পুরাইতে শ্যাম-মন-সাধে।

৫

মাথহি তপন তপত পথ-বালুক
আতপ দহন বিথার।
ননিক পুতলি তনু চরণ কমল জনু
দিনহিঁ চললি অভিসার ॥
হরি হরি প্রেমক গতি অনিবার।
কানু-পরশ-রসে অবশ রসবতী
বিছুরল সবহুঁ বিচার ॥
গুরুজন-নয়ন- পাপগণ-বারণ
মারুত-মণ্ডল-ধূলি।
তাহিক মেলি চলল বররঙ্গিণী
পন্থহিঁ গেও সব ভুলি ॥
যত যত বিঘিনি জিতলি অনুরাগিণী
সাধলি মনসিজ-মন্ত্র।
গোবিন্দদাস কহই অব সমুঝউ
হরিসঞে রসময় তন্ত্র ॥

বিধির অবধি—বিধাতার যত দূর শক্তি তাহার প্রয়োগে ঐরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন। বঙ্করাজ—বাঁক্‌মল।
চলইতে—চলিতে। সুলাবণি—গমনভঙ্গী অতি লাবণ্যময়। অবলম্বন—সখীর স্কন্ধ অবলম্বন করিয়া।

৫। মাথহি....বিথার—মাথার উপর উত্তপ্ত তপনদেব, পদতলে তপ্তবালু, সূর্য্যতাপ (আতপ) বিস্তৃত (বিথার) অগ্নির সমান (দহন)।
ননিক....অভিসার—রাধার দেহ ননীর পুতুলের মত (কোমল) এবং তাঁহার চরণযুগল পদ্মের মত (পেলব); রাধা দিবাভাগে অভিসারে চলিলেন। জনু—যেন।
অনিবার—যাহা নিবারণ করা যায় না, অনিবার্য্য। পরশ-রসে—স্পর্শ-সুখে। অবশ—জ্ঞানশূন্য।
বিছুরল—বিস্মৃত হইল। সবহুঁ—সকল। বিচার—যুক্তি।
গুরুজন....ধূলি—প্রবল বায়ু কর্ত্তৃক উত্থিত ধূলিপটল গুরুজনের দৃষ্টিরূপ বাধা-সকলের নিবারক হইয়া যখন আকাশ আচ্ছন্ন করিল, তখন তাহাতে মিশিয়া (তাহিক মেলি) শ্রীরাধা গুরুজনের দৃষ্টি এড়াইয়া অভিসার করিলেন।
পন্থহি....ভুলি—পথে বাহির হইয়া শ্রীরাধা (বিঘ্নের কথা) সমস্ত ভুলিয়া গেলেন।
বিঘিনি—বিঘ্ন। সাধলি—সাধনা করিল, কামদেবের মন্ত্র সাধনা করিল। হরিসঞে—কৃষ্ণের সহিত।

৬

মাধব কি কহব দৈব বিপাক।

পথ-আগমন-কথা কত না কহিব হে

যদি হয় মুখ লাখে লাখ॥

মন্দির তেজি যব পদ চারি আওলুঁ

নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ।

তিমির দুরন্ত পথ হেরই না পারিয়ে

পদযুগে বেড়ল ভুজঙ্গ॥

একে কুলকামিনী তাহে কুহু যামিনী

ঘোর গহন অতি দূর।

আর তাহে জলধর বরিখয়ে ঝর ঝর

হাম যাওব কোন পুর॥

একে পদ-পঙ্কজ পঙ্কে বিভূষিত

কণ্টকে জর জর ভেল।

তুয়া দরশন আশে কছু নাহি জানলুঁ

চিরদুখ অব দূরে গেল॥*

তোহারি মুরলী যব শ্রবণে প্রবেশল

ছোড়লুঁ গৃহ-সুখ-আশ।

পন্থক দুখ তৃণ- হুঁ করি না গণলুঁ

কহতহি গোবিন্দদাস॥

৬। দৈব বিপাক—দৈব দুর্দ্দশা।

পথ....লাখ—যদি লক্ষ মুখ পাই তবুও পথ-ভ্রমণের সমস্ত কথা বলিয়া উঠিতে পারিব না।

মন্দির....আওলুঁ—গৃহত্যাগ করিয়া যখন দুই চারি পদ অগ্রসর হইলাম।

নিশি....অঙ্গ—অন্ধকার রাত্রি দেখিয়া আমার অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল।

পথ....পারিয়ে—পথ দেখিতে পাইলাম না। বেড়ল—বেড়িল।

বরিখয়ে—বর্ষণ করে।

কুহু যামিনী—অমাবস্যা রাত্রি।

হাম....কোন পুর—আমি কোন্ স্থানে যাইব, তাহা ঠিক করিতে পারিলাম না।

একে পদ-পঙ্কজ....জর জর ভেল—একে আমার পদ কর্দ্দমাবৃত, তাহাতে আবার তাহা কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত হইল। "পঙ্কজ" স্থলে "কম্পিত" পাঠ হইলেই অধিক সঙ্গত হয়; নিজের মুখে পদ-পঙ্কজ বলা শোভন হয় না।

কছু নাহি জানলুঁ—কিছুই জানিতে পারিলাম না।

জর জর—জর্জরিত।

ছোড়লুঁ—ছাড়িলাম।

পুবেশল—পুবেশ করিল।

অব—এখন।

কহতহি—কহিতেছেন।

পন্থক....গণলুঁ—পথের কষ্টও তৃণবৎ গণ্য করিলাম না।

৭

মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট ॥
তহিঁ অতি দূরতর বাদর দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল ॥
সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস-সুরধনী-পার ॥
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর-নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে মরম জরি যাত ॥
দশ দিশ দামিনী দহন বিথার।
হেরইতে উচকই লোচন-তার।
ইথে যদি সুন্দরি তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ ॥
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি বিচার।
ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার ॥

৮

কুল মরিযাদ- কপাট উদঘাটলুঁ
তাহে কি কাঠকি বাধা।
নিজ মরিযাদ- সিন্ধু সঞে পঙারলু
তাহে কি তটিনী অগাধা ॥

৭। মন্দির....কপাট—গৃহের বাহিরে কঠিন দরজা—ইহা প্রথম বাধা।
চলইতে....বাট—দ্বিতীয় বাধা—চলিবার সময়ে পথ (বাট) পঙ্কিল বা কর্দ্দমময় এবং শঙ্কাপূর্ণ বা বিপজ্জনক (শঙ্কিল)।
তহিঁ—তাহার উপর। দূরতর—দূরব্যাপী।
বাদর দোল—বর্ষা দোল খাইতেছে, বৃষ্টি ঝাঁপিয়া আসিতেছে।
বারি....নিচোল—বারি কি নীল অঞ্চলে বারণ করিতে পারে—তোমার নীল শাড়ী কি এই বর্ষার জলধারা ঠেকাইয়া রাখিতে পারে? কৈছে—কিরূপে।
হরি....পার—হরি মানসগঙ্গার (বৃন্দাবনে মানসগঙ্গা নামে এক হ্রদ আছে) অপর পারে আছেন।
শুনইতে....যাত—শুনিলে মর্ম্ম জলিয়া যায়। দহন—জ্বালা। বিথার—বিস্তৃত স্থান ব্যাপিয়া।
উচকই—চমকিত হইয়া উঠে। লোচন-তার—চক্ষুর তারা। ইথে—ইহাতে।
উপেখবি—উপেক্ষা করিবি, অর্থাৎ মৃত্যুকে বরণ করিবে।
ইথে....বিচার—এখন আর কি বিচার চলে?
ছুটল বাণ....নিবার—যে বাণ ছুটিয়াছে তাহাকে কি যত্ন করিলে নিবারণ করা যায়?
ছুটল—ছোঁড়া, যাহা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে (বিশেষণ)।
৮। মরিযাদ—মর্য্যাদা; কুলমর্য্যাদা রূপ কঠিন কপাট উদ্‌ঘাটন করিলাম, কাঠের কপাট আমার অভিসারে বাধা দিবে?
নিজ....সিন্ধু—আত্মসম্মানরূপ সমুদ্র। পঙারলু—(গোষ্পদের ন্যায়) পার হইলাম—বৃন্দাবনে প্রচলিত।
তটিনী অগাধা—সখীরা মানসগঙ্গার কথা বলিয়াছেন, শ্রীমতী এখানে তাহার উত্তরে বলিতেছেন।

সজনি মঝু পরিখন কর দূর।
কৈছে হৃদয় করি পন্থ হেরত হরি
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর॥
কোটি কুসুম শর বরিখয়ে যছুপর
তাহে কি জলদজল লাগি।
প্রেম দহন দহ যাক হৃদয় সহ
তাহে কি বজর কি আগি॥
যছু পদতলে নিজ জীবন সোপনুঁ
তাহে তনু অনুরোধ।
গোবিন্দ দাস কহই ধনি অভিসর
সহচরি পাওল বোধ॥

৯

মেঘ-যামিনী অতি ঘন আন্ধিয়ার।
ঐছে সময়ে ধনি করু অভিসার॥
ঝলকত দামিনি দশ দিশ আপি।
নীল বসনে ধনি সব তনু ঝাঁপি॥
দুই চারি সহচরী সঙ্গহি নেল।
নব অনুরাগ-ভরে চলি গেল॥
বরিখত ঝর ঝর থরতরু মেহ।
পাওল সুবদনী সঙ্কেত-গেহ॥
না হেরিয়া নাহ নিকুঞ্জক মাঝ।
জ্ঞানদাস চলু যাঁহা নাগররাজ॥

পরিখন. . দূর—আর আমাকে পরীক্ষা করিও না।
কৈছে. . . . ঝুর—হরি আমার জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে প্রতীক্ষা করিতেছেন, তাহাই স্মরণ করিয়া আমার মন কাঁদিয়া উঠিতেছে।
কোটি. . . . লাগি—মদনের শরে যে অহর্নিশি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে, বাদলধারায় তাহার কি করিবে?
বজর কি আগি—বজ্রের অগ্নি।
যছু. . . . অনুরোধ—আমার জীবনই তাহার পদতলে সমর্পণ করিয়াছি, এখন কি দেহের মায়া করিব? "প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ"—এই কথার উত্তর।

৯। মেঘ-যামিনী—মেঘাবৃত রাত্রি। আন্ধিয়ার—অন্ধকার। ঐছে—এমন। করু—করে।
আপি—ব্যাপিয়া। ঝাঁপি—আবৃত করিয়া।
বরিখত—বর্ষণ করে। মেহ—মেঘ। নাহ—নাথ, কৃষ্ণকে। যাঁহা—যেখানে।

১০

নীলিম মৃগমদে তনু অনুলেপন
নীলিম হার উজোর।
নীল বলয়গণে ভুজযুগ মণ্ডিত
পহিরণ নীল নিচোল ॥

সুন্দরি হরি-অভিসারক লাগি।
নব অনুরাগে গোরি ভেল শ্যামরি
কুহু যামিনি ভয় ভাগি ॥

নীল অলকাকুল অলিকে হিলোলত
নীল তিমিরে চলু গোই।
নীলিম কাসরে নলিনী হিলোলত
লখই না পারই কোই ॥

নীল ভ্রমরগণ পরিমলে ধাবই
চৌদিকে করত ঝঙ্কার।
গোবিন্দ দাস অতয়ে অনুমানল
রাই চললি অভিসার ॥

১০। এই পদটি তিমিরাভিসারের।

শ্রীমতী রাধিকা অন্ধকারের সঙ্গে মিশিয়া অভিসারে চলিয়াছেন। তিনি অঙ্গে কস্তরী মাখিয়াছেন (গৌরবর্ণ লুকাইবার জন্য), নীল হার পরিয়াছেন, নীল বসনে তনু আবৃত করিয়া অভিসারে চলিয়াছেন।

শ্যামরি—কৃষ্ণবর্ণ। কুহু যামিনি—অমাবস্যার রাত্রি।
অলিকে—ললাটে। গোই—গোপন করিয়া।
কাসরে—কাসারে, সরোবরে। কাসারঃ সরসী সরঃ ইত্যমরঃ।
অনুমানল—অন্ধকারে দেখা যায় না, কিন্তু ভ্রমরের ঝঙ্কার শুনিয়া (সখীভাবে) গোবিন্দদাস অনুমান করিলেন।

সপ্তম স্তবক

মিলন, মান ও রসোদ্গার

১

তুঙ্গ মণি-মন্দিরে ঘন বিজুরী সঞ্চরে
মেঘরুচি-বসন-পরিধানা।
যত যুবতী-মণ্ডলী পন্থ ইহ পেখলি
কোই নাহি রাইক সমানা ॥
অতএ বিহি তোহারি সুখ লাগি।
রূপে গুণে সায়রী সৃজিল ইহ নায়রী
ধনি রে ধনি ধন্য তুয়া ভাগি ॥
দিবস অরু যামিনী রাই অনুরাগিণী
তোহারি হৃদি মাঝে রহঁ জাগি।
প্রতি দিবস নৌতুনা রাই মৃগী-লোচনা
অতএ তুহুঁ উহারি অনুরাগী ॥
রতন-অট্টালিকা উপরে বসি রাধিকা
হেরি হরি অচল পদ-পাণি।
রসিক-জন-মানসে হরিগুণ-সুধারসে
জাগি রহু শশিশেখর-বাণী ॥

১। তুঙ্গ....পরিধানা—সুউচ্চ মণিময় অট্টালিকার উপর শ্রীরাধা কৃষ্ণবর্ণের (মেঘরুচি-বসন) শাড়ী পরিয়া গতায়াত করিতেছিলেন; তাহাতে বোধ হইতেছিল যেন মেঘে বিদ্যুৎ-স্ফুরণ হইতেছে (সঞ্চরে)। শ্রীরাধার কৃষ্ণবর্ণ বসন দূর হইতে মেঘ বলিয়া ভ্রম হয়, তাহার আড়াল হইতে রাধার কনকোজ্জ্বল দেহরুচি বিকাশ পাইতেছিল,—মনে হইতেছিল যেন মেঘের কোলে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে।

যত....সমানা—সখী বলিতেছেন, হে কৃষ্ণ, এই পথে (পন্থ ইহ) যত যুবতী দেখিলে (পেখলি), তাহারা কেহই (কোই) রাইয়ের (রাইক) সমান নহে।

অতএ....ভাগি—তাই বলি বিধি (বিহি) তোমার সুখের জন্যই (তোহারি সুখ লাগি) রূপ এবং গুণের সাগর (সায়রী) এই নাগরী (ইহ নায়রী) সৃষ্টি করিল। হে কৃষ্ণ, তোমার ভাগ্যকে (ধন্য তুয়া ভাগি) ধন্য ধন্য করি (ধনি রে ধনি)।

দিবস....জাগি—দিবস ও (অরু) যামিনী রাই তোমারই অনুরাগিণী হইয়া তোমারই (তোহারি) হৃদয়-মাঝে জাগিয়া রহেন (রহ)।

পতি দিবস....অনুরাগী—হে কৃষ্ণ, মৃগনয়না রাধার সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার এতই অফুরন্ত যে নিত্য নূতন নূতন ভাবে তোমাকে মুগ্ধ করিবে—কোন কালেও তাহা বৈচিত্র্যহীন হইয়া পুরাতন হইবে না। সেই জন্যই (অতএ) তুমি (তুহুঁ) উহার অনুরাগী হও।

হেরি হরি....পদ-পাণি—গোষ্ঠে যাইবার কালে অট্টালিকার উপর রাধিকাকে দেখিয়া কৃষ্ণের (হরি) হস্তপদ অচল (অচল) হইল, অর্থাৎ তিনি মুগ্ধ হইয়া সেই স্থানে দাঁড়াইয়া সেই রূপ দেখিতে লাগিলেন।

২

পহিলহি রাগ নয়ন-ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহু মন মনোভব পেশল জনি ॥
এ সখি সো সব প্রেম-কাহিনী।
কানু ঠামে কহবি বিছুরহ জনি ॥
না খোজলুঁ দূতী না খোজলুঁ আন।
দুহুঁক মিলনে মধ্যত পাঁচ-বাণ ॥
অব সো বিরাগে তুহুঁ ভেলি দোতী।
সুপুরুখ-প্রেমক ঐছন রীতি ॥
বর্দ্ধন রুদ্র-নরাধিপ-মান।
রামানন্দ রায় কবি ভাণ ॥

৩

চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি।
নয়ান-নাচনে নাচে হিয়ার পুতলী ॥
পীত পিন্ধন মোর তুয়া অভিলাষে।
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিঃশ্বাসে ॥

২। এই পদটি মানিনী শ্রীরাধিকার উক্তি। পহিলহি—প্রথমতঃ। রাগ—অনুরাগ। নয়ন-ভঙ্গ—চোখের কটাক্ষ। ভেল—হইল। অনুদিন—ক্রমশঃ, দিন দিন। বাঢ়ল—বৃদ্ধি পাইল। অবধি না গেল—শেষ হইল না, সীমা রহিল না; অর্থাৎ অফুরন্ত ভাবে বাড়িয়াই চলিল।
না সো রমণ—সেও পুরুষ নহে। না হাম রমণী—আমিও স্ত্রী নহি।
দুহুঁ....জনি—দুইজনের মন মনোভব (কামদেব) যেন পেষণ করিয়া এক (অভেদ) করিয়া দিল। তুলনীয় : "অভেদ পুরুষ নারী যখন বুঝিবে। তখন প্রেমের তত্ত্ব হৃদয়ে স্ফুরিবে ॥" প্রেমের উচ্চতম স্তরে প্রেমাস্পদ ও প্রেমিকার ভেদজ্ঞান থাকে না।
বিছুরহ জনি—এ সকল কথা বিস্মৃত হইও না, অর্থাৎ তাঁহাকে বলিবে। আমাদের প্রেম কোন দূতী বা অপর ব্যক্তির দ্বারা ঘটে নাই।
দুহুঁক....পাঁচ-বাণ—পরস্পরের প্রতি অনুরাগ হইতেই এই ভাব জন্মিয়াছিল। দুইজনের মধ্যে শুধু পাঁচ-বাণ (কামদেব) মধ্যস্থ ছিলেন। মধ্যত—মধ্যস্থ।
সুপুরুষ....রীতি—সুপুরুষের প্রেমের এইরূপই রীতি বটে। (ব্যঙ্গোক্তি)
বর্দ্ধন....ভাণ—রামানন্দ রায় এই পদটির ভণিতায় তাঁহার রাজার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তখন উড়িষ্যার রাজা ছিলেন প্রতাপরুদ্র। (পদকর্তা) কবি রামানন্দ রায়ের এই উক্তি (ভাণ—ভণিত) প্রতাপরুদ্র-নরপতির মান (সম্মান)-বর্দ্ধন।

৩। রাধিকার মানের পরে কৃষ্ণের অনুনয়।
নয়ান-নাচনে....পুতলী—তোমার চোখের নাচনে আমার হৃদয় নাচিয়া উঠে।
হিয়ার পুতলী—হৃদয়, চিত্ত-পুত্তলিকা। পীত পিন্ধন—পীতবর্ণ বস্ত্র। তুয়া—তোমার।
তুয়া অভিলাষে—তুমি গৌরী, এই জন্য আমি পীতবর্ণের বসন পরিয়া থাকি, তোমার কথা মনে পড়িবে বলিয়া।
পরাণ..নিঃশ্বাসে—তুমি যদি একটি বার নিঃশ্বাস ফেল, তবে আমার প্রাণ কাঁপিয়া উঠে (তোমার কষ্টের আশঙ্কায়)।

রাই কত পরখসি মোরে আর।
তুয়া আরাধন মোর বিদিত সংসার ॥
লেহ লেহ লেহ রাই সাধের মুরলী।
পরশিতে চাহি তোমার চরণের ধূলি ॥
তুয়া মুখ নিরখিতে আঁখি ভেল ভোর।
নয়ন-অঞ্জন তুয়া পর-চিত-চোর ॥
রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে আগুলি।
বিহি নিরমিল তুয়া পিরীতি-পুতলী ॥
এত ধনে ধনী যেই সে কেনে কৃপণ।
জ্ঞানদাস কহে কেবা জানিবে মরম ॥

৪

ছোড়ল আভরণ মুরলী-বিলাস।
পদতলে লুটয়ে সো পীতবাস ॥
যাক দরশ বিনে ঝুরয়ে নয়ান।
অব নাহি হেরসি তাক বয়ান ॥
সুন্দরি তেজহ দারুণ মান।
সাধয়ে চরণে রসিকবর কান ॥
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ শ্যাম রসবন্ত।
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ সময় বসন্ত ॥
ভাগ্যে মিলয়ে হেন প্রেম-সাঙ্গাতি।
ভাগ্যে মিলয়ে এহ সুখময় রাতি ॥
আজু যদি মানিনি তেজবি কান্ত।
জনম গোঙায়বি রোই একান্ত ॥
বিদ্যাপতি কহে প্রেমক রীত।
যাচিত তেজি ন হোয় সমুচিত ॥

পরখসি—কত আর আমাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে?
তুয়া....সংসার—আমি যে তোমাকে আরাধনা করি তাহা সমস্ত সংসারের লোক জানে।
লেহ লেহ....মুরলী—আমার এই হাতের বাঁশীটি একবার ধর, আমি উভয় হস্তে তোমার চরণ ধারণ করিব।
ভোর—বিভোর।
লেহ—লও।
তুয়া....চোর—তোমার চোখের অঞ্জন পরের চিত্ত চুরি করিতে দক্ষ।
বিহি—বিধি।
আগুলি—অগ্রগণ্য, শ্রেষ্ঠ।
এত ধনে....কৃপণ—যে এত ধনী সে কেন আমাকে প্রেম দিতে কার্পণ্য প্রকাশ করে?

৪। এই পদটি মানিনী রাধার প্রতি সখীর উক্তি। ছোড়ল—ত্যাগ করিল। পীতবাস—যাঁহার পীত বসন, কৃষ্ণ। দরশ—দর্শন। ঝুরয়ে—অশ্রু ত্যাগ করে। কান—কানু। শ্যাম রসবন্ত—প্রেমিক কৃষ্ণ। প্রেম-সাঙ্গাতি—প্রেমের সঙ্গী। এহ—এই। আজু—আজ। রোই—রোদন করিয়া। যাচিত....সমুচিত—যাচ্ঞা করিয়া যাহা আসে, তাহাকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত নহে। হোয়—হয়।

৫

সুবাসিত বারি ঝারি ভরি তৈখনে
আনল রসবতী রাই।
দুখানি চরণ পাখালিয়ে সুন্দরী
আপন কেশেতে মোছাই ॥
অঙ্গক ধূলি বসনহি ঝাড়ই
অনিমিখে হেরই বয়ান।
তুহুঁ সনে মান করলুঁ বর মাধব
হাম অতি অলপ পরাণ ॥
রমণীক মাঝে কহই শ্যাম-সোহাগিনী
গরবে ভরল মঝু দেহ।
হামারি গরব তুহুঁ আগে বাঢ়াঅলি
অবহুঁ টুটায়ব কেহ ॥
সব অপরাধ খেমহ বর মাধব
তুআ পাঁয়ে সোপলুঁ পরাণ।
গোবিন্দদাস কহ কানু ভেল গদ্‌গদ
হেরইতে রাই-বয়ান ॥

৬

গোরখ জাগাই শিঙ্গাধ্বনি শুনইতে
জটিলা ভীখ আনি দেল।
মৌনী যোগেশ্বর মাথ হিলায়ত
বুঝল ভীখ নাহি নেল ॥

৫। সুবাসিত....রাই—রাই তখন (তৈখনে) কলসী (ঝারি) ভরিয়া সুবাসিত বারি আনিলেন।
দুখানি....মোছাই—(শ্যামের) দুইখানি চরণ ধৌত করিয়া (পাখালিয়ে) সুন্দরী রাধা আপনার কেশগুচ্ছ দ্বারা (কেশেতে) মুছাইলেন (মোছাই)। অলপ-পরাণ—সঙ্কীর্ণ চিত্ত।
রমণীক....দেহ—সকল রমণীর (রমণীক) মধ্যে (মাঝে) লোকে আমাকে শ্যাম-সোহাগিনী বলে (কহই), তাহাতে গর্বে (গরবে) আমার (মঝু) বুক ভরিয়া উঠে।
হামারি....কেহ—আমার গর্ব (গরব) তুমিই (তুহুঁ) পূর্বে (আগে) বাড়াইয়াছ (বাঢ়াঅলি), এখন (অবহু) কে তাহা ভাঙ্গিতে পারে (টুটায়ব)? অর্থাৎ রাধা বলিতেছেন, হে মাধব, তুমিই আমার গর্ব বাড়াইয়া দিয়াছ এবং সেই অহঙ্কারে মত্ত হইয়াই আমি তোমার উপর অভিমান করিয়াছিলাম।
খেমহ—ক্ষমা কর। তুআ—তোমার। সোপলুঁ—সমর্পণ করিলাম।

৬। এটি মানান্তে মিলনের পদ।
গোরখ জাগাই—গোরক্ষনাথ জাগ্রত হও। এখন যেরূপ বৈষ্ণব ভিখারীরা 'জয় গৌর,' 'জয় নিতাই' উচ্চারণ করিয়া ভিক্ষা করে, পূর্বে এক সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা তদ্রূপ 'গোরখনাথ জাগ' এই কথা উচ্চারণ করিয়া ভিক্ষা করিত। শিঙ্গাধ্বনি শুনইতে—শিঙ্গা দ্বারা 'গোরখনাথ জাগ' এই ঘোষণা শুনিলে।
জটিলা—রাধার শাশুড়ী। ভীখ—ভিক্ষা। দেল—দিল। মৌনী—কথা না কহিয়া।
যোগেশ্বর—যোগিবর। মাথ হিলায়ত—মাথা হেলন করিলেন, দোলাইলেন।
বুঝল....নেল—তদ্দ্বারা বোঝা গেল যে যোগী ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন না।

জটিলা কহত তব　　　কা তুহুঁ মাগত
যোগী কহত বুঝাই।
তেরে বধূ-হাত　　　ভীখ হাম লেয়ব
তুরিতহিঁ দেহ পাঠাই॥
পতিবরতা বিনু　　　ভীখ যব লেয়ব
যোগি-বরত হোয়ে নাশ।
তাকর বচন　　　শুনিতে তনু পুলকিত
ধাই কহল বধূ-পাশ॥
দ্বারে যোগিবর　　　পরম মনোহর
জ্ঞানী বুঝল অনুমানে।
বহুত যতন করি　　　রতন থারি ভরি
ভীখ দেহ তছু ঠামে॥
শুনি ধনী রাই　　　আই করি উঠল
যোগী নিয়ড়ে হাম যাব।
জটিলা কহত　　　যোগী নহ আনমত
দরশনে হোয়ব লাভ॥
গোধুম-চূর্ণ　　　পূর্ণ থারি পর
কনক কটোরী ভরি ঘিউ।
কর যোড়ি রাই　　　লেহ করি ফুকরই
তাঁহে হেরি থরহরি জীউ॥

তেরে—তোমার।
বধূ-হাত ভীখ—বধূর হস্ত হইতে ভিক্ষা। লেয়ব—লইব। তুরিতহিঁ দেহ পাঠাই—শীঘ্র তাহাকে পাঠাইয়া দাও।
পতিবরতা বিনু—পতিব্রতা বিনা।
ভীখ....লেয়ব—সতীসাধ্বী ভিন্ন অপর কোন রমণীর ভিক্ষা আমি গ্রহণ করিব না।
যোগি-বরত হোয়ে নাশ—(তাহা নইলে) আমার যোগীর ব্রত, সন্ন্যাসধর্ম্ম, নষ্ট হইবে।
হোয়ে—হইবে। তাকর—তাহার। শুনিতে—শুনিবা মাত্র।
তনু পুলকিত—এই কথা শুনিয়া (তাহার মুখে বধূর প্রশংসা শুনিয়া), জটিলা যোগীকে খুব বড় সাধু মনে করিল এবং পুত্রবধূর সুখ্যাতিতে আনন্দে তাহার দেহ কণ্টকিত হইল।
ধাই—ধাইয়া গিয়া। জ্ঞানী....অনুমানে—অনুমানে বুঝিলাম ইনি জ্ঞানী।
বহুত....ঠামে—যত্নপূর্বক রত্নথালা পূর্ণ করিয়া তাহার (তছু) কাছে (ঠামে) গিয়া ভিক্ষা দাও।
শুনি....উঠল—রাই এই কথা শুনিয়া ঘৃণাব্যঞ্জক 'আই' শব্দ উচ্চারণ করিয়া উঠিলেন।
আই—অব্যয় শব্দ। নিয়ড়ে—নিকটে।
জটিলা কহত....লাভ—জটিলা বলিলেন, যোগী অন্যরূপ (আনমত) নহেন, অর্থাৎ অসাধু নহেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে লাভ হইবে।
কটোরী—(হিন্দী) ছোট খুরি, বাটি। ঘিউ—ঘৃত।
লেহ করি ফুকরই—উচ্চস্বরে বলিলেন 'ভিক্ষা নও'।
তাহে....জীউ—যোগীকে দেখিয়া তাঁহার জীউ (প্রাণ) থরহরি কাঁপিতে লাগিল—(পরপুরুষ-জ্ঞানে লজ্জাবশতঃ)।

9—1788 B.T.

যোগী কহত হাম ভীখ নাহি লেয়ব
তুয়া মুখ-বচন এক চাই।
নন্দনন্দন পর যো অভিমানল
মাফ করহ ঘর যাই ॥
শুনি ধনী রাই চীরে মুখ ঝাঁপল
ভেখধারী নটরাজ।
গোবিন্দদাস কহ নটবর শেখর
সাধি চলত নিজ কাজ ॥

৭

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে।
আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে ॥
সই, কি আর বলিব তোরে।
কোন পুণ্যফলে সে হেন বঁধুয়া
আসিয়া মিলল মোরে ॥
ঘরে গুরুজন ননদী দারুণ
বিলম্বে বাহির হৈনু।
আহা মরি মরি সঙ্কেত করিয়া
কত না যাতনা দিনু ॥
বঁধুর পিরীতি আরতি দেখিয়া
মোর মনে হেন করে।
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
আনল ভেজাই ঘরে ॥

তুয়া....চাই—তোমার মুখের একটি কথা শুনিতে চাই। পর—উপর।
যো অভিমানল—যে অভিমান করিয়াছ। চীরে—বস্ত্র-দ্বারা। ঝাঁপল—আবৃত করিল।
ভেখধারী নটরাজ—বুঝিলেন যে নটরাজ কৃষ্ণই ছদ্মবেশে আসিয়াছেন।
সাধি....কাজ—গোবিন্দদাস বলিতেছেন, নটরাজ কৃষ্ণ নিজ কাজ সাধিয়া (মানভঞ্জন করিয়া) চলিয়া গেলেন।

৭। এটি এবং পরের দুইটি পদ রসোদ্গারের। রসোদ্গার অর্থে (সখীদের নিকট) স্বীয় অনুভূতি ব্যক্ত করা। বাটে—বর্ত্মে, পথে।

রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রিকায় এই পদটির খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এই পদের ইঙ্গিত এইরূপ—ভগবান্ আমাদিগকে কখনই ছাড়েন না; পাপের ঘোর অন্ধকারে যখন আমরা পড়িয়া থাকি, তখনও সেই পাপীর দুঃখের ভার নিজ মাথায় লইয়া তিনি তাহার জন্য অপেক্ষা করেন। সংসারাসক্তচিত্ত আমরা সংসারের সহস্র ঝঞ্ঝাট ছাড়িয়া তাঁহার কাছে যাইতে পারি না। তিনি দুর্গম পথায় দাঁড়াইয়া আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতে থাকেন—পাপীর কাছে আসিতে কণ্টকাকীর্ণ পথে তাঁহার পদতল ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়, তথাপি তিনি আমাদের ত্যাগ করেন না।

সঙ্কেত করিয়া—একবার তাঁহাকে সঙ্কেত করিয়া ডাকিয়াছিলাম।
আনল—অনল, অগ্নি। ভেজাই—লাগাইয়া দিই।

আপনার দুখ সুখ করি মানে
আমার দুখের দুখী।
চণ্ডীদাস কহে বঁধুর পিরীতি
শুনিতে জগত সুখী॥

৮

সিনান দোপর সময়ে জানি।
তপত পথে পিয়া ঢালয়ে পানি॥
কি কহিব সখি পিয়ার কথা।
কহিতে হৃদয়ে লাগয়ে ব্যথা॥
তাম্বুল ভখিয়া দাঁড়াই পথে।
হেন বেলে পিয়া পাতয়ে হাতে॥
লাজে হাম যদি মন্দিরে যাই।
পদ-চিহ্ন-তলে লুটয়ে তাই॥
প্রতি পদ-চিহ্ন চুম্বয়ে কান।
তা দেখি আকুল ব্যাকুল প্রাণ॥
আমার অঙ্গের সৌরভ পাইলে।
ঘুরি ঘুরি জনু ভ্রমরা বুলে॥
গোবিন্দদাসের জীবন হেন।
পিরীতি বিষম মানহ কেন॥

৯

মো যদি সিনাই আগিলা ঘাটে—পিছিলা ঘাটে সে নায়।
(মোর) অঙ্গের জল-পরশ লাগিয়া বাহু পসারিয়া যায়।

৮। সিনান—স্নান। সিনান....জানি—দ্বিপ্রহর বেলায় স্নান করিতে যাই, ইহা জানিয়া।
তপত—তপ্ত (তপ্ত বালুকার পথে)। ঢালয়ে পানি—জল ঢালিয়া পথ শীতল করে। ভখিয়া—খাইয়া।
হেন....হাতে—এমন সময়ে হঠাৎ আসিয়া হাত পাতিয়া প্রসাদ-প্রার্থী হইয়া দাঁড়ায়।
লাজে....তাই—ইহাতে যদি লজ্জা পাইয়া আমি গৃহে প্রবেশ করি, তবে আমার পদ-চিহ্নের উপর কানু লুটাইয়া পড়ে।
তা দেখি....ব্যাকুল প্রাণ—তাহার এই অনুরাগ দেখিয়া আমার প্রাণ আকুলি-ব্যাকুলি করিতে থাকে।
জনু—যেন।
গোবিন্দ....কেন—গোবিন্দদাস শ্রীরাধাকে বলিতেছেন যে, প্রাণ-সদৃশ প্রেমকে তুমি বিপদ্ (বিষম) বলিয়া মনে করিতেছ কেন?

৯। সিনাই—স্নান করি। আগিলা—সামনের।
পসারিয়া—প্রসারিত করিয়া।

বসনে বসন লাগিবে বলিয়া একই রজকে দেয়।
(মোর) নামের আধ আখর পাইলে হরিষ হইয়া লেয় ॥
ছায়ায় ছায়ায় লাগিবে বলিয়া ফিরয়ে কতেক পাকে।
আমার অঙ্গের বাতাস যে দিগে সে দিন সে মুখে থাকে
মনের আকুতি বেকত করিতে কত না সন্ধান জানে।
পায়ের সেবক রায়শেখর কিছু বুঝে অনুমানে ॥

১০

শুনিয়া দেখিনু দেখিয়া ভুলিনু
ভুলিয়া পিরীতি কৈনু।
পিরীতি-বিচ্ছেদে না রহে পরাণ
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মৈনু ॥
সই পিরীতি দোসর ধাতা।
বিধির বিধান সব করে আন
না শুনে ধরম কথা ॥
পিরীতি মিরিতি তুলে তৌলাইয়া
পিরীতি গুরুয়া ভার।
পিরীতি বেয়াধি যার উপজয়ে
সে বুঝে না বুঝে আর ॥
সভাই কহয়ে পিরীতি-কাহিনী
কে বলে পিরীতি ভাল।
কানুর পিরীতি ভাবিতে ভাবিতে
পাঁজর ধসিয়া গেল ॥
জীবনে মরণে পিরীতি বেয়াধি
হইল যাহার অঙ্গ।
জ্ঞানদাস কহে কানুর পিরীতি
নিতুই নৌতুন রঙ্গ ॥

(মোর)....লেয়—কোনখানে আমার নামের অর্দ্ধেকটি অক্ষর পাইলে (পুরা নামটি না পাইলেও) তাহা আনন্দসহকারে গ্রহণ করে।
ছায়ায়....পাকে—আমার ছায়ার সঙ্গে তাহার ছায়া ঠেকাইবার জন্য কত পাকচক্রে সে ঘুরিয়া ফিরিয়া চলে।
আকুতি—আগ্রহ।
১০। দোসর ধাতা—দ্বিতীয় বিধাতা, কারণ বিধির বিধান অন্যথা করিতে কেবল প্রেমেরই শক্তি আছে।
মিরিতি—মৃতি, মৃত্যু। তুলে—তৌলে। গুরুয়া ভার—অধিক ভারী।
হইল যাহার অঙ্গ—যাহার (অচ্ছেদ্য) সঙ্গী হইল।
নিতুই....রঙ্গ—সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ম্।
রাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে।—উজ্জ্বলনীলমণি।
যে রাগ নূতন নূতন হইয়া প্রিয়জনকে সর্বদা নূতন নূতন বোধ করায়, তাহাকে অনুরাগ বলা হয়।

অষ্টম স্তবক

বসন্ত, বংশীশিক্ষা ও নৃত্য

১

আওল ঋতুপতি রাজ বসন্ত।
ধাওল অলিকুল মাধবী-পন্থ ॥
দিনকর-কিরণ ভেল পয়গণ্ড।
কেশর-কুসুম ধয়ল হেমদণ্ড ॥
নৃপ-আসন নব পীঠল-পাত।
কাঞ্চন-কুসুম ছত্র ধরু মাথ ॥
মৌলি রসাল-মুকুল ভেল তায়।
সমুখহি কোকিল পঞ্চম গায় ॥
শিখিকুল নাচত অলিকুল যন্ত্র।
আন দ্বিজকুল পড়ু আশিস মন্ত্র ॥
চন্দ্রাতপ উড়ে কুসুম-পরাগ।
মলয়-পবন সহ ভেল অনুরাগ ॥
কুন্দ-বল্লী তরু ধরল নিশান।
পাটল তূণ অশোক-দল বাণ ॥
কিংশুক লবঙ্গলতা এক সঙ্গ।
হেরি শিশির-ঋতু আগে দিল ভঙ্গ ॥

১। ঋতুপতি—ঋতুরাজ বসন্ত রাজার উচিত বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া আসিতেছেন।
মাধবী-পন্থ—অলিগণ সেই শুভ সংবাদ ঘোষণা করিবার জন্য মাধবীলতার দিকে ধাবিত হইল।
পয়গণ্ড—পৌগণ্ড; অর্থাৎ সূর্যকিরণ শৈশব উত্তীর্ণ হইয়া কিশোর অবস্থা প্রাপ্ত হইল।
কেশর....হেমদণ্ড—কেশর-পুষ্প হেমদণ্ড ধারণ করিল। ঋতুরাজ বসন্তের দণ্ডধরের কাজ কেশর-কুসুম গ্রহণ করিল।
নৃপ-আসন....পাত—রাজার আসন নূতন পাটলি-পুষ্পের দলে রচিত হইল।
মৌলি....গায়—রসাল তরুর মুকুল মুকুট-স্বরূপ (মৌলি) হইল (ভেল), রাজার সম্মুখে (সমুখহি) কোকিল পঞ্চমস্বরে গান করিতে লাগিল (বন্দীদের মত)।
অলিকুল যন্ত্র—ভ্রমর-গুঞ্জন বাদ্য-যন্ত্রের কাজ করিল।
আন....মন্ত্র—অন্যান্য পক্ষিগণ (দ্বিজকুল) আশীর্বাদ-মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিল (রাজসভার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের মত)।
চন্দ্রাতপ উড়ে কুসুম-পরাগ—প্রচুর পুষ্প-পরাগ আকাশে উড়িয়া চন্দ্রাতপের মত হইল।
মলয়....অনুরাগ—মলয়-পবনের সহিত প্রীতি-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া কুসুম-পরাগ আকাশে উড়িল।
পাটল....বাণ—পাটলি (পলাশ)-পুষ্প তূণ হইল এবং অশোকের দল বাণ-স্বরূপ হইল।
হেরি....ভঙ্গ—ঋতুরাজ বসন্তের এই রণসজ্জা দেখিয়া শীত-ঋতু (শিশির) ভঙ্গ দিল।

সৈন্য সাজল মধুমক্ষিক কুল।
শিশিরক সবহু করল নিরমূল ॥
উধারল সরসিজ পাওল প্রাণ।
নিজ নবদলে করু আসন প্রদান ॥
নব বৃন্দাবন-রাজ্যে বিহার।
বিদ্যাপতি কহ সময়ক সার ॥

(২)

মুরলী করাও উপদেশ।
যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানহ বিশেষ ॥
কোন রন্ধ্রে বাজে বাঁশী অতি অনুপাম।
কোন্ রন্ধ্রে রাধা বলি ডাকে আমার নাম।
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী সুললিত ধ্বনি।
কোন্ রন্ধ্রে কেকা শব্দে নাচে ময়ূরিণী।
কোন্ রন্ধ্রে রসালে ফুটয়ে পারিজাত।
কোন্ রন্ধ্রে কদম্ব ফুটয়ে প্রাণনাথ ॥
কোন্ রন্ধ্রে ষড়্ ঋতু হয় এককালে।
কোন্ রন্ধ্রে নিধুবন হয় ফুলে-ফলে ॥
কোন্ রন্ধ্রে কোকিল পঞ্চম স্বরে গায়।
একে একে শিখাইয়া দেহ শ্যামরায় ॥
জ্ঞানদাস শুনিয়া কহয়ে হাসি হাসি।
শুন রাধে মোর বোল বাজিবেক বাঁশী ॥

উধারল—শীতে পদ্ম ম্রিয়মাণ হইয়া ছিল, তাহাকে উদ্ধার করিল।
নিজ নবদলে....প্রদান—আপনার নবপত্রে আসন প্রদান করিল।
নব-বৃন্দাবন-রাজ্যে—ঋতুরাজের রাজ্য হইল শীতাপগমে নবীভূত বৃন্দাবন।
সময়ক সার—বসন্ত-ঋতু সকল কালের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাল।

২। মুরলী....উপদেশ—রাধা বলিতেছেন, হে কৃষ্ণ, আমাকে মুরলী-শিক্ষা দাও।
যে....বিশেষ—যে যে রন্ধ্রে (বাঁশীর ছিদ্রে) যে যে ধ্বনি উঠে তাহা তুমি বিশেষরূপে জান (সেই জন্য তোমার নিকট বংশী-শিক্ষা করিতে চাই)।

এই পদে কৃষ্ণের বাঁশীর অলৌকিকত্ব বর্ণিত হইয়াছে। ভগবানের বাঁশীর প্রতিরন্ধ্রে নূতন নূতন স্বর বাজে। যে ইঙ্গিতে বিশ্ব ফলে-ফুলে, বর্ণে-গন্ধে, সঙ্গীতে-ছন্দে পূর্ণ হইয়া উঠে, তাহাই কৃষ্ণের মুরলীর ধ্বনি-রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

জ্ঞানদাস....বাঁশী—জ্ঞানদাস পরিহাস করিয়া কৃষ্ণের উত্তর বলিতেছেন, রাধে, তুমি আমার কথা শোনো, তাহা হইলে বাঁশী বাজিবে, অর্থাৎ তোমার নীল শাড়ী ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া আমার ধড়াচূড়া পরিধান কর:

ছাড়হ নারীর বেশ　　উভ করি বান্ধ কেশ
বামে চূড়া করহ টালনি।
. . . .
ঘুচাহ সিন্দুরের ঘটা　　পরহ বিনোদ ফোঁটা
দূরে রাখ নাসার বেশর।—জ্ঞানদাস।

৩

আজু কে গো মুরলী বাজায়।
এ ত কভু নহে শ্যামরায়॥
ইহার গৌর বরণে করে আল।
চূড়াটি বান্ধিয়া কেবা দিল॥
তাহার ইন্দ্রনীল-কান্তি তনু।
এ ত নহে নন্দ-সুত কানু॥
ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি।
নটবর-বেশ পাইল কথি॥
বনমালা গলে দোলে ভাল।
এ না বেশ কোন দেশে ছিল॥
কে বনাইল হেন রূপখানি।
ইহার বামে দেখি চিকণবরণী॥
হবে বুঝি ইহার সুন্দরী।
সখিগণ করে ঠারাঠারি॥
কুঞ্জে ছিল কানু কমলিনী।
কোথায় গেল কিছুই না জানি॥
আজু কেন দেখি বিপরীত।
হবে বুঝি দোঁহার চরিত॥
চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে।
এ রূপ হইবে কোন দেশে॥

৩। শ্রীরাধা বাঁশী শিখিতে চাহিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন, আমার ন্যায় বেশ-ভূষা পর, আমার ন্যায় ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াও, তাহা নহিলে আমার বাঁশী বাজিবে না। শ্রীমতী তখন অগত্যা তাহাই করিলেন, তিনি নিজের শাড়ী শ্রীকৃষ্ণকে দিয়া পীতধড়া ও চূড়া পরিলেন। সখীরা দূর বনে ফুলচয়নে গিয়াছিলেন, তাঁহারা ফিরিয়া আসিতে আসিতে শ্রীমতীর বাঁশী শুনিয়া বলিতেছেন,—আজ কে বাঁশী বাজাইতেছে? ইনি ত কখনও শ্যাম নহেন। ইঁহার গৌরবর্ণে বন আলো করিয়াছে।

নটবর....কথি—নর্ত্তকশ্রেষ্ঠের (অর্থাৎ কৃষ্ণের) বেশ এ কোথায় পাইল?

ইহার....চিকণবরণী—কৃষ্ণবর্ণা এক সুন্দরী ইহার বামে রহিয়াছেন। ইনি কে?

ঠারাঠারি—ইঙ্গিতে কথাবার্ত্তা।

কুঞ্জে....কমলিনী—আমরা দেখিয়া গিয়াছি, কুঞ্জে কৃষ্ণ এবং রাধা ছিলেন। তাঁহারা কোথায় গেলেন? কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

হবে....চরিত—বোধ হয় ইঁহাদের এইরূপ বেশ-বিপর্য্যয় (চরিত) কখনও ঘটিবে; অর্থাৎ ভবিষ্যতে কৃষ্ণ গৌরবর্ণ হইবেন।

এ রূপ....দেশে—অনেকে ইহা গৌরাঙ্গ-অবতারের পূর্ব্বাভাস বলিয়া মনে করেন। নবদ্বীপে গৌরবর্ণ নটবর-বেশ পরে দেখা গিয়াছিল।

৪

চাঁদবদনী নাচত দেখি।
না হবে ভূষণের ধ্বনি না নড়িবে চীর।
দ্রুতগতি চরণে না বাজিবে মঞ্জীর ॥
বিষম সঙ্কট তালে বাজাইব বাঁশী।
ধনু-অঙ্কের মাঝে নাচ বুঝিব প্রেয়সী ॥
হারিলে তোমার লব বেশর কাঁচলি।
জিনিলে তোমারে দিব মোহন মুরলী ॥
যেমন বলেন শ্যাম নাগর তেমনি নাচেন রাই।
মুরলী লুকান শ্যাম চারি দিকে চাই ॥
সবাই বলে রাইয়ের জয় নাগর হারিলে।
দুখিনী কহিছে গোপী-মণ্ডলী হাসালে ॥

৫

শ্যাম তোমাকে নাচিতে হবে।
না নড়িবে গণ্ড মুণ্ড নূপরের কড়াই।
না নড়িবে বনমালা বুঝিব বড়াই ॥
না নড়িবে ক্ষুদ্র ঘন্টি শ্রবণের কুণ্ডল।
না নড়িবে নাসার মোতি নয়নের পল ॥

৪। এটি এবং ইহার পরের কবিতাটি নৃত্যরাসের পদ।

না হবে....মঞ্জীর—দ্রুত নাচিতে হইবে কিন্তু যেন অতিশয় গতি-হেতু ভূষণের ধ্বনি না হয়, অঞ্চল যেন না উড়ে, এবং নূপুরের শব্দ যেন না হয়।

চীর—বস্ত্র। মঞ্জীর—নূপুর।

বিষম সঙ্কট—তালের নাম। গায়কেরা এই গান গাহিবার সময়ে তাহার বোল আবৃত্তি করিয়া থাকেন: তাত্তা থৈয়া থৈয়া তিনি ঘিটি তিনি ঘিটি থ্যাঁ ইত্যাদি।

ধনু-অঙ্কের—ধনুর আকারে (অনেকটা ৪এর মত) অঙ্কপাত (রেখাপাত) করিয়া স্থান নির্দেশ করিয়া দিব, তাহারই মধ্যে নাচিতে হইবে।

এই সকল বর্ণনায় কিছু অতিরঞ্জন থাকিতে পারে, কিন্তু এখনও এ দেশের নর্ত্তক-নর্ত্তকীরা তাঁহাদের প্রাচীন নৃত্য-কলা-কৌশল একেবারে হারান নাই। কয়েক বৎসর হইল লাট সাহেবের অভ্যর্থনা-উপলক্ষ্যে ভারতের একজন মহারাজ তাঁহাকে নর্ত্তকীদের যে অদ্ভুত নর্ত্তন-কৌশল দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে লাট সাহেব এবং তদীয় অনুচর সাহেবেরা চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিলেন। ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের সংবাদদাতা তদুপলক্ষ্যে লিখিয়াছিলেন—নর্ত্তকীরা "danced on sword-edges, on sharp spikes and saws, and finally on frail hollow sugar wafers without breaking them, in order to show their lightness of foot."

মুরলী লুকান শ্যাম....চাই—কৃষ্ণ হারিয়া গিয়াছেন। পাছে তাঁহার সর্ব্বস্ব-ধন বাঁশী হারাইতে হয় এই ভয়ে তিনি চারিদিকে চাহিয়া (কেহ দেখিতে পায় কি না—ভয়ে ভয়ে) বাঁশীটি লুকাইয়া ফেলিলেন।

দুখিনী—পদকর্ত্রীর নাম। কেহ কেহ মনে করেন, সপ্তদশ শতাব্দীর অন্যতম বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ শ্যামানন্দই নিজেকে দুখিনী বলিয়া পরিচয় দিতেন।

ললিতা বাজায় বীণা বিশাখা মৃদঙ্গ।
সুচিত্রা বায় সপ্তস্বরা রাই দেখে রঙ্গ ॥
তুঙ্গবিদ্যা কপিনাস তম্বুরা রঙ্গদেবী।
ইন্দুরেখা পিনাক বায় মন্দিরা সুদেবী ॥
উম্বট্ট-তালেতে যদি হার বনমালী।
চূড়া-বাঁশী কেড়ে লব দিব করতালি ॥
যদি জিন রাইকে দিব আমরা হব দাসী।
নইলে কারাগারে থোব দুখিনী শুনে হাসি ॥

৬

দেখ রি সখি শ্যামচন্দ
ইন্দুবদনী রাধিকা।
বিবিধ যন্ত্র যুবতীবৃন্দ
গাওয়ে রাগ-মালিকা ॥
মন্দ পবন কুঞ্জ ভবন
কুসুমগন্ধ-মাধুরী।
মদন-রাজ নব সমাজ
ভ্রমর-ভ্রমণ চাতুরী ॥
তরল তাল গতি দুলাল
নাচে নটিনী নটনশূর।
প্রাণনাথ করত হাত
রাই তাহে অধিক পুর ॥
অঙ্গে অঙ্গে পরশে ভোর
দোঁহার আনন্দে নাহিক ওর।
জ্ঞানদাস ভণত রাগ
যৈছে জলদে বিজুরি জোর ॥

৫। উম্বট্ট—তালের নাম। গায়কেরা তাহার বোল আবৃত্তি করিয়া থাকেন, যথা—ঝেম্পা ঝেনা ঝেটা খোড় নাগ ঝিনি ঝাঁ। ইত্যাদি। কপিনাস, পিনাক—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। বায়—বাজায়। থোব—রাখিব।

৬। এই পদটি রাসের অন্তর্গত।

মদন....চাতুরী—মদনের যিনি অধীশ্বর অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার এই নূতন সমাজে অর্থাৎ অভিনব রাস-মণ্ডলীতে, ভ্রমর যেরূপ ফুলে ফুলে উড়িয়া বেড়ায় সেইরূপভাবে নৃত্য করিতেছেন। 'ভ্রমরাভ্রমরী চাতুরী'—পাঠান্তর।

নটিনী নটনশূর—নর্ত্তকী ও নর্ত্তকশ্রেষ্ঠ।

রাই....পুর—শ্রীরাধা (সে বিষয়ে) অধিক (শ্রেষ্ঠ স্থান) পূর্ণ করিতেছেন।

যৈছে জলদে....জোর—যেন মেঘ ও বিদ্যুতের মালা ; রাসের নৃত্যে কৃষ্ণ এবং গোপীদের যে মণ্ডলাকার সংস্থান তাহার কথা বলা হইয়াছে। প্রত্যেক গোপীর পার্শ্বেই এক একজন কৃষ্ণ রহিয়াছেন, নৃত্য-কৌশলে এইরূপ প্রতিভাত হইতেছে।

10—1788 B.T.

নবম স্তবক

আত্ম-নিবেদন

১

শ্যাম-বঁধু আমার পরাণ তুমি।
কোন্ শুভদিনে   দেখা তোমা-সনে
পাসরিতে নারি আমি॥

যখন দেখিয়ে   ও চাঁদ-বদনে
ধৈরয ধরিতে নারি।
অভাগীর প্রাণ   করে আনুচান
দণ্ডে দশবার মরি॥

মোরে কর দয়া   দেহ পদ-ছায়া
শুন শুন পরাণ-কানু।
কুল-শীল সব   ভাসাইনু জলে
না জীয়ব তুয়া বিনু॥

সৈয়দ মর্ত্তুজা ভণে   কানুর চরণে
নিবেদন শুন হরি।
সকল ছাড়িয়া   রহিল তুয়া পায়ে
জীবন-মরণ ভরি॥

২

শুন শুন হে রসিক রায়।
তোমারে ছাড়িয়া   যে সুখে আছিনু
নিবেদিয়ে তুয়া পায়॥

১। পাসরিতে—ভুলিতে।   করে আনুচান—ব্যাকুল হয়।
বিনু—বিনা।   রহিল—রহিলাম।   ভরি—ভরিয়া, ব্যাপিয়া।
২। গানের শেষে নিবেদনের পদ।   রায়—মর্য্যাদা-সূচক সম্বোধন।   তুয়া—তোমার।

না জানি কি ক্ষণে কুমতি হইল
গৌরবে ভরিয়া গেনু।
তোমা হেন বঁধু হেলায় হারায়ে
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মৈনু ॥
জনম অবধি মায়ের সোহাগে
সোহাগিনী বড় আমি।
প্রিয় সখিগণ দেখে প্রাণসম
পরাণ-বঁধুয়া তুমি ॥
সখিগণে কহে শ্যাম-সোহাগিনী
গরবে ভরয়ে দে।
হামারি গৌরব তুহুঁ বাঢ়ায়লি
অব টুটায়ব কে ॥
তোহারি গরবে গরবিণী হাম
গরবে ভরল বুক।
চণ্ডীদাস কহে এমতি নহিলে
পিরীতি কিসের সুখ ॥

৩

বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি ॥
তোমার চরণে আমারি পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥
ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে ॥

গৌরবে—অহঙ্কারে। ঝুরিয়া—কাঁদিয়া।
পরাণ-বঁধুয়া তুমি—তাঁহারা ত ভালবাসেনই, সকলের উপরে তুমি আবার আমার প্রাণবঁধু।
দে—দেহ। হামারি—আমার। তুহুঁ—তুমি। বাঢ়ায়লি—বৃদ্ধি করিলে।
অব—এখন। টুটায়ব—ভাঙ্গিবে, নষ্ট করিবে। তোহারি—তোমারই।

৩। মরণে....তুমি—শুধু মৃত্যুকালে নহে, জীবনের প্রতি মুহূর্তে আমি তোমাকেই প্রাণপ্রিয় বলিয়া জানি। শুধু এই জন্মে নহে, যত বার আসিব যাইব—যত জন্ম হইবে—তুমিই আমার একমাত্র প্রিয় থাকিও।
তোমার চরণে....প্রেমের ফাঁসি—তোমার পদযুগল এবং আমার প্রাণের সঙ্গে প্রেমের ফাঁসি লাগিয়াছে, অর্থাৎ তোমার শ্রীচরণের আশ্রয় তিলমাত্র সরাইয়া লইলে আমার প্রাণ যাইবে।

একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটি কমল-পায়॥
না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে
গতি যে নাহিক মোর॥
আঁখির নিমিখে যদি নাহি দেখি
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে পরশরতন
গলায় গাঁথিয়া পরি॥

৪

শুন হে চিকণ কালা।
বলিব কি আর চরণে তোমার
অবলার যত জ্বালা॥
চরণ থাকিতে না পারি চলিতে
সদাই পরের বশ।
যদি কোন ছলে তব কাছে এলে
লোকে করে অপযশ॥
বদন থাকিতে না পারি বলিতে
তেঞি সে অবলা নাম।
নয়ন থাকিতে সদা দরশন
না পেলেম নবীন শ্যাম॥

একুলে....কায়—পিতৃকুল ও স্বামিকুল এই দুই কুলে এবং সমগ্র গোকুলে, অর্থাৎ ত্রিসংসারে আমার আপনার বলিতে কেহ নাই।

অখল—সরল (খলতাশূন্য)।

পরশ....পরি—তুমি আমার স্পর্শমণি (যাহার স্পর্শে সকল ধাতু সোনা অর্থাৎ অমূল্য রত্ন হয়), তোমাকে হার করিয়া গলায় পরিতে ইচ্ছা হয় : যেন এক মুহূর্ত্তের জন্যও তোমাকে হৃদয় হইতে বিযুক্ত করিতে না হয়।

৪। চরণ....অপযশ—আমার পদ পরাধীন, তোমার মন্দিরের পথে তাহা যাইতে পারে না। আমি তোমার কাছে আসিলে লোকে উপহাস করে (সংসারের কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া যে ভগবানকে লইয়া থাকিতে চাহে সংসারে তাহার প্রশংসা নাই, লোকে তাহাকে কটূক্তি করে)। তেঞি—সেই জন্য।

অবলা—বল নাই বলিয়া যে অবলা তাহা নহে, মনের কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারি না বলিয়াই আমাদের নাম অবলা (অবোলা)।

অবলার যত দুখ প্রাণনাথ
সব থাকে মনে মনে।
চণ্ডীদাস কয় রসিক যে হয়
সেই সে বেদনা জানে ॥

৫

বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোহারে সঁপেছি
কুল শীল জাতি মান ॥
অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী হাম অতি হীনা
না জানি ভজন পূজন ॥
পিরীতি রসেতে ঢালি তনু-মন
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি
মনে নাহি আন ভায় ॥
কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ ॥
সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত
ভাল-মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস পাপ পুণ্য সম
তোহারি চরণখানি ॥

৬

তোমার প্রেমে বন্দী হৈলাম শুন বিনোদ রায়।
তোমা বিনে মোর চিতে কিছুই না ভায় ॥
শয়নে-স্বপনে আমি তোমার রূপ দেখি।
ভরমে তোমার রূপ ধরণীতে লেখি ॥

রসিক—এই ভাবের ভাবুক, কৃষ্ণানুরাগী।

৫। তোহারে—তোমাকে। আন—অন্য। ভায়—প্রতিভাত বা প্রকাশিত হয়।
পাপ পুণ্য. . . . চরণখানি—পাপই হউক, আর পুণ্যই হউক, তোমার পদযুগলই আমার সর্বস্ব।

৬। ভায়—প্রতিভাত হয়, ভাল লাগে। ভরমে—ভ্রমবশতঃ, আনমনে।

গুরুজন মাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়া।
পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া॥
পুলকে পূরয়ে অঙ্গ আঁখে ঝরে জল।
তাহা নিবারিতে আমি হইয়ে বিকল॥
নিশি-দিশি বন্ধু তোমায় পাসরিতে নারি।
চণ্ডীদাস কহে হিয়ায় রাখ স্থির করি॥

৭

নবরে নবরে নব নবঘনশ্যাম।
তোমার পিরীতিখানি অতি অনুপাম॥
তোমার পিরীতি-সুখ-সায়রের মাঝ।
তাহাতে ডুবিল মোর কুলশীল লাজ॥
কি দিব কি দিব বন্ধু মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সে ধন আমার তুমি॥
তুমি যে আমার বন্ধু আমি যে তোমার।
তোমার ধন তোমারে দিব কি যাবে আমার॥
বাঁচি কি না বাঁচি বন্ধু থাকি কি না থাকি।
অমূল্য ও রাঙ্গাচরণ জীয়ন্তে যেন দেখি॥
যদুনাথ দাসে কহে করুণার সিন্ধু।
কিসের অভাব তার তুমি যার বন্ধু॥

গুরুজন....বিকল—যখন গুরুজনের মধ্যে বসিয়া থাকি, তখন তোমার কথা হইলে আমার দেহ আনন্দে কণ্টকিত হয় ও চোখ দিয়া জল পড়িতে থাকে। রোমাঞ্চ ও অশ্রু সংবরণ করিতে গিয়া বিচলিত হইয়া পড়ি,—আশঙ্কা হয় যে গুরুজনেরা বুঝি সমস্ত দেখিতে পাইলেন। তুলনীয়—জ্ঞানদাস: (৪৩ পৃঃ) গুরু-গরবিত মাঝে....বহে অনিবার।

থাকিয়ে—থাকি। পরসঙ্গে—প্রসঙ্গে। দরবয়ে—দ্রব হয়। হইয়ে—আমি হই।
বিকল—বিচলিত। নিশি-দিশি—দিবানিশি। পাসরিতে—ভুলিতে।

৭। নবঘনশ্যাম—নব জলধর তুল্য বর্ণ যাহার, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ।
তুমি যে....তোমার—এখানে স্বীয়তাময় ও মদীয়তাময় প্রেমের কথা বলা হইয়াছে: 'তুমি আমার'—ইহা মদীয়তাময় প্রেমের স্বরূপ। 'আমি তোমার'—ইহা স্বীয়তাময় বুদ্ধি-প্রসূত। উভয়ই প্রেমের উৎকর্ষ সূচনা করে।

দশম স্তবক

মাথুর

১

অব মথুরাপুর মাধব গেল ।
গোকুল-মাণিক কো হরি নেল ॥
গোকুলে উছলল করুণাক রোল ।
নয়ন-জলে দেখ বহয়ে হিলোল ॥
শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরি ।
শূন ভেল দশ দিশ শূন ভেল সগরি ॥
কৈছনে যায়ব যমুনা-তীর ।
কৈছে নেহারব কুঞ্জ-কুটীর ॥
সহচরি সঞে যাঁহা কয়ল ফুল-খেরি ।
কৈছনে জীয়ব তাহি নেহারি ॥
বিদ্যাপতি কহে কর অবধান ।
কৌতুকে ছাপি তঁহি রহু কান ॥

২

হরি কি মথুরাপুর গেল ।
আজু গোকুল শূন ভেল ॥
রোদতি পিঞ্জর শুকে ।
ধেনু ধাবই মাথুর মুখে ॥
অব সোই যমুনা-কূলে ।
গোপ-গোপী নাহি বুলে ॥

১। অব—এখন। কো—কে। শূন—শূনা। নগরি—দেশ।
সগরি—সকলি। কৈছনে—কেমন করিয়া। নেহারব—দেখিব।
সঞে—সহিত। যাঁহা—যেখানে। কয়ল—করিল।
ফুল-খেরি—ফুল-খেলা। 'ফুলবারি' পাঠান্তর; অর্থ ফুলবাগান।
জীয়ব—জীবন ধারণ করিব। তাহি—তাহা।
বিদ্যাপতি....কান—বিদ্যাপতি সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিতেছেন, তুমি দুঃখ করিও না, তিনি চিরতরে চলিয়া যান নাই, কৌতুক দেখিবার জন্য তিনি তথায় লুকাইয়া রহিয়াছেন।
ছাপি—লুকাইয়া। তঁহি—সেখানে। রহু—রহিয়াছেন।
২। রোদতি—রোদন করে। ধাবই—ধাবিত হয়। বুলে—বেড়ায়।

হাম সায়রে তেজব পরাণ।
আন জনমে হোয়ব কান ॥
কানু হোয়ব যব রাধা ॥
তব জানব বিরহক বাধা ॥
বিদ্যাপতি কহে নীত।
অব রোদন নহ সমুচিত ॥

৩

হরি গেও মধুপুর হাম কুলবালা।
বিপথে পড়ল যৈছে মালতী-মালা ॥
কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় সজনী।
কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন-রজনী ॥
নয়নক নিন্দ গেও বয়নক হাস।
সুখ গেও পিয়া-সঙ্গ দুখ হাম পাশ ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
সুজনক কু-দিন দিবস দুই-চারি ॥

৪

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর ॥
ঝম্পি ঘন গর- জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া ॥

তেজব—ত্যাগ করিব। আন—অন্য। হোয়ব—হইবে। যব—যখন। তব—তখন। জানব—জানিবে। বাধা—ব্যথা, কষ্ট। নীত—নীতি, সার। নহ—নহে।

৩। গেও—গিয়াছে। বিপথে....মালতী-মালা—যেন মালতী ফুলের মালা কেহ বিপথে ফেলিয়া দিয়াছে। পড়ল—পড়িল। পুছসি—জিজ্ঞাসা করিতেছ। কৈছনে—কেমন করিয়া। নয়নক—নয়নের। নিন্দ—নিদ্রা। বয়নক—বয়ানের, মুখের। সুখ....পিয়া-সঙ্গ—প্রিয়ের সঙ্গে সুখ গিয়াছে। বরনারি—সুন্দরী রমণী। সুজনক—সুজনের। সুজনক....চারি—সজ্জন ব্যক্তির অশুভ সময় (কু-দিন) মাত্র দুই-চার দিনের জন্য।

৪। ওর—সীমা। ভরা—পূর্ণ। বাদর—বাদল, বর্ষা। মাহ—মাস। ভাদর—ভাদ্র। এই ভাদ্রমাসে ভরা বাদল, কিন্তু আমার গৃহ শূন্য। ঝম্পি—ঝাঁপিয়া, দশ দিক্ ব্যাপিয়া। ঘন—মেঘ। গরজন্তি—গর্জন করিতেছে। সন্ততি—সতত। বরিখন্তিয়া—বর্ষণ করিতেছে। পাহুন—প্রবাসী। কাম....হন্তিয়া—নিষ্ঠুর (দারুণ) কামদেব সঘনে তীক্ষ্ণ শর হানিতেছে।

কুলিশ শত শত　　　　পাত মোদিত
　　ময়ুর নাচত মাতিয়া ।
মত্ত দাদুরী　　　　ডাকে ডাহুকী
　　ফাটি যাওত ছাতিয়া ॥
তিমির দিগ ভরি　　　　ঘোর যামিনি
　　অথির বিজুরিক পাঁতিয়া ।
বিদ্যাপতি কহ　　　　কৈছে গোঙায়বি
　　হরি বিনে দিন রাতিয়া ॥

৫

অঙ্কুর তপন-　　　　তাপে যদি জারব
　　কি করব বারিদ মেহে ।
এ নব যৌবন　　　　বিরহে গোঙায়ব
　　কি করব সো পিয়া-লেহে ॥
　　হরি হরি কো ইহ দৈব-দুরাশা ।
সিন্ধু নিকটে যদি　　　　কণ্ঠ শুকায়ব
　　কো দূর করব পিয়াসা ॥
চন্দন-তরু যব　　　　সৌরভ ছোড়ব
　　শশধর বরিখব আগি ।
চিন্তামণি যব　　　　নিজগুণ ছোড়ব
　　কি মোর করম অভাগি ॥

কুলিশ....মাতিয়া—শত শত কুলিশপাত (বজ্রপাত) দ্বারা আনন্দিত (মোদিত) ময়ুর মত্ত হইয়া নাচিতেছে।
দাদুরী—ভেক।
ফাটি....ছাতিয়া—আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে, কারণ আমার প্রিয় নিকটে নাই।
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া—বিদ্যুতের সমূহ (পঙ্‌ক্তি) অস্থির (অথির) হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে।
গোঙায়বি—যাপন করিবি।　　　　রাতিয়া—রাত্রি।

৫। জারব—পুড়িবে।
বারিদ মেহে—জলবাহী মেঘে। অঙ্কুর হইতেই যদি রবি-তাপে পুড়িয়া গেল, তাহা হইলে (পরে) জলপূর্ণ মেঘে আর কি করিবে?　　　　মেহে—মেঘে।
পিয়া-লেহে—বন্ধুর স্নেহে; তাঁহার ভালবাসায় তখন আর কি লাভ হইবে?
ইহ—এখানে।
দৈব-দুরাশা—কোন্ দুর্দৈব এই ক্ষেত্রে (এমন) দুঃখ ঘটাইল। দুরাশা—নৈরাশ্য।
পিয়াসা—পিপাসা।　　ছোড়ব—ছাড়িবে।　　বরিখব—বর্ষণ করিবে।　　আগি—অগ্নি।
চিন্তামণি—একপ্রকার মণি যাহার গুণে যাহা চিন্তা করা যায়, তাহাই সুলভ হয়। আবার ভাগ্য-দোষে চিন্তামণিও নিজ গুণ ত্যাগ করিল, ইহা অপেক্ষা কর্মফলজনিত অভাগ্য আর কি আছে?

শ্রাবণ মাহ ঘন বিন্দু না বরিখব
সুরতরু বাঁঝকি ছন্দে।
গিরিধর সেবি ঠাম নাহি পাওব
বিদ্যাপতি রহ ধন্ধে॥

৬

চির চন্দন উরে হার না দেলা।
সো অব নদী গিরি আঁতর ভেলা॥
পিয়াক গরবে হাম কাহুক না গণলা।
সো পিয়া বিনা মোহে কে কি না কহলা॥
বড় দুখ রহিল মরমে।
পিয়া বিছুরল যদি কি আর জীবনে॥
পূরব জনমে বিহি লিখিল ভরমে।
পিয়াক দোখ নাহি যে ছিল করমে॥
আন অনুরাগে পিয়া আন দেশে গেলা।
পিয়া বিনে পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
ধৈরজ ধরহ চিতে মিলব মুরারি॥

মাহ—মাস। ঘন—মেঘ। সুরতরু—কল্পতরু। বাঁঝকি ছন্দে—বন্ধ্যার মত (ছন্দে)।
বাঁঝকি—বাঁঝার, বন্ধ্যার। ঠাম—ঠাঁই, স্থান। পাওব—পাইব। ধন্ধে—ধাঁধায়।
বিদ্যাপতি....ধন্ধে—বিদ্যাপতি ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন না, তাঁহার নিকট এটি একটি ধাঁধা (রহস্য)।

সমুদ্রের নিকটে যাইয়া শুষ্ককণ্ঠ হইয়া ফিরিয়া আসা (জলনিধির নিকট জল না পাওয়া), চন্দনবৃক্ষের নিকটে যাইয়া সুগন্ধ না পাওয়া, চন্দ্রকিরণে অগ্নির উত্তাপ লাভ করা, শ্রাবণ মাসে মেঘের নিকট এক বিন্দু জল না পাওয়া, চিন্তামণির গুণ ব্যর্থ হওয়া এবং কল্পতরুর বন্ধ্যাত্ব,—কৃষ্ণকে সেবা করিয়া ফল না পাওয়ার মতই। বিদ্যাপতি এই রহস্য ভেদ না করিতে পারিয়া গোলে পড়িয়াছেন।

৬। চির চন্দন....ভেলা—যাঁহার সঙ্গে মিলনে পাছে এতটুকুও বাধা হয় এই আশঙ্কায় আমি বক্ষে বস্ত্র, চন্দন বা হার পরিতাম না, সেই প্রিয় এখন নদী ও পর্বতের ব্যবধানে গিয়াছেন।

হারো নারোপিতঃ কণ্ঠে ময়া বিশ্লেষ-ভীরুণা।
ইদানীমাবয়োর্মধ্যে সরিৎ-সাগরভূধরাঃ॥

মহানাটকের এই শ্লোকটির ভাব এই পদে সুস্পষ্ট।

চির—চীর, বসন। উরে—বক্ষে। ন দেলা—দিই নাই। আঁতর—অন্তর, ব্যবধান।
কাহুক—কাহাকেও। না গণলা—গণনা করি নাই। মোহে—আমাকে।
কে কি না কহলা—কেই বা কি না বলিয়াছে! বিছুরল—বিস্মৃত হইল, যদি আমায় ভুলিয়া গেল।
পূরব জনমে....ভরমে—পূর্ব্বজন্মে ভুলক্রমে (ভরমে) বিধাতা আমার ভাগ্যে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাই হইল।
পিয়াক দোখ....করমে—আমার প্রিয়ের কোনও দোষ নাই; যাহা আমার কর্ম্মে ছিল, তাহাই ফলিতেছে।
আন—অন্য। পাঁজর—বক্ষঃপঞ্জর। ঝাঁঝর—ছিদ্রময়।

৭

সখি কহবি কানুর পায়।
যে সুখ-সায়র দৈবে শুকায়ল
তিয়াসে পরাণ যায় ॥

সখি ধরবি কানুর কর।
আপনা বলিয়া বোল না তেজবি
মাগিয়া লইবি বর ॥

সখি যতেক মনের সাধ।
শয়নে স্বপনে করিনু ভাবনে
বিহি সে করল বাদ ॥

সখি হাম সে অবলা তায়।
বিরহে আগুন দহয়ে দ্বিগুণ
সহনে নাহিক যায় ॥

সখি বুঝিয়া কানুর মন।
যেমন করিলে আইসে সে জন
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণ ॥

৮

তোমা না দেখিয়া শ্যাম মনে বড় তাপ।
অনলে পশিব কি যমুনায় দিব ঝাঁপ ॥
এইবার পাইলে রাঙ্গা চরণ দুখানি।
হিয়ার মাঝারে থুইয়া জুড়াব পরাণী ॥
মুখের মুছাব ঘাম খাওয়াব পান গুয়া।
শ্রমেত বাতাস দিব চন্দন আর চুয়া ॥
মালতি ফুলেরে গাঁথিয়া দিব হার।
বনাইয়া বান্ধব চূড়া কুন্তলভার ॥
কপালে তিলক দিব চন্দনের চান্দ।
নরোত্তমদাস কহে পিরীতির ফান্দ ॥

৭। কহবি—কহিবে। সুখ-সায়র—সুখের সাগর।
দৈবে শুকায়ল—দৈবদোষে শুকাইয়া গেল। তিয়াসে—তৃষ্ণায়।
আপনা বলিয়া....বর—নিজ জন মনে করিয়া কথা বলিতে ছাড়িবি না, তাহার নিকট হইতে অভীষ্ট আদায় করিয়া লইবি।
শয়নে....বাদ—যে সকল ইচ্ছা শয়নে স্বপ্নে পোষণ (ভাবনে) করিয়াছিলাম, বিধাতা তাহাতে বাদ সাধিলেন।
৮। থুইয়া—রাখিয়া। ফুলেরে—ফুলে।
বনাইয়া....কুন্তলভার—তোমার কেশ-কলাপে (কুন্তলভার) মোহন চূড়া সুন্দর করিয়া বাঁধিয়া (বনাইয়া) দিব।

৯

কহিও কানুরে সই কহিও কানুরে।
এক বার পিয়া যেন আইসে ব্রজপুরে ॥
রোপিনু মল্লিকা নিজ করে।
গাঁথিয়া ফুলের মালা পরাইও তারে ॥
নিকুঞ্জে রাখিনু এই মোর হিয়ার হার।
পিয়া যেন গলায় পরয়ে এক বার ॥
এই তরুশাখায় রহিল শারিশুকে।
এই দশা পিয়া যেন শুনে ইহার মুখে ॥
এই বনে রহিল মোর রঙ্গিণী হরিণী।
পিয়া যেন ইহারে পুছয়ে সব বাণী ॥
শ্রীদাম সুবল আদি যত তার সখা।
ইহা সবার সনে তার পুন হবে দেখা ॥
দুখিনী আছয়ে তার মাতা যশোমতী।
আসিতে যাইতে তার নাহিক শকতি ॥
তারে আসি যেন পিয়া দেয় দরশন।
কহিও বন্ধুরে এই সব নিবেদন ॥
শুনিয়া আকুল দুতী চলু মধুপুর।
কি কহব শেখর বচন নাহি স্ফুর ॥

১০

অতি শীতল মলয়ানিল,
মন্দ মন্দ বহনা।
হরি-বৈমুখী হামারি অঙ্গ
মদনানলে দহনা ॥

৯। এই পদটি রাধার দশমী দশার অর্থাৎ মৃত্যু-অবস্থার ; কৃষ্ণের জন্য তিনি প্রাণত্যাগ করিতে বসিয়াছেন। মুমূর্ষু রাধা বলিতেছেন, আমার মৃত্যুর পরে কৃষ্ণ যেন এই বৃন্দাবনে এক বার আইসেন, এই অনুরোধ তাঁহাকে জানাইও। মল্লিকা ফুলের চারা পুঁতিয়াছিলাম, তাঁহাকে সেই ফুলের মালা পরাইব বলিয়া। আমার ভাগ্যে তাহা হইল না, যখন এই গাছে ফুল ধরিবে তখন আমি আর এ জগতে থাকিব না—তোমরা ফুলের মালা গাঁথিয়া তাঁহাকে পরাইও।

এই....ইহার মুখে—ইহাদের মুখে যেন তিনি আমার এই দশার কথা শুনেন।

কি কহব....স্ফুর—পদকর্তা শেখর বলিতেছেন, তিনি আর কি কহিবেন, তাঁহার বাক্যস্ফুরণ হইতেছে না।

১০। অতি....দহনা—রাধা বলিতেছেন, অত্যন্ত শীতল মলয়ানিল মন্দ মন্দ বহিতেছে, এ অবস্থায় প্রাণিমাত্রেরই অঙ্গ জুড়াইয়া যায়, কিন্তু আমার তাহা হইতেছে না,—এত ঠাণ্ডা বাতাসেও কৃষ্ণবিরহবিধুর আমার অঙ্গ বিরহানলে দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। বহনা—বহিতেছে।

হরি-বৈমুখী....দহনা—হরি আমার প্রতি বিমুখ হইয়াছেন বলিয়া আমার অঙ্গ বিরহের অনলে (মদনানলে) দগ্ধ হইতেছে।

কোকিলাগণ কুহু কুহু স্বরে
ঝঙ্কারে অলি কুসুমে।
হরি-লালসে তনু তেজব
পাওব আন জনমে॥

(তখন) সব সঙ্গিনী ঘেরি বৈঠত
গাওত হরিলীলা।
ঐছন বাণী শুনি তৈখনে
রাগিণী মোহ গেলা॥

ললিতা কোরে করি বৈঠল
বিশাখা ধরু আসিয়া।
শশিশেখর কহত ধনি
যাওত জীউ ফাটিয়া॥

১১

যাঁহা পহুঁ অরুণ-চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইয়ে মঝু গাত॥
যো দরপণে পহুঁ নিজ মুখ চাহ।
মঝু অঙ্গ জোতি হোই তথি মাহ॥

স্বরে—গান করে (উহা)।
ঝঙ্কারে—ঝঙ্কার করে।

কোকিলাগণ....জনমে—কোকিল-কোকিলা পঞ্চম স্বরে গান করিতেছে, ফুলে ফুলে ভ্রমর গুন্ গুন্ রব করিতেছে; কিন্তু আমি এমনই অভাগিনী যে এ সকলই আমাকে পীড়া দিতেছে। আমার আর বাঁচিতে সাধ নাই। আমি বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হইবার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়া মরিব যাহাতে পরজন্মে তাঁহাকে পাইতে পারি।

হরি-লালসে....জনমে—হরিকে পাইবার (অতৃপ্ত) আকাঙ্ক্ষা লইয়া মরিব, তাহা হইলে পরজন্মে তাঁহাকে পাইব। [শাস্ত্রে বলে, মরিবার সময়ে যে যাহা একান্ত আকাঙ্ক্ষা করিয়া মরে, পরজন্মে সে তাহা পায়।]

আন জনমে—অন্য জন্মে (পরজন্মে)।
ঐছন বাণী—ঐরূপ কথা (উক্ত হরিলীলা)।
মোহ গেলা—মূর্চ্ছা গেলেন।
ঘেরি বৈঠত—রাধাকে ঘিরিয়া বসিল।
রাগিণী—অনুরাগিণী।
কোরে করি—কোলে করিয়া।

শশিশেখর....ফাটিয়া—সখীর ভাবে ভাবিত পদকর্তা বলিতেছেন, হে শ্রীমতি, তোমার দুঃখ দেখিয়া আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে।

১১। যাঁহা—যেখানে।
অরুণ-চরণে—অরুণ-বর্ণ পদে।
পহুঁ—প্রভু।
যাত—যায়।

তাঁহা তাঁহা....গাত—(আমার মৃত্যুর পরে) আমার অঙ্গ (গাত) যেন সেই স্থানের মাটী হইয়া থাকে।
চাহ—দেখেন।
মঝু অঙ্গ....তথি মাহ—তাহার মধ্যে (তথি মাহ) যেন আমার দেহ জ্যোতিঃ হইয়া থাকে।

এ সখি বিরহ-মরণ নিরদন্দ।
ঐছনে মিলই যব গোকুল-চন্দ ॥
যো সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি নাহ।
মঝু অঙ্গ সলিল হোই তথি মাহ ॥
যো বীজনে পহুঁ বীজই গাত।
মঝু অঙ্গ তাহি হোই মৃদু বাত ॥
যাঁহা পহুঁ ভরমই জলধর-শ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হোই তছু ঠাম ॥
গোবিন্দদাস কহ কাঞ্চন-গোরী।
সো মরকত-তনু তোহে কিয়ে ছোড়ি ॥

১২

নাহ দরশ সুখে বিহি কৈলে বাদ।
আঁকুরে ভাঙল বিনি অপরাধ ॥
সুখময় সাগর মরুভুমি ভেল।
জলদ নেহারি চাতক মরি গেল ॥
আন কয়ল হিয়ে বিহি কৈলে আন।
অব নাহি নিকসয়ে কঠিন পরাণ ॥
শ্রবণহি শ্যাম-নাম করু গান।
তবহিতে নিকসউ কঠিন পরাণ ॥
বিদ্যাপতি কহ সুপুরুখ নারি।
মরণ সমাপন প্রেম বিথারি ॥

এ সখি. . . গোকুল-চন্দ—হে সখি, বিরহ ও মৃত্যুর দ্বন্দ্ব (অর্থাৎ বিরোধ) ঘুচিয়া যাউক এবং এইরূপে (ঐছনে) অর্থাৎ আমার মৃত্যুর পরে যখন আমার দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইবে, তখন আমি গোকুলের চাঁদকে পাইব।

নাহ—স্নান করেন।

যাঁহা পহুঁ. . . .ঠাম—যেখানে তিনি শ্যামল মেঘের ন্যায় ভ্রমণ করিবেন, সেইখানে যেন আমার অঙ্গ আকাশ হইয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকে।

ঠাম—ঠাঁই, স্থান। কাঞ্চন-গোরী—সুবর্ণের ন্যায় গৌরবর্ণা।

১২। নাহ. . . .বাদ—নাথের দর্শন-সুখে বিধাতা বাদ সাধিলেন।

আঁকুরে—অঙ্কুরে। জলদ নেহারি—জলদ চাহিয়া চাহিয়া।

আন. . . .আন—আমার হৃদয় আশা করিল এক, বিধাতা করিলেন অন্য। নিকসয়ে—বাহির হয়।

মরণ সমাপন প্রেম বিথারি—যে নারী সুজনের সহিত প্রেম করে, তাহার প্রেম মরণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, অর্থাৎ মৃত্যু পর্য্যন্ত সে প্রেম পরিত্যাগ করে না।

একাদশ স্তবক

মিলন ও ভাবসম্মিলন

১

সই, জানি কুদিন সুদিন ভেল।
মাধব মন্দিরে তুরিতে আওব
কপাল কহিয়া গেল ॥

চিকুর ফুরিছে বসন উড়িছে
পুলক যৌবন-ভার।
বাম অঙ্গ আঁখি সঘনে নাচিছে
দুলিছে হিয়ার হার ॥

প্রভাত-সময় কাক-কোলাহলি
আহার বাঁটিয়া খায়।
পিয়া আসিবার কথা শুধাইতে
উড়িয়া বসিল তায় ॥

মুখের তাম্বুল খসিয়া পড়িছে
দেবের মাথার ফুল।
চণ্ডীদাস কহে সব ভেল শুভ
বিহি ভেল অনুকূল ॥

১। সই....ভেল—সখি, বোধ হয় কুদিন সুদিনে পরিণত হইল।
ভেল—হইল। মন্দিরে তুরিতে আওব—গৃহে শীঘ্র আসিবেন।
কপাল কহিয়া গেল—আমার অদৃষ্ট যেন আমাকে বলিয়া গেল। 'কপালি' পাঠান্তর—কপালগণক।
চিকুর ফুরিছে—আনন্দে চুলগুলি স্ফুরিত হইতেছে।
পুলক....ভার—যৌবন বোঝার মত পীড়া দিতেছে না, বরঞ্চ যৌবনের ভার আনন্দদায়ক বলিয়া বোধ হইতেছে।
প্রভাত....বসিল তায়—কাক ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া বিদিত। কাকচরিত্র পাঠ করিলে জানা যায়, কাকের বিচিত্র প্রকার ডাকে শুভ বা অশুভ সূচিত হয়। কাকের মুখে প্রিয়ের আগমনবার্ত্তা শুনিবার জন্য রাধা ব্যাকুল হইয়া কত প্রশ্ন করেন—তাহাদিগকে খাবার জিনিষ দিয়া সুসংবাদ শুনিবার জন্য ব্যাকুল হন, কিন্তু কাকেরা খাবার খাইয়া চলিয়া যায়—তাঁহার কথার উত্তরে কোন শুভ ইঙ্গিত দেয় না। কিন্তু আজ তাহারা তাঁহার আহ্বানে প্রফুল্লচিত্তে নিকটে উড়িয়া আসিয়া বসিল।
মুখের তাম্বুল....ফুল—আনন্দের চিহ্নস্বরূপ চর্বিত পান আপনা আপনি খসিয়া পড়িতেছে এবং দেবতার মাথা হইতে আশীর্বাদী ফুল পড়িতেছে।
বিহি....অনুকূল—বিধাতা অনুকূল হইয়াছেন।

২

পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে॥
বেদী করব হাম আপন অঙ্গমে।
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে॥
আলিপনা দেওব মোতিম হার।
মঙ্গল-কলস করব কুচভার॥
কদলী রোপব হাম গুরুয়া নিতম্ব।
আম্র-পল্লব তাহে কিঙ্কিণী সুঝম্প॥
দিশি দিশি আনব কামিনী-ঠাট।
চৌদিগে পসারব চাঁদক হাট॥
বিদ্যাপতি কহ পূরব আশ।
দুই-এক পলকে মিলব তুয়া পাশ॥

৩

বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে॥
এতেক সহিল অবলা ব'লে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হ'লে॥
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল॥
এ সব দুখ কিছু না গণি।
তোমার কুশলে কুশল মানি॥

২। ভাবোল্লাসের পদ।

তত্ত্বের দিক্ দিয়া দেখিলে এই পদটিতে পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলন-প্রসঙ্গ আছে বলিয়া মনে হয়। এখানে সাধকের দেহই মঙ্গল-আচারের স্থান,—সাধকের অঙ্গই বেদী, এবং তাঁহার নিজের কেশ দিয়াই সে বেদীতে ঝাঁট দেওয়া হইবে; আলিপনার দরকার নাই, শুভ্র মোতির হারই আলিপনা হইবে। "The human body is the highest temple of God" এই উক্তির সার্থকতা এই কবিতাটিতে দৃষ্ট হইবে। রসের দিক্ দিয়া দেখিলে এই পদে, বহুদিন পরে বন্ধুর আগমনের আশায়, নায়িকার অপূর্ব ভাবোল্লাস বা মিলনানন্দের কল্পনা সূচিত হইয়াছে।

সুঝম্প—আন্দোলিত।

দিশি দিশি....ঠাট—মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে বহু রমণীর উপস্থিতি আবশ্যক। আমি এরূপ বিচিত্র বিলাস-কলা বিস্তার করিব যে মনে হইবে বহু রমণীর সমাবেশ হইয়াছে।

চৌদিগে....হাট—এমন রূপ বিস্তার করিব যে মনে হইবে যেন চারিদিকে চাঁদের হাট মিলিয়াছে।

৩। এতেক....হ'লে—আমি অবলা এ জন্য এই কষ্ট সহ্য করিয়াছি। কিন্তু পাষাণ হইলেও এত দুঃখে ফাটিয়া যাইত।

তোমার কুশলে কুশল মানি—আমার নিজের দুঃখকে দুঃখ বলিয়া গণনা করি না, যদি তুমি কুশলে থাকিয়া থাক।

সব দুখ আজি গেল হে দূরে।
হারান রতন পাইলাম কোরে ॥
(এখন) কোকিল আসিয়া করুক গান।
ভ্রমরা ধরুক তাহার তান ॥
মলয়-পবন বহুক মন্দ।
গগনে উদয় হউক চন্দ ॥
বাশুলী-আদেশে কহে চণ্ডীদাসে।
দুখ দূরে গেল সুখবিলাসে ॥

৪

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়া-মুখ-চন্দা।
জীবন-যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা ॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহুঁ সন্দেহা ॥
সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবাণ অব লাখ বাণ হোউ
মলয় পবন বহু মন্দা ॥
অব মঝু যব পিয়া সঙ্গ হোয়ত
তবহুঁ মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ
ধনি ধনি তুয়া নব নেহা ॥

কোরে—ক্রোড়ে, বক্ষে।

(এখন) কোকিল....চন্দ—কোকিলের গান, অলিকুলের গুঞ্জন, মলয়ানিলহিল্লোল এবং চন্দ্রের কিরণ বিরহিণীর পক্ষে পীড়াদায়ক বলিয়া কবি-প্রসিদ্ধি আছে। তাই শ্রীরাধা বলিতেছেন, এখন তুমি আমার বক্ষে ফিরিয়া আসিয়াছ, এখন আমি মলয়ানিল প্রভৃতিকে আর ভয় করি না।

৪। ভাগে—বহু ভাগ্যে। পেখলুঁ—দেখিলাম।
পিয়া-মুখ-চন্দা—প্রিয়ের মুখচন্দ্র। নিরদন্দা—নির্দ্বন্দ্ব, প্রসন্ন। মঝু—আমার।
আজু মঝু....দেহা—আজ আমার গৃহ গৃহ বলিয়া মানিলাম; আজ আমার দেহ দেহ বলিয়া মনে হইতেছে।
টুটল—দূর হইল। সবহুঁ—সকল।
সোই....মন্দা—সেই কোকিল এখন লক্ষবার ডাকুক, এখন লক্ষ চন্দ্র উদিত হউক, (কামদেবের) পঞ্চ শর এখন লক্ষ শর হউক এবং মলয় পবন মন্দ মন্দ প্রবাহিত হউক। পূর্বে কৃষ্ণকে না দেখিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও সুখরাশি আমার পক্ষে দুঃসহ হইয়াছিল। [পূর্বপদের সহিত তুলনীয়।]
ধনি....নেহা—তোমার নবীন প্রেম ধন্যাতিধন্য।

৫

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥
পাপ সুধাকর যত দুখ দেল।
পিয়া-মুখ-দরশনে তত সুখ ভেল ॥
আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই।
তব হাম পিয়া দূর দেশে না পাঠাই ॥
শীতের ওঢ়নী পিয়া গিরীষির বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
সুজনক দুখ দিবস দুই-চারি ॥

৬

হাথক দরপণ মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল ॥
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার ॥
পাখিক পাখ মীনক পানি।
জীবক জীবন হাম ঐছে জানি ॥
তুহুঁ কৈছে মাধব কহ তুহুঁ মোয়।
বিদ্যাপতি কহ দুহুঁ দোহাঁ হোয় ॥

৫। চিরদিনে....মন্দিরে মোর—বহুকাল পরে মাধব আমার গৃহে আসিয়াছেন। চিরদিনে—দীর্ঘ দিনের পরে। আঁচর ভরিয়া....পাঠাই—অর্থের জন্য স্ত্রী স্বামীকে প্রবাসে পাঠাইতে বাধ্য হয়; কিন্তু আমি যদি আঁচল ভরিয়া মহামূল্য রত্ন পাই, তাহা হইলেও প্রিয়কে আর দূরে পাঠাইব না।

ওঢ়নী—গাত্রাবরণ, ওড়না। গিরীষির—গ্রীষ্মের। দরিয়া—নদী। না—নৌকা।

৬। হাথক—হাতের। দরপণ—দর্পণ। মাথক—মাথার।
মৃগমদ—কস্তূরী-লেপন। গীমক—গ্রীবার। সরবস—সর্বস্ব।
পাখিক—পাখীর। দুহুঁ—দুইজনে। দোহাঁ হোয়—দুইয়ের মত হয়।

এই পদের শেষের দুই ছত্রে একটি ইঙ্গিত আছে। রাধা বলিতেছেন, হে কৃষ্ণ, তুমি আমার পক্ষে হাতের দর্পণ-স্বরূপ (পূর্বকালে হিন্দু স্ত্রীলোকেরা মুখ দেখিবার জন্য সর্বদা হাতে দর্পণ রাখিতেন, সেটি তাঁহাদের বড় প্রিয় জিনিষ ছিল। উড়িষ্যা ও অপরাপর স্থলে পাথরে রচিত ও অঙ্কিত অনেক নারীমূর্তির হাতে দর্পণ দৃষ্ট হয়। বিবাহের কালে বরের হাতে অনেক স্থলে দর্পণ দেওয়া হয়); মাথার ফুল, নয়নের অঞ্জন, মুখের তাম্বুল, বক্ষের মৃগমদ চিত্রপাঁতি, গলার হার, দেহের সর্বস্ব, গৃহের সার, পাখীর পক্ষ, মৎস্যের জল, জীবের জীবন; অর্থাৎ আমি তোমাকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়াছি। কিন্তু তোমাকে এত ভালবাসিয়াও তুমি কে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। (ভক্ত নিজের সর্বস্ব ভগবানকে দিয়াও সেই বিরাট্ রহস্যের তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া ক্ষণে ক্ষণে বিধার ভাবে মনে ভাবেন—'তিনি কে, যাঁহাকে সকলই দিলাম, তাঁহার তত্ত্ব তো কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।) তুমি তো আমার সব—কিন্তু হে মাধব, তুমি কেমন তাহা আমাকে বল। বিদ্যাপতি বলেন, তোমরা দুইজনে দুইজনেরই মত; অর্থাৎ ভগবান্ যেমন অসীম, ভক্তের প্রেমও তেমনই অসীম।

৭

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরিতি অনু- রাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়।
জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণ হি শুনলুঁ
শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥
কত মধু-যামিনী রভসে গোঁয়াইলুঁ
না বুঝলুঁ কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তবু হিয়া জুড়ন না গেল॥
কত বিদগধ জন রসে অনুমগন
অনুভব কাহু না পেখ।
কহ কবিবল্লভ প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলিল এক॥

৭। পুছসি—জিজ্ঞাসা করিতেছ।
অনুভব মোয়—আমার ভাব (অনুভব—অনুভূতি) সম্বন্ধে কি জিজ্ঞাসা করিতেছ?
সোই....হোয়—ভালবাসার গুণ বর্ণনা করিতে পারা যায় না, কারণ ইহা অসাড় জড় পদার্থের মত এক অবস্থায় থাকে না। প্রেম কখনও পুরাতন হয় না, ইহা তিলে তিলে, প্রতি মুহূর্ত্তে নূতন হয়। যাহা ক্ষণে ক্ষণে নূতন হয়, তাহাকে কি বলিয়া বর্ণনা করিব।
নেহারলুঁ—দেখিলাম।
তিরপিত—তৃপ্ত।
শ্রুতিপথে....গেল—শ্রুতিপথে গিয়াও যেন স্পর্শ করিল না, অর্থাৎ শুনিয়াও যেন শুনিলাম না—আবার শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।
মধু-যামিনী—বসন্ত কালের রাত্রি।
রভসে—ক্রীড়াকৌতুকে।
না বুঝলুঁ....কেল—কিরূপ ভাবে কাটাইলাম তাহা বুঝিলাম না।
হিয়ে হিয়ে—বক্ষে বক্ষে।
তবু....গেল—তবু বক্ষ জুড়াইল না, আরও সাধ হয়।
বিদগধ—বিদগ্ধ, রসজ্ঞ।
কত....পেখ—কত রসজ্ঞ ব্যক্তিই দেখিলাম, কিন্তু কাহারও মধ্যে প্রকৃত অনুভব দেখিলাম না; অর্থাৎ কেহ যে বুঝিয়াছে, এমন দেখিলাম না। পেখ—দেখিলাম।
কহ কবিবল্লভ—'বিদ্যাপতি কহ' পাঠান্তর। পদটি এত সুন্দর যে অনেক রসজ্ঞ ব্যক্তি ইহা বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া মনে করেন

দ্বাদশ স্তবক

সহজ-ভজন

মরম না জানে ধরম বাখানে
এমন আছয়ে যারা ।
কাজ নাই সখি তাদের কথায়
বাহিরে রহুন তারা ।।

বাহির দুয়ারে কবাট লেগেছে
ভিতর দুয়ার খোলা ।
(তোরা) নিসাড়া হইয়া আয় লো সজনী
আঁধার পেরিয়া আলা ।।

আলার ভিতরে কালাটি আছে
চৌকি রয়েছে তথা ।
সে দেশের কথা এ দেশে কহিলে
লাগিবে মরমে ব্যথা ।।

পর পতি সনে সদাই গোপনে
সতত করিবি লেহা ।
নীর না ছুঁইবি সিনান করিবি
ভাবিনী ভাবের দেহা ।।

তোরা না হইবি সতী না হবি অসতী
থাকিবি লোকের মাঝে ।
চণ্ডীদাস কহে এমনি হইলে
তবে ত পিরীতি সাজে ।।

এই পদটি হেঁয়ালি-ভাবে রচিত কবিতার একটি সুন্দর উদাহরণ। চণ্ডীদাস সহজিয়া কিনা সে বিষয়ে মতভেদ আছে। অনেকগুলি সহজিয়া-পদ চণ্ডীদাসের নামে চলিত আছে। তিনি কোন্ চণ্ডীদাস তাহা লইয়াও মতদ্বৈধ দেখা যায়। এ পদটি সহজিয়া-পদের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

পর পতি—পরম পতি,—যিনি পরাৎপর।

ভাবিনী ভাবের দেহা—ভাবময়ী, কেবলা প্রীতিময়ী—সেই ভাবের দেহ।

না হইবি....অসতী—সতী অসতী এই দ্বন্দ্বের অনেক উর্ধ্বে—Beyond Good and Evil.